CMYK

চমক ভরা
ধনতেরস
২৬ অক্টোবর থেকে ৬ নভেম্বর
(আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি)
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

নির্বাচন
Sister
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 24 October 2021 ■ আগরতলা ২৪ অক্টোবর ২০২১ ইং ■ ৬ কার্ত্তিক ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

জ্বালানির সীমাহীন মূল্যবৃদ্ধির কারণে রাজ্যে পরিবহণ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার মুখে

জিনিসপত্রের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি সত্বেও খাদ্য দপ্তর জগন্নাথ প্রতিকারহীনতায় ফুঁসছে ক্রেতারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ অক্টোবর।। পেট্রোলের ছ্যাকা সামলানো দায় ছিল। ডিজেলও সমানভাবেই ছ্যাকা দিচ্ছিল। আজ ত্রিপুরায় ঝাজ বাড়িয়ে ডিজেলও শতক পার করল। আগরতলায় আজ ডিজেলের দাম বেড়ে দাড়িয়েছে ১০০.০৩ টাকা। এদিকে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব পড়েছে পরিবহণ ব্যবস্থার উপর। যানবাহন চালকরা ও মালিকরা ভাড়া বাড়ানোর পরিকল্পনা নিচ্ছেন। কোথাও কোথাও অঘোষিত ভাবে ভাড়া বাড়িয়ে দিয়েছে। পরিবহণ ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় জিনিসপত্রের দামও বেড়ে গিয়েছে। খাদ্য দপ্তরের তরফ থেকে বাজারগুলিতে কোন তদারকি করা হচ্ছে না। তাতে ক্ষোভে ফুঁসছেন ক্রেতারা।

এদিকে, পেট্রোলের দাম অনেক আগেই শতক পার করেছিল। এখন ডিজেলও একই পথে এগিয়ে যাওয়ায় মধ্যবিত্তের মাথায় হাত পড়েছে। সাধারণ মানুষের বক্তব্য, পেট্রোল-ডিজেল এমন ছ্যাকা দিচ্ছে, সহ্যের বাইরে চলে গেছে। সারা দেশের সাথে ত্রিপুরায় একের পর এক রেকর্ড ভাঙছে পেট্রোল ডিজেলের দাম। ইতিপূর্বে নরমাল ও এক্সট্রা প্রিমিয়াম পেট্রোল সেঞ্চুরি পার করেছিল। এখন ডিজেলও সেঞ্চুরি করেছে। আজকের দিনে ডিজেল ত্রিপুরা রাজ্যে দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০০.০৩ টাকা। অন্যদিকে পেট্রোল নরমাল লিটার প্রতি ১০৭ টাকা ৪৪ পয়সা এবং এক্সট্রা প্রিমিয়াম ১১১ টাকা ৩৪ পয়সা লিটার প্রতি দাম হয়েছে। পেট্রোল-ডিজেলের দাম নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছে সাধারণ মানুষ সরকার। এ নিয়ে কোনো পদক্ষেপ কেন নিচ্ছে না সরকার, প্রশ্ন তুললেন সাধারণ মানুষ। জ্বালানির মূল্য প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাওয়ায় সাধারণ মানুষ জটিল সমস্যায় পড়েছেন।

জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী মূল্য প্রতি দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকার সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কোন ধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ করা হলেও সরকারের টনক নড়ছে না। একদিকে করোনা পরিস্থিতিতে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত। অন্য দিকে ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির কবলে পড়ে সাধারণ মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন পেট্রোল, ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলনে শামিল হলেও তাতে বিন্দুমাত্র সাড়া দেয়নি কেন্দ্রীয় সরকার।

রাজধানী আগরতলা শহরের বিভিন্ন বাজারে পণ্য সামগ্রীর দাম হুহু করে বাড়ছে। খাদ্য দপ্তর জগন্নাথের ভূমিকায়। প্রশাসনের তরফ থেকে বাজারগুলিতে কোন তদারকি না করায় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম বেড়েই চলেছে। শাক-সব্জির দাম তো আকাশ ছোঁয়া। মাঝে মধ্যে লোকদেখানোর জন্য খাদ্য দপ্তরের তরফ থেকে বাজারগুলিতে অভিযান চালানো হত। কিন্তু পুজার মরশুমে প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম।

সাব্রুমে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাস পড়ল গভীর খাদে, গুরুতর আহত ছয় যাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ অক্টোবর।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাব্রুমের মনু বাজার এলাকায় একটি যাত্রীবাহী গাড়ি গভীর খাদে পড়ে গিয়ে ৬ জন যাত্রী গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় আহত ছয় জন গোমতী জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শনিবার সকালে সাব্রুম রেল স্টেশন থেকে কমান্ডার গাড়ি করে ১৬ জন যাত্রী নিয়ে সাব্রুম শ্রীনগর যাওয়ার পথে সাব্রুম মনুবাজারে আসার পর গাড়িটি গভীর খাদে পড়ে যায়।এতে বেশ কয়েকজন যাত্রী আহত হয়।

সঙ্গে সঙ্গে সাব্রুম হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখান থেকে আহত ছয় জনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য গোমতী জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়।জেলা হাসপাতালে কতর্ব্যরত চিকিৎসক ডাক্তার বিশ্বজিৎ পাল জানান, আহতদের গোমতী জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা করা হচ্ছে। আহতরা হলেন রবীন্দ্র পাল(৫০), বিকাশ দেবনাথ (৪০) ,কন্যা মালা ত্রিপুরা (৩১), পঞ্চমী দাস(৪০) , মাকলা মানিক। অন্যান্য আহতের নাম জানা যায়নি। আহত সবাইকে গোমতী জেলা হাসপাতালে শল্য বিভাগে চিকিৎসা চলছে বলে জানান কতর্ব্যরত চিকিৎসক।

অতিরিক্ত যাত্রী বহন করার কারণেই চালক নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেননি বলে প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সে কারণেই এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ অবশ্য ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

এদিকে, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ার চিত্তামারা পেট্রল পাম্পের সামনে ইট বোঝাই বোলেরো গাড়ির ধাক্কায় বাইক নিয়ে ছিটকে পড়ে আহত হয়েছেন দু''জন। দমকল বাহিনীর জওয়ানরা আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। ইট বোঝাই বুলেরু গাড়ির ধাক্কায় বাইক চালক সহ বাইক আরোহী ছিটকে রাস্তার পাশে পড়ে গুরুতর আহত হয়। খবর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদে শনিবার আগরতলায় ইসকন এর উদ্যোগে র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর আক্রমণ আগরতলায় ইসকনের বিক্ষোভ প্রদর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ অক্টোবর।। বাংলাদেশে হিন্দুদের আক্রমণ এবং ইসকন মন্দিরে হামলার প্রতিবাদে আজ বিশ্বব্যাপী কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে ইসকন আগরতলার পক্ষ থেকে সুবিশাল মিছিল করে বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশনারের কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি তুলে দিয়েছে।

মূলত, বাংলাদেশে হিন্দুদের নির্মমভাবে হত্যা এবং উতীড়নের প্রতিবাদে ১৫০ দেশে আজ শান্তিপুর্ন বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ইসকন আগরতলার অভিরাম নিমাই দাস। তাঁর দাবি, বিক্ষোভ প্রদর্শনের একমাত্র উদ্দেশ্য বাংলাদেশ সরকারকে সচেতন করা এবং বাংলাদেশী হিন্দুরা সেখানে সংখ্যালঘু হলেও সমগ্র বিশ্ব তাঁদের পাশে রয়েছে সেই বার্তা দেওয়া।

এদিন তিনি বলেন, শান্তিপুর্ন মিছিল সকাল ১১টায় আগরতলা মঠ চৌমুহনী স্থিত ইসকন থেকে বেড়িয়ে বাংলাদেশ হাই কমিশন কার্যালয়ে গিয়েছেএবং সেখানে ডেপুটেশন দিয়ে পুণরায় ফিরে এসেছে। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর বর্বরোচিত হামলার ঘটনায় প্রতিদিন বিভিন্ন সংগঠন বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে। আজকেও একাধিক স্থানে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়েছে।

বিলোনীয়ায় স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগে স্বামীকে আটক করে পুলিশে দিলেন এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৩ অক্টোবর।। বিলোনিয়া মহকুমার অন্তর্গত বড় পাথরী পিপারিয়াখোলা স্থিত আশ্রম পাড়া নিবাসী ৫৮ বছর বয়সি নিকাশ বৈদ্যের স্ত্রী ৪৭ বছর বয়সী দিপালী সরকার বৈদ্যের মৃতদেহ আজ শনিবার সকালে পাওয়া যায় নিজ বাসভবনে।

সকালে এলাকাবাসী এবং আত্মীয় স্বজনরা দেখতে পেয়ে খবর দেয় বিলোনীয়া থানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় বিলোনিয়া থানার পুলিশ। নিয়ে আসে বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে। ঘটনায় জানা যায় এলাকার কৃষক নিকাশ বৈদ্য নামের এই ব্যক্তি প্রায়ই মদমত্ত অবস্থায় থেকে নিজের স্ত্রীর উপর অকথ্য অত্যাচার করে। গত শুক্রবার রাতে নিজ বাসভবনে নিজের স্ত্রীর আত্মহত্যা করেছে বলে শনিবার সকালে পুলিশ এবং এলাকাবাসীর নিকট জানালেও এলাকাবাসীরা সন্দেহজনকভাবে স্বামী নিকাশ বৈদ্যকে আটক করে বেঁধে রেখে খবর দেয় মৃতার নিকট আত্মীয়দের। বিলোনিয়া থানার পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে যায় অভিযুক্ত নিকাশ বৈদ্যকে।

কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ রাষ্ট্রমন্ত্রী শোভা কারান্দলাজে রাজ্য সফরে আসছেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ অক্টোবর।। কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ রাষ্ট্র মন্ত্রী শোভা কারান্দলাজে ত্রিপুরা সফরে আসছেন। আগামী ২৭ অক্টোবর তিনি ত্রিপুরায় আসবেন। ত্রিপুরায় তিনি কৃষি ক্ষেত্রে আরও উন্নয়নের প্রশ্নে বিভিন্ন প্রকল্প ঘুরে দেখবেন এবং ত্রিপুরা প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকদের সাথে বৈঠক করবেন।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সফরের অঙ্গ হিসেবে কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ রাষ্ট্র মন্ত্রী ত্রিপুরা সফরও করবেন। ত্রিপুরায় আসার পূর্বে তিনি অসম সফর সারবেন। সূত্রের খবর, ভৌগলিক অবস্থানের কারণে ত্রিপুরায় বড় শিল্প আসছে না। ফলে, কর্মসংস্থান ও রোজগারের প্রশ্নে কৃষিক্ষেত্রকে আরও উন্নত করার পরিকল্পনা নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার।

ত্রিপুরা সরকার বেশ কয়েকটি নতুন প্রকল্প শুরু করার পরিকল্পনা করেছে। কৃষিক্ষেত্রে ত্রিপুরায় বিপ্লব ঘটানোর জন্য ওই প্রকল্পগুলি দারুন সহায়ক হবে বলে মনে করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ রাষ্ট্র মন্ত্রী ওই প্রকল্পগুলি সম্পর্কে অবগত হবেন।

আক্রান্ত তৃণমূল, নালিশ জানালো পুলিশের ডিজি-কে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ অক্টোবর।। ত্রিপুরায় জনসংযোগ অভিযানে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। তাই, এবার সোজা পুলিশের মহানির্দেশকের কাছে নালিশ জানাল মমতার দল। সাংসদ সুস্মিতা দেব ও পশ্চিমবঙ্গের আইন মন্ত্রী মলয় ঘটক স্থানীয়দের নেতাদের সাথে নিয়ে ত্রিপুরা পুলিশ মহানির্দেশকের অনুপস্থিতিতে ডিআইজি নর্দান রেঞ্জ এল ডারলং-র কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি তুলে দিয়েছেন। পুলিশ সদর কার্যালয় থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুস্মিতার হুঙ্কার, ১২ ঘন্টার মধ্যে দোষীদের গ্রেফতার করা না হলে তৃণমূল কংগ্রেস বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করবে। তাতে, বিজেপি প্রদেশ মুখপাত্র নবেন্দুর কটাক্ষ, গোষ্ঠি কোন্দলে জেরবার ত্রিপুরায় তৃণমূল আগে নিজেদের ঘর সামলাক। তারপর না হয় আন্দোলনের বিষয়ে ভাবা উচিত।

গতকাল আমতলীতে তৃণমূল কংগ্রেসের জনসংযোগ অভিযানে সাংসদ সুস্মিতা দেব সহ তিনজন আক্রান্ত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। তাঁদের গাড়ি ভাংচুরেরও অভিযোগ উঠেছে। তাই, আজ ত্রিপুরা পুলিশের মহানির্দেশকের কাছে ডেপুটেশন দিয়েছে তৃণমূল। তৃণমূল কংগ্রেসের সংসদ সুস্মিতা দেব হামলার ঘটনাকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় নিন্দাজনক ও লজ্জাজনক ঘটনা বলে তীব্র ভাষায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এ ধরনের কলঙ্কজনক ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে তা নিশ্চিত করার জন্য তিনি প্রশাসনের কাছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চুরি করতে গিয়ে আটক তিন যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৩ অক্টোবর।। অভিনব কায়দায় মারুতি ওয়াগনর গাড়ি দিয়ে চুরি করতে গিয়ে শ্রী ঘরে তিন যুবক। ঘটনা রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত পিত্রা আউট পোস্টের মহারানি কোয়াইমুড়া এলাকায়। আজ দুপুর আনুমানিক একটায় ছাগল চুরি করতে এসে স্থানীয় জনগনের হাতে গণধোলাই খেয়ে পুলিশের হাতে আটক হয় তিন যুবক। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংশোধনী

শনিবার জাগরণ এর প্রথম পাতায় ডেটলাইন পরিবর্তন করা হয়নি অসাবধানতাবশতঃ। ডেটলাইন পড়তে হবে 23 October 2021, ২৩ অক্টোবর, ২০২১ ইং, ৫ কার্ত্তিক, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শনিবার।

গৃহবধূকে তুলে নিয়ে গিয়ে আটদিন আটকে রেখে ধর্ষণ, গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ অক্টোবর।। তেলিয়ামুড়া থেকে এক গৃহবধূকে অপহরণ করে গৃহবন্দী রেখে ধর্ষণ করার মামলায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অভিযুক্তকে শনিবার খোয়াই জেলা আদালতে সোপর্দ করা হলে আদালত থেকে তাকে জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়।

অপহরণ করে গৃহবন্দি ও ধর্ষণ মামলায় অভিযুক্তকে জেলহাজতে পাঠায় আদালত। তেলিয়ামুড়ায় অপহরণ ও ধর্ষণ মামলায় ধৃত অভিযুক্তকে খোয়াই জেলা আদালত দুই দিনের জেল হাজতে পাঠিয়েছে। মামলায় অভিযুক্ত মিঠুন দাসকে পুলিশ অমরপুর থেকে গ্রেফতার করে খোয়াই জেলা আদালতে পেশ করে। আদালত অভিযুক্ত মিঠুন দাসকে দুই দিনের জেল হেফাজতে পাঠায়।

উল্লেখ্য, তেলিয়ামুড়ায় বাপের বাড়িতে এক গৃহবধূ বেড়াতে আসে। চলতি বছরে গত ২৪ সে সেপ্টেম্বর বিকেলে তেলিয়ামুড়া বাজার থেকে অমরপুর এলাকার বাসিন্দা অভিযুক্ত মিঠুন দাস গৃহবধূকে অপহরণ করে বাইকে করে অমরপুরের বামপুর গ্রামে নিজ বাড়িতে নিয়ে যায়। মিঠুন নিজ বাড়িতে গৃহবধূকে আট দিন গৃহবন্দী রাখে। অভিযুক্ত মিঠুন দাস গৃহবধূকে ধর্ষণ করে। ৩১শে সেপ্টেম্বর বিকেলে অভিযুক্ত গৃহবধূকে গাড়ি করে তেলিয়ামুড়া এনে ছেড়ে দেয়। মিঠুন দাস গৃহবধূর তেলিয়ামুড়া বাপের বাড়িতে ফোন করে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে।

যাতে ওর বিরুদ্ধে থানায় কোন ধরনের অভিযোগ দাখিল না হয়। অবশেষে গৃহবধূর মা গতকাল তেলিয়ামুড়া থানায় অভিযুক্ত মিঠুন দাস এর বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দাখিল করেন। অমরপুর থানার পুলিশ ও তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ যৌথ প্রচেষ্টায় অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে খোয়াই জেলা আদালতে পেশ করে। আদালত আগামী ২৫ শে অক্টোবর পর্যন্ত জুডিশিয়াল জেল কাস্টডিতে পাঠায়।

অগ্নিকান্ড থেকে অল্পতে রক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ অক্টোবর।। শনিবার সাত সকালে অগ্নিকাণ্ড থেকে অল্পেতে রক্ষা পেল বসতঘর সহ একটি পরিবার। ঘটনা উদয়পুরের জয়ন্তী বাজার এলাকায়। শনিবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ উদয়পুর মহকুমার জয়ন্তী বাজার সংলগ্ন এলাকায় প্রণয় সরকার ভৌমিক নামে এক ব্যক্তির বসত বাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার দিয়ে রান্না করার সময় হঠাৎ গ্যাস লিক করে আগুন ধরে যায়।আগুন দেখতে পেয়ে বাড়ির লোকজনরা ভয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরকিয়ার জেরে বিহারীবাবুর সাথে পালিয়ে গলে গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৩ অক্টোবর।। মঙ্গলবার সকালে অথার্ৎ লক্ষীপুজোর সাত সকালে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলো এক গৃহবধূ। নাম পিংকি দাস।

ঘটনা বিশালগড় থানাধীন উত্তর ব্রজপুর এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় গত তিন বছর আগে একই থানার অন্তর্ভুক্ত দুর্গানগর এলাকা থেকে পালিয়ে বিয়ে করে পিংকি এবং সনয়। বিয়ের পর সংসার সাজানো শুরু করে স্বামী স্ত্রী। এরই মধ্যে তাদের কোলে চলে আসে ফুটফুটে কন্যা সন্তান। আর্থিক টানাটানির মধ্যেও স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সংসারকে ভালো ভাবে গড়ে তোলার ইচ্ছে কিন্তু অটুট ছিল। কিন্তু দীর্ঘ ছয়মাস আগে ফোনে সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে পরে পিংকি, স্বামী সঞ্জয় দেবনাথ স্ত্রীর এই ঘটনা জানার পর প্রথমে স্ত্রীর উপর চড়াও হলেও পরে বুঝিয়ে স্ত্রীকে আগলে রাখার চেষ্টা করে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুর ও নগর ভোটের রণকৌশল চূড়ান্ত করতে ব্লক কর্মকর্তাদের নিয়ে বৈঠক করলেন পিসিসি সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ অক্টোবর।। পুর নির্বাচনকে সামনে রেখে শনিবার আগরতলা কংগ্রেস ভবনের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ সিনহার পৌরহিত্যে প্রদেশ কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

আগরতলা পুর নিগম এবং অন্যান্য সবকটি পুর পরিষদ ও নগর পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেস দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। পুর নির্বাচনকে সামনে রেখে শনিবার আগরতলা কংগ্রেস ভবনের প্রদেশ কংগ্রেসের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে পৌরহিত্য করেন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি বিরজিত সিনহা।

বৈঠকে প্রদেশ কংগ্রেসের সদস্য সহ ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিতে গিয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি বিরজিত সিনহা বলেন, আসন্ন পুর নির্বাচনকে সামনে রেখে এই গুরুত্বপূর্ণ সভার আয়োজন করা হয়। বৈঠক থেকে পুর নির্বাচনের রণকৌশল চূড়ান্ত করা হবে। এছাড়া সর্বভারতীয় আন্দোলন কর্মসূচির অংশ হিসাবে রাজ্যেও প্রতিটি এলাকায় জনজাগরণ অভিযান সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এদিকে সম্প্রতি বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক হিংসাত্মক কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বিরজিত সিনহা।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের রাজ্যে যাতে কোনো ধরনের অশান্তির পরিবেশ কায়েম হতে না পারে সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে রাজ্য সরকারের প্রতি প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেন কংগ্রেস দল সবসময়ই শান্তি ও সম্প্রীতির পক্ষে। পুর নির্বাচনে কংগ্রেস দল অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আঁতাত করবে কিনা সে সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন বিষয়টি নিয়ে দলীয় স্তরে আলোচনা করা হবে। রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গের সাংসদ আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেন এ ধরনের ঘটনা খুবই নিন্দনীয়। শুধু ত্রিপুরাতেই নয়, পশ্চিমবঙ্গেও এ ধরনের কার্যকলাপ সংঘটিত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাকমাঘাটে বন্য হাতির তান্ডব তছনছ ফসল, চাষীর মাথায় হাত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ অক্টোবর।। তেলিয়ামুড়া বনদপ্তরের অধীনে চাকমাঘাটস্থিত রাজকুমার কপালি পাড়া এলাকায় গতকাল গভীর রাতে বন্যহাতির দল তাণ্ডব চালিয়েছে।কৃষকদের ফসল নষ্ট করে দিয়েছে বন্য হাতির দল। স্থানীয় জনগণ এবং বনদপ্তর এর কর্মীরা দীর্ঘক্ষণ চেষ্টা চালিয়ে বন্যহাতির দলকে সেখান থেকে তাড়াতে সক্ষম হয়েছেন।

তেলিয়ামুড়া মহকুমা জুড়ে বন্য দাঁতাল হাতির আক্রমণ অব্যাহত রয়েছে। প্রায় নিত্যদিনই বণ্য দাঁতাল হাতির দল লোকালয়ে এসে তাণ্ডব চালায়। শুক্রবার শেষ রাতে তেলিয়ামুড়া বনদপ্তরের অধীনে চাকমাঘাটস্থিত রাজকুমার কপালি পাড়া এলাকায় একদল দাঁতালের তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকার কৃষক কূল।এই এলাকার শ্যামল কপালি সহ আরো দুই-এক জন কৃষকের ধানী জমিতে তান্ডব চালায় রাতের আঁধারে একদল বন্য হাতি। তখন এলাকার স্থানীয় লোকজন তেলিয়ামুড়া বনকর্মীদের খবর পাঠালে তাঁরা ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বাজি পটকা নিয়ে। দীর্ঘক্ষন প্রচেষ্টার পর বন্য হাতির দল ধানী জমির ফসল নষ্ট করে ঘটনাস্থল থেকে চলে যায়।

এ প্রসঙ্গে কৃষক শ্যামল কপালি জানিয়েছেন, যখন হাতি ক্ষেতের ফসল নষ্ট করছিল তখন বণ কর্মীরা ঘটনাস্থলে আসেনি। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ১৮ ◘ ২৪ অক্টোবর ২০২১ ইং ◘ ৬ কার্ত্তিক ◘ রবিবার ◘ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

প্রতিকূলতাকে জয় করিল ভারত

করোনা ভাইরাস সংক্রমণজনিত প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করিয়া ভারত জয়ী হইয়াছে।এর কৃতিত্ব একদিকে যেমন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঠিক তেমনি কৃতিত্বের অধিকারী দেশের বিজ্ঞানীরা। তাহাদের বিরামহীন প্রচেষ্টায় এবং দেশের প্রধানমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় করোণা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিহত করিতে খুব কম সময়ের মধ্যেই ভ্যাকসিন আবিষ্কার করা সম্ভব হইয়াছে। সেই সুবাদে ভারত ১০০ কোটি ডোজ টিকাকরণ সম্পন্ন করিল। টিকাকরণ কর্মসূচি শুরুর মাত্র ন'মাসের মধ্যেই এল এই সাফল্য। কোভিড-১৯ মোকাবিলায় এ এক দুরূহ যাত্রা! বিশেষত ২০২০ সালের গোড়ার দিকে কী পরিস্থিতি ছিল, তাাহহ ফিরে দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারিব। ১০০ বছর বাদে মানব সমাজ আরও এক অতিমারির কবলে। কেউ বিশেষ কিছু জানিতও না এই ভাইরাস সম্পর্কে। মনে পড়ে, কেমন এক অনিশ্চিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছিল সেই সময়! দ্রুত চরিত্র বদল করা এক অজানা, অদৃশ্য শত্রুর মুখোমুখি হইয়াছিলাম আমরা। সেই আশঙ্কা থেকে আশ্বাসের পথে যাত্রার সূচনা হইল। ক্রমে বিশ্বের বৃহত্তম টিকাকরণ অভিযানের সুবাদে আরও শক্তিশালী হইয়া উঠিল আমাদের দেশ।সমাজের একাধিক অংশকে সঙ্গে নিয়ে এটা সত্যিই ভগীরথের মতো এক প্রয়াস। চেষ্টার মাত্রাটা বুঝিতে গেলে একটা ছোট্ট তথ্য জানিয়া রাখা দরকার। প্রতিটি টিকা দিতে একজন স্বাস্থ্যপরিষেবা কর্মীর সময় লাগে ২ মিনিট। সেই অনুযায়ী এই সাফল্যে পৌঁছিতে লাগিয়াছে প্রায় ৪১ লক্ষ মানব-দিবস অথবা আনুমানিক ১১ হাজার মানব-বর্ষের চেষ্টা।

বড় মাত্রার যে কোন প্রয়াসে দ্রুত সাফল্য অর্জন করিতে হইলে সবার আস্থা অর্জন অত্যন্ত জরুরি। এই অভিযানের সাফল্যের অন্যতম কারণ সেটাই। এই টিকাকরণ এবং তাহার পরবর্তী প্রক্রিয়ার উপর আস্থা রাখিয়াছে মানুষ। যদিও অনাস্থা এবং আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা কম হয়নি। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ শুধুমাত্র বিদেশি ব্র্যান্ডে আস্থা রাখেন। এমনকী সেটা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রেও। তবে, কোভিড-১৯ টিকার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভারতবাসী সর্বসম্মতিক্রমে আস্থা রাখিয়াছেন 'মেড ইন ইন্ডিয়া' ভ্যাকসিনের উপর। এটা এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। নাগরিক এবং সরকার যদি একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে জন ভাগিদারীর আদর্শকে সামনে রাখিয়া এক হইয়া যায়, তাহা হইলে ভারত যে কী করিতে পারে এই টিকাকরণ অভিযান তাহার একটি উদাহরণ। ভারত যখন টিকাকরণ অভিযান শুরু করে, তখন অনেকেই ১৩০ কোটি মানুষের ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। কেউ বলিয়াছিলেন, তিন-চার বছর সময় লাগিবে ভারতের। কাহারও কাহারও দাবি ছিল, মানুষ টিকা নিতে এগিয়ে আসিবেন না। এমনও অনেকে ছিলেন, যাঁহারা বলিয়াছিলেন, গোটা বিষয়টি অব্যবস্থার চূড়ান্ত হইবে এবং টিকাকরণ প্রক্রিয়ায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। এমনকী কেউ কেউ তো এও বলিয়াছিলেন যে, ভারত সরবরাহ শৃঙ্খল অটুট রাখিতে পারিবে না। কিন্তু জনতা কারফিউ এবং তার পরবর্তী লকডাউনের মতোই ভারতবাসী দেখাইয়া দিয়াছে, তাঁহাদের আস্থাভাজন অংশীদার করিয়া তোলা গেলে কী অভাবনীয় ফলই না হইতে পারে।যখন সকলে এগিয়ে আসেন, তখন অসম্ভব বলিয়া কিছুই থাকে না। আমাদের স্বাস্থ্যপরিষেবা কর্মীরা পাহাড়ে চড়ে, নদী পেরিয়ে দুর্গম জায়গায় পৌঁছিয়া গিয়াছেন মানুষকে টিকা দিতে। ভারতে টিকা নিয়ে অনাগ্রহীর সংখ্যা ছিল বেশ কম, যা অনেক উন্নত দেশেও দেখা যায়নি। তাহার জন্য আমাদের যুব সমাজ, সমাজকর্মী, স্বাস্থ্য পরিষেবা কর্মী, সামাজিক এবং ধর্মীয় নেতাদের প্রত্যেকেরই অভিনন্দন প্রাপ্য।

টিকাকরণ অভিযানে অগ্রাধিকার চেয়ে বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর বিভিন্ন রকম চাপ ছিল। কিন্তু সরকার এটা নিশ্চিত করিয়াছে যে, অন্য অনেক কর্মসূচির মতো টিকাকরণ অভিযানেও কোন ভিআইপি সংস্কৃতি থাকিবে না। ২০২০-র গোড়ায় যখন কোভিড-১৯ বিশ্বজুড়ে তাণ্ডব শুরু করিয়াছিল, তখন থেকেই আমাদের কাছে এটা পরিষ্কার ছিল যে, টিকার সাহায্য নিয়ে এই অতিমারির মোকাবিলা করিতে হইবে। সেইমতো আমরা প্রস্তুতি শুরু করিয়া দিই। বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠী গঠন করি। ২০২০ সালের এপ্রিল থেকেই একটি রোডম্যাপ সাজাইয়া ফেলি।আজ পর্যন্ত হাতেগোনা কয়েকটি দেশই নিজেরা টিকা তৈরি করিতে সক্ষম হইয়াছে।১৮০টিরও বেশি রাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে কয়েকটি মাত্র উৎপাদকের ওপরেই নির্ভরশীল। বেশ কিছু দেশ এখনও টিকা পাওয়ার অপেক্ষায়। সেখানে ভারত ১০০ কোটি ডোজের মাত্রা অতিক্রম করিয়াছে সেখানে বহু দে এখনো টিকার সুযোগ হইতে বঞ্চিত।একবার পরিস্থিতিটা ভাবুনযদি ভারতের নিজস্ব টিকা না থাকিত, তাহা হইলে ভারত কীভাবে এই বিশাল জনসংখ্যার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ ভ্যাকসিন সংগ্রহ করিত? তাহার জন্য কত বছর সময় লাগিত? এখানেই অভিনন্দন জানাতে হয় ভারতীয় বিজ্ঞানী এবং উদ্যোগপতিদের, যাঁহারা সময়মতো এগিয়ে আসিয়াছেন। তাঁহাদের প্রতিভা এবং কঠোর পরিশ্রমের জন্যই আজ টিকার ক্ষেত্রে ভারত সত্যিকারের আত্মনির্ভর হইয়া উঠিয়াছে।আমাদের টিকা নির্মাতারা এই বিশাল জনসংখ্যার চাহিদা মিটাইতে উৎপাদনও বাড়াইয়াছেন।

২০১৫ সালে স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছিলেন যে, আমাদের দেশ সামনের দিকে এগচ্ছে 'টিম ইন্ডিয়া'-র জন্য। এই 'টিম ইন্ডিয়া' আমাদের ১৩০ কোটি মানুষের একটি বড় দল। মানুষের অংশগ্রহণ গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শক্তি। আমরা যদি ১৩০ কোটি ভারতীয়ের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশ চালাই, তাহা হইলে দেশ প্রতি মুহূর্তে ১৩০ কোটি পা এগিয়ে যাইবে। আমাদের টিকাকরণ অভিযান আরও একবার দেখাইল এই 'টিম ইন্ডিয়া'-র ক্ষমতা। টিকা কর্মসূচিতে ভারতের সাফল্য সারা বিশ্বকে এও দেখাইল যে, 'গণতন্ত্র করিয়া দেখাইতে পারে'!বিশ্বের বৃহত্তম টিকাকরণ অভিযানে যে সাফল্য পাওয়া গিয়াছে, তাহা আমাদের যুব সমাজ, উদ্ভাবক এবং সরকারের সব স্তরকে জনপরিষেবায় নতুন মাত্রা পৌঁছাইতে উৎসাহিত করিবে বলিয়াই আমরা আশাবাদী। আর সেটা শুধু আমাদের দেশ নয়, সারা বিশ্বের কাছে হইয়া উঠিবে একটি মডেল। এই কৃতিত্ব সমগ্র ভারতবাসীর।

অভিষেকের ভাষণ ওড়াল বিজেপি

কলকাতা, ২৩ অক্টোবর (হি. স.) : খড়দহ উপনির্বাচন উপলক্ষে শনিবারের সভা থেকে বিজেপিকে একহাত নিয়ে অভিষেক দাবি করেছেন আগামীতে গোয়া সহ পাঁচ রাজ্যে তৃণমূল প্রবেশ করবে। এমনকি গোয়াতে তৃণমূলের সরকার গড়া স্রেফ সময়ের অপেক্ষা বলে দাবি করেন তিনি। এই সভার অব্যবহিত পরে তৃণমূলকে পাল্টা কটাক্ষ ছুড়ে দিল বিজেপি। ব্যঙ্গের সুরে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির মুখ্য মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, বিজেপি গোয়ায় কিন্তু মমতাকে বহিরাগত বলবেন না। এদিন তৃণমূল সর্বভারতীয় সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আগামী তিন মাসের মধ্যে আরও পাঁচটা রাজ্যে ঢুকব। আমরা সেখানে ঢুকে তৃণমূলকে প্রতিষ্ঠা করব।" এই প্রেক্ষিতে শমীকবাবুর মন্তব্য, "এটা বাণিজ্যিক ভাষা। এটা রাজনীতির ভাষা নয়। বড় কোনও কোম্পানি এলে তারা বিভিন্ন শব্দবন্ধ তৈরি করে। এটা কোনও রাজনৈতিক ভাষা নয়।" শনিবার অভিষেক খড়দহে বলেছেন, চার উপনির্বাচনে এত ভোটে জেতাতে হবে সেটা যেন দেশ টের পায়। তিনি স্লোগান তোলেন, "দেশ কা নেত্রী ক্যায়সা হ্যায়, মমতা ব্যানার্জি জ্যায়সা হ্যায়।" এ নিয়ে বঙ্গ বিজেপির তরফে প্রতিক্রিয়া, "কেউ তাঁর দলের নেত্রী সম্পর্কে এমন বলতেই পারেন। এতে অবাস্তব কিছু নয়। যে দল তিনি করছেন তার নেত্রীকে দেশের সামনে দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরা স্বাভাবিক। কিন্তু আপনি মোহনবাগানের সমর্থক হয়ে যদি বলেন, ভ্রাতৃ সঙ্ঘকে এত সংখ্যক গোল দিতে হবে যে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ওটা দেখে ঘাবড়ে যাবে যে, আপনার সঙ্গে খেলতে নামব না। ব্যাপারটা তেমন হয়ে গেল।" অভিষেক খড়দহ থেকে মন্তব্য করেন দিনহাটা, শান্তিপুরে উপনির্বাচনের জন্য দায়ী বিজেপি। তিনি বলেন, " দুই কেন্দ্রে উপনির্বাচনের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু ২ জন সাংসদ (বিজেপি) ভোটে দাঁড়ালেন। আবার মানুষের রায় প্রত্যাখ্যান করে মন্ত্রী হবে, সাংসদ থাকবে বলে ইস্তফা দিলেন! একদিকে দেখুন মানুষের জন্য কাজ করতে গিয়ে দু'জন প্রয়াত হলেন। এটাই তৃণমূল আর বিজেপির পার্থক্য।" এ নিয়ে শমীকবাবুর পাল্টা প্রতিক্রিয়া, "স্বার্থ? তাহলে ভবানীপুরের কেন অকাল নির্বাচন করতে হল? ভবানীপুরে তো প্রার্থীকে ২৭ হাজার ভোটে জিতিয়েছিলেন। সেখানে কার স্বার্থে ভোট হল?"

উনিশ শতকের গোড়ায়ই প্রকৃতি ও পরিবেশের গুরুত্ব বুঝেছিলেন রবীন্দ্রনাথ

বরুণ দাস

প্রকৃতি ও পরিবেশ নিয়ে আজ অনেকেই চিন্তিত। বিশেষ করে পরিবেশবিদরা। যারা এসব নিয়ে নিছক চিন্তাভাবনাই নয়, প্রাসহিগতক কাজকর্মও করে থাকেন। থাঁদের মতে, ' ইকোলজিক্যাল ব্যালান্স' নাকি মার্জিনাল লেভেল ছাড়িয়ে গেছে। ফলে পৃথিবীর পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। যে পরিবর্তন মানুষ ও জীবজন্তুর পক্ষে মোটেই শুভ নয়। পরিবেশবিদদের এমনই ধারণা। যদিও সাধারণ মানুষ এসব নিয়ে খুব একটা ভাবিত নন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো এই, পরিবেশগত দুর্যোগে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই সাধারণ মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত হন বেশি।

ইতিমধ্যে আমরা ওই অনিবার্য পট-পরিবর্তনের শধু টের পাওয়াই নয়, অনেকেটা সম্মুখিনও হয়েছিল। শুধু আমাদের দেশেই নয়, টের পেয়েছেন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বহু মানুষও। প্রকৃত ও পরিবেশগত এই পরিবর্তনে মানুষ ও জীবজন্তুর জীবনে নেমে এসেছে চরম বিপদ। যে বিপদ সামলানোর কোনও ক্ষমতা উন্নত ও আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তির পক্ষেও সম্ভব হচ্ছে না। ফলে দেশ-বিদেশে জীবনহানি তো বটেই, সম্পদহানিও ঘটেছে প্রচুর। প্রকৃতিক ও পরিবেশগত দুর্যোগের কাছে আমরা এখনও প্রায় নিতান্ত অসহায়ই বটে।

তবুও মানুষের চেতনার কোনও রকম উন্মেষ হচ্ছে না। যে জন্য পৃথিবীর এই পরিবেশগত পরিবর্তন, তা বন্ধে নানাবিধ প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হলেও আমরা অনেকেই তা গ্রাহ্য করছি না। মুখে শুধু আশঙ্কার কথা উচ্চারণ করছি বটে, কাজে একেবারেই অনীহা। বিশ্বব্যাপী প্রচারও আমাদের সচেতনতা বিন্দুমাত্রা বাড়ায়নি। যুগ যুগ ধরে আমাদেরই পাহাড়-প্রমাণ ভুল'ইকোলজিক্যাল ব্যালান্স' হারাচ্ছে এই সুন্দর ও সমৃদ্ধ বিশ্বপ্রকৃতি। ক্রমশ বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠছে। অথচ আমরা

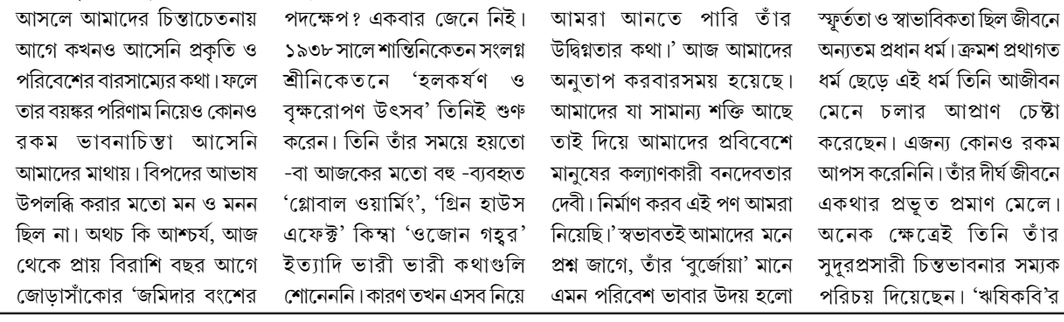

নির্মোহ দৃষ্টিতে শুধু তাকিয়ে আছি। আসলে আমাদের চিন্তাচেতনায় আগে কখনও আসেনি প্রকৃতি ও পরিবেশের বারসাম্যের কথা। ফলে তার বয়ঙ্কর পরিণাম নিয়েও কোনও রকম ভাবনাচিন্তা আসেনি আমাদের মাথায়। বিপদের আভাষ উপলব্ধি করার মতো মন ও মনন ছিল না। অথচ কি আশ্চর্য, আজ থেকে প্রায় বিরাশি বছর আগে জোড়াসাঁকোর 'জমিদার বংশের সন্তান' তথা 'বুর্জোয়া কবি' রবীন্দ্রনাথ বুঝেঠিলেন সকথা। শুধু বুঝেছিলেনই না, প্রকৃতি ও পরিবেশের স্বাভাবিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য প্রাসঙ্গিক পদক্ষেপও নিয়েছিলেন নিজের তত্ত্বধানে। কি সেই প্রাসঙ্গিক পদক্ষেপ? একবার জেনে নিই। ১৯৩৮ সালে শান্তিনিকেতন সংলগ্ন শ্রীনিকেতনে 'হলকর্ষণ ও বৃক্ষরোপণ উৎসব' তিনিই শুরু করেন। তিনি তাঁর সময়ে হয়তো -বা আজকের মতো বহু -ব্যবহৃত 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং', 'গ্রিন হাউস এফেক্ট' কিম্বা 'ওজোন গহ্বর' ইত্যাদি ভারী ভারী কথাগুলি শোনেননি। কারণ তখন এসব নিয়ে আলোচনা কিম্বা লেখলেখি কোথায়? ফলে পরিবেশগত প্রসঙ্গত কোনওভাবেই উঠে আসেনি কারণ মুখে। ব্যতিক্রম বোধহয় জোড়াসাঁকো জমিদার পরিবারে জন্ম নেওয়া ওই 'বুর্জোয়া কবি'। কবির'পরিবেশ ভাবনা'-য় আমরা আনতে পারি তাঁর উদ্বিগ্নতার কথা।' আজ আমাদের অনুতাপ করবারসময় হয়েছে। আমাদের যা সামান্য শক্তি আছে তাই দিয়ে আমাদের প্রবিবেশে মানুষের কল্যাণকারী বনদেবতার দেবী। নির্মাণ করব এই পণ আমরা নিয়েছি।'স্বভাবতই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, তাঁর 'বুর্জোয়া' মানে এমন পরিবেশ ভাবার উদয় হলো কিভাবে? জমিদার বংশের সন্তানের তো এমন কথা ভাবর কথা নয়। না আমাদের কৌতূহলের কোনও যথার্থ কবাব মেনে না একথা বলাই বাহুল্য।

এখানে উল্লেখ্য, যাঁরা স্কুলপাঠ্যের বাইরে রবীন্দ্রনাথকে কিছুটা অন্তত জানেন কিম্বা বোঝেন। (তাঁকে পড়ার মধ্য দিয়ে), তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে কবির কাছে স্বতঃস্ফূর্ততা ও স্বাভাবিকতা ছিল জীবনে অন্যতম প্রধান ধর্ম। ক্রমশ প্রথাগত ধর্ম ছেড়ে এই ধর্ম তিনি আজীবন মেনে চলার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। এজন্য কোনও রকম আপস করেননি। তাঁর দীর্ঘ জীবনে একথার প্রভূত প্রমাণ মেলে। অনেক ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর সুদূরপ্রসারী চিন্তভাবনার সম্যক পরিচয় দিয়েছেন। 'ঋষিকবি'র আখ্যা তো তাঁরই সাজে। বলাবাহুল্য, নগর-সব্যতা ও অতীতের আরণক সভ্যতার পার্থক্য বিশ্বকবিকে ভীষণ ভাবেই পীড়া দিতো। তাঁর কথায় ও লেখায় তার প্রমাণ পাই। তাই সম্ভবত উচ্চারণ করেছিলেন, 'দাও ফিরে সেই অরণ্য'। নগর-সভ্যতার কদর্য্য তাঁকে ভীষণভাবেই অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। প্রথম জীবনে অবিভক্ত বাংলাণ ছায়া-সুনিবিড় শিলাইদহ ও পরবর্থী জীবনে লালমাটিরদেশ বীরভূমের শান্তিনিকেতনেই কাটিয়েছেন জীবনের সিংহভাগ সময়। জন্ম ও মৃতুর সময়টুকু ছাড়া কোলাহলযুক্ত কলকাতা মহানগরে কতোটা সময় ছিলেন তিনি।? শান্তিনিকেতনে অবস্থানকালে তিনি সেখানকার প্রকৃতি ও পরিবেশেরযে পরিবর্তন দেখেছেন তাও উল্লেখ করেছেন তাঁর লেখায়। এই প্রসঙ্গে আলোচনাকালে 'অরণ্যদেবেতা'য় কি বলেছেন তিনি তা একবার জেনে নিই আমরা। ভূমির ক্রমিক ৭য়ে এই যে বোলপুরের ডাঙার কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে, বিনাশ অগ্রসর হয়ে এসেছে এক সময়ে এর এমন দশা ছিল না, এখানে ছিল অরণ্য সে পৃথিবীকে রক্ষা করেছে ধ্বংসের হাত থেকে তার ফুলমূল খেয়ে মানুষ বেঁচেছে। সেই অরণ্য নষ্ট হওয়ায় এখন বিপদ আসন্ন'।

শুধু কি আসন্ন বিপদের কথা উল্লেখ করে তিনি থেমে থেকেছেন? মোটেই নয়। বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার কথাও বাতলে দিয়েছেন তিনি 'রক্ষা পাওয়া'র কি সেই পথ? তাঁর কথায়, 'সেই বিপদ থেকে রক্ষা করুন এই ভূমিকে, দিন তার ফল, দিজ্ঞান তারা ছায়া।'

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

দূষণের গরলে ভারতের নদীরা

কৌশিক রায়

পুরাণে রাজা ভগীরথের তপস্যায়, চন্দ্রচূড় মহাদেবের জটারণ্যে নিয়ন্ত্রিতা হয়ে মর্তে নেমে এসেছিলেন মকরবাহিনী সুরধনী, দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী সঙ্গে। পুণ্যতোয়া জাহ্নবী গঙ্গার শীতলস্রোতস্পর্শে শাপমুক্তি ঘটেছিল সগর রাজার শাপগ্রস্ত ষাট সহস্র সন্তানের। ভারতের নদীমাতৃকতার পবিত্রতা, জৈবনিক প্রয়োজনীয়তা এবং ধর্মীচরণের বহুবিধ প্রকাশ, লোকাচার, সংস্কার জড়িয়ে আছে গঙ্গা -গোদাবরী- নর্মদা- তাপ্তী-কৃষ্ণা-শতদ্রু-বিতস্তা-ভুঙ্গাভদ্রা নামক নদীগুলির নিত্যবহ অস্তিত্বের সাথে। তবে, গায়ক-নায়ক কিশোর কুমারের সুকণ্ঠে অমর হওয়া 'পতিত-পাবনী গঙ্গে, শান্তি দায়িনী সঙ্গে এবং অন্যান্য ভারতীয় নদী, শিল্পায়ন, নগরায়ণ এবং পরিবেশ দূষণের মতো মহাশত্রুদের সাথে প্রতিনিয়ত লড়াই করতে গিয়ে আজ ক্লান্ত, কলুষিতা, বিপন্ন এবং অস্তিত্বের সংকটে ম্রিয়মান। ভারতবাসীর জীবনরেখা হিসেবে চিহ্নিত এই নদীগুলির প্রায় সাড়ে তিনশোটির মতো স্থানে আজ দেখা দিচ্ছে জলদূষণের অনপয়ের আতঙ্ক। বর্তমান অতিমারীর নারকীয় আহবে এই নদীদূষণ, ভারতীয় জনস্বাস্থ্যের পরিকাঠামোটিকে আরও ভঙ্গুর করে তুলেছে।

জলশক্তি মন্ত্রক এবং ন্যাশনাল মিশন ফর ক্লিন গঙ্গার পক্ষ থেকে 'নমামি গঙ্গে' নামক একটি, গঙ্গানদী শোধন প্রকল্প চালু করা হয়েছে। সেখান থেকেই জানা যাচ্ছে ভারতের নদীসমূহে কতটা জলদূষণ হচ্ছে সেটা পর্যবেক্ষণ করার জন্য ১৯২২ টি অনুসন্ধান কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। সেই কেন্দ্রগুলি থেকে পাওয়া পরিসংখ্যানের ওফর ভিত্তি করে রাজগীরের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক এবং স্কুল অপ ইকোলজি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট স্টাডিজের শিক্ষক সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 'ডাউন টু আর্থ' পত্রিকার সাংবাদিক রেশমী ভার্মা জানিয়েছেন, প্রতিদিন বিভিন্ন লোকবসতি, কলকারখানা, কার্যালয়, পৌর এবং পঞ্চায়েত এলাকা থেকে প্রায় ২৩ হাজার ২৭৭ মিলিয়ন লিটারের মতো বর্জ্য পদার্থ ও জল, ভারতের বিভিন্ন নদীতে গিয়ে পড়ছে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রক পর্ষদের মতে ভারতে যে কয়টি দূষণ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র আছে, সেগুলির মধ্যে মাত্র অর্ধেক সংখ্যক কার্যশীল। সুতরাং, ভারতীয়

নগরাঞ্চলগুলি থেকে উৎপন্ন মোট বর্জ্য পদার্থের প্রায় ৮০ শতাংশই যে ভারতীয় নদীগুলির জলে মিশে গিয়ে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, মৎস্যভূক পাখি ও পশু, জলজ উদ্ভিদের জীবননাশ করে চলেছে সেই আতঙ্কজনক পরিসংখ্যানটি এই পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রগুলি থেকে পাওয়া সম্ভবপর হয়নি। ভারতীয় নদীর জলে মিশেতে থাকা এবং জলে সংক্রামক কলিফর্ম ব্যাকটিরিয়াকেত নিধন করে, বর্জ্যপদার্থগুলিকেআবারব্যবহারকরার মতো প্রযুক্তি, আমাদের দেশে, জার্মানি-সুইজারল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার মতো ততটা উন্নত নয়। এই ধরনের বর্জ্যজলের পুনর্ব্যবহার ভারতের নদীদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অবশ্যই করা উচিত। জানা গেছে, উত্তরপ্রদেশের অন্তর্গত যমুনা নদীর শাখানদী, রামগঙ্গা নদীর ধারে মোরাদাবাদ, কনৌজ, কালি এবং হিন্দোলের অন্তর্গত ১২১টি কসাইখানা, কাগজের মন্ড, চিনি, ঝোলাগুড় এবং ইলেক্টোপ্লেটিং কারখানা থেকে উৎপন্ন যে বিষাক্ত রাসায়নিক বর্জ্য, নদীজলে গিয়ে পড়ছে-তার প্রভাব, সাধারণ মানবজীবনে অতি মারাত্মক। এই জলথেকে ত্বকের একজিমা ও ক্যান্সার, লিভার সিরোসিস, আর্সেনিকোসিস, জন্ডিস এবং হেপাটাইটিসের মতো রোগগুলি দেখা দিচ্ছে। গ্রীষ্মকালে নদীগুলির নাব্যতা কমে যাওয়ার জন্য এই দূষিত বর্জ্যগুলি, নদীজলে আরও বেশি পরিমাণে থাকে। প্রসঙ্গত, দক্ষিণ দিনাজপুরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত পুনর্ভবা এবং আত্রেয়ী নদীগুলির জলে গরমকালে একই কারণে আশেপাশের রাইস মিল এবং তাঁতের কাপড় তৈরি করার কারখানা থেকে বিষাক্ত রাসায়নিক বর্জ্য, গরম জল এবং অন্যান্য বস্তু মিশে গিয়ে এবং আশেপাশের ইটভাটাগুলি থেকে বিভিন্ন বর্জ্য গিয়ে এই নদীদুটিকে দূষিত করছে বলে জানিয়েছেন এই জেলার পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনকারীও শিক্ষক তুহিনশুভ্র মন্ডল এবং ইতিলাক লোককৃষ্টি গবেষক সুকুমার সরকার।

সম্প্রতি সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট নামক একটি পরিবেশ প্রেমী, গণআন্দোলনকারী সংগঠনের পক্ষ থেকে ভারতের নদীগুলির বিভিন্ন স্থানে জলদূষণের যে পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়েছে সেটা দেখলে আঁতকে উঠতে হয়। এই পরিসংখ্যানে দেখানো হয়েছে গুজরাটে জেতপুর গ্রাম থেকে সারান গ্রাম, লালিগ্রাম থেকে কাশিপুরা গ্রাম, খেলোজ থেকে ভাছা ও কাদোদরা থেকে আসোদ পর্যন্ত এলাকাগুলিতে ভদ্রা, খাবি, সবরমতী এবং বিশ্বামিত্রী নদীগুলির জলদূষণ আশঙ্কাজনক। মধ্যপ্রদেশে চম্বল, খন, খিপরা আর বেতগুলো নদীর জলদূষণ সবচেয়ে বেশি হারে দেখা গেছে নাগরা, রামপুরা, করীরখেদি, সিদ্ধাওয়া, মনিদীপ আর বিদিশা অঞ্চলে। দিল্লিতে ওয়াজিরাবাদ থেকে আসরগরপুর পর্যন্ত এলাকাতে যমুনা নদীর জলদূষণ সবচেয়ে বেশি। হরিয়ানা রাজ্যের ঘাঘর (গর্গরা) আর যমুনা নদীদুটির জলদূষণ সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে পানিপথ, সোনেপাট আর সিরসা অঞ্চলগুলিতে। জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যে দেবীকা নদীর জলে সবচেয়ে বেশি দূষণ দেখা গেছে গুরু রবিদাস মন্দির থেকে নইন্সো পর্যন্ত এলাকাতে। গোদাবরী নদীর জলে সবচেয়ে বেশি দূষণ দেখা গেছে মহারাষ্ট্রের সোমেশ্বর মন্দির থেকে রাহেদ পর্যন্ত অঞ্চলে। এছাড়াও এই রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কালু, ভেল, ওয়াধা, মূলা, কান্ডালিকা, ভীমা, ইন্দ্রায়নী, মিঠি, মোরনা এবং রাডিয়ার্ড কিপলিং এর রচিত, মোগলি-আকেলা-বালু-বাঘিরা-তাবাকি-শেরখানের গল্পে আগত ওয়েনগঙ্গা নদীগুলিও প্রকবল জলদূষণেণ মুখে পড়েছে। শিলিগুড়ি থেকে বিন্নাগাড়ি পর্যন্ত মহানন্দা নদীর জল প্রায় নরককুণ্ড। তেলেঙ্গানা রাজ্যে হায়দরাবাদ থেকে নাল্লাগোড়া পর্যন্ত মুসী নদীর জল সবচেয়ে বেশি দূষিত। পবিত্র দেবভূমি বলে পরিচিত কুল্ল, মানালি-কাংড়া উপতকার হিমাচল প্রদেশে সুখানা আর মরকন্দ নদীদুটিও দূষণের হাত থেকে রেহাই পায়নি। তামিলনাড়ুতে কারেবী, তিরুমানিমুখার, বশিষ্ট আর সারাবাঙ্গা নদীগুলিতে সবেছেয়ে বেশি জলদূষণ দেখতে পাওয়া গেছে মেত্তুর মায়িলানুথুরাই, থিয়াগানুর এবং সালেম অঞ্চলগুলিতে। পরিবেশ দূষণ মুক্ত বলে চরিচিত উত্তর পূর্ব ভারতও অকেটা পর্যটক এবং ক্রমবর্ধমান আবাসনের দৌরাত্ম্যের জন্য জলদূষণ থেকে রেহাই পায়নি। মেঘালয়ের মাউলিনাং, এশিয়া মহাদেশের পরিচ্ছন্নতম গ্রাম হলেও এই রাজ্যের উমঘ্রা আর উমশিইরপি দনীদুটিতে জলদূষণ দেখতে পাওয়া গেছে মাওলাই থেকে শিলং এবং ধাংকের পর্যন্ত। মণিপুরের নাম্বউল, নাগাল্যান্ডের ধানসিরি এবং অসমের ভারালু, বোরসোলা, সিলসাকো এবং সোরুসোলা নদীগুলিও দূষিত। ওড়িষাতে রাজধানী ভুবনেশ্বরের দিকে প্রবাহিত গাঙ্গুয়া দনীটির জলেও দূষণকারী পদার্থ পরিলক্ষিত হয়েছে। অবশ্য, উত্তর পূর্ব ভারতের সবচেয়ে দুটি বড়ো নদী ব্রহ্মপুত্র আর বরাকে জলদূষণ ততটা মারাত্মক নয়। মেঘালয়ের জয়ন্তিয়া পাহাড়ে নদীজলে অম্লত্ব দেখা গেছে। পাওয়া গেছে ফেরিক হাইড্রক্সাইড-ও । এই রাজ্যের কোপিলি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পও এর জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মানুষের কৃতঘ্নতার জন্যই হয়তো হড়কা বান আর জলোচ্ছ্বাস, ভাঙনের মধ্য দিয়ে নদীগুলি প্রতিশোধ নিচ্ছে। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

দীপাবলি উপলক্ষ্যে আগরতলার ইন্দ্রনগর কালী বাড়ি মন্দিরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাজ চলছে। ছবি ঃ নিজস্ব

বাংলাদেশে পূজামণ্ডপে কোরআন: ৭ দিনের রিমান্ডে প্রধান আসামী ইকবাল

মনির হোসেন,ঢাকা,২৩ অক্টোবর।। বাংলাদেশের কুমিল্লায় দুর্গাপূজার মণ্ডপে পবিত্র কোরআনের রাখার ঘটনায় অভিযুক্ত ইকবাল হোসেনসহ চারজনকে পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৭ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন কুমিল্লার একটি আদালত।

শনিবার (২৩ অক্টোবর) দুপুরে সন্দেহভাজনদের আদালতে হাজির করে ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করলে কুমিল্লার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মিথিলা জাহান নিপা এ আদেশ দেন। অন্য আসামিরা হলেন- ঘটনার পর ৯৯৯ নম্বরে ফোন করা একরাম, দারোগাবাড়ি মাজারের তত্ত্বাবধায়ক হাফেজ হুমায়ুন এবং ফয়সাল।

কুমিল্লার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এএসপি) এম তানভীর আহমেদ নিশ্চিত করেছেন। এএসপি তানভীর বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ইকবাল ১৩ অক্টোবর রাতে রামায়ণ মহাকাব্যের কেন্দ্রীয় চরিত্র হনুমানের মূর্তির হাত থেকে গদা চুরি এবং সেখানে কোরআন রাখার কথা স্বীকার করেছে। তিনি বলেন, ইকবাল জানিয়েছে, সে চুরি করা হনুমানের গদাটি পাশের একটি পুকুরে ফেলে দিয়েছে।

ইকবালকে বৃহস্পতিবার রাত ১০ টার দিকে বাংলাদেশের কক্সবাজারের সুগন্ধা সৈকত এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর শুক্রবার তাকে কুমিল্লা পুলিশ লাইনসে নেওয়ার পর প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

ইকবালের পরিবারের সদস্যরা দাবি করেছেন, মানসিকভাবে অসুস্থ থাকায় কেউ তাকে মণ্ডপে কোরআন রাখতে প্ররোচিত করেছে।

গত ১৩ অক্টোবর জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ নম্বরে ফোন করে জানানো হয় যে কুমিল্লার একটি পূজামণ্ডপে পবিত্র কোরআন পাওয়া গেছে।

স্থানীয়রা জানান, তারা হনুমানের মূর্তির কোলে কোরআন দেখতে পান, এসময় হনুমানের গদাটি দেখা যায়নি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ায় বিকেলে শহরের বেশ কয়েকটি মন্দির এবং পূজামণ্ডপে হামলা চালানো হয়। পরবর্তীতে এই সহিংসতা দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। এসব ঘটনায় সাতজন মারা যায় এবং অনেক হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হামলা করা হয়।

সাম্প্রদায়িক হামলার প্রতিবাদে শাহবাগে গণঅবস্থানে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ

মনির হোসেন,ঢাকা,২৩ অক্টোবর।। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক হামলার প্রতিবাদে শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরের সামনে গণঅবস্থান কর্মসূচি পালন করছে বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ। শনিবার (২৩ অক্টোবর) সকাল ৬টা থেকে তারা শাহবাগ জাতীয় জাদুঘর চত্বরে অবস্থান নেন।এই অবস্থান কর্মসূচি দুপুর ১২টা পর্যন্ত চলে। এরপর সংগঠনটি একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করার মাধ্যমে অবস্থান কর্মসূচি শেষ হবে বলে সংগঠনটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাথে সংহতি প্রকাশের কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছেন সাবেক তথ্যমন্ত্রী ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) একাংশের নেতা হাসানুল হক ইনু।

সংহতি জানিয়ে দেওয়া বক্তব্যে তিনি বলেন, যারা এই আক্রমণ চালিয়েছে, তারা ধর্মান্ধ, জঙ্গি, সন্ত্রাসী এবং এই আক্রমণ ছিল পরিকল্পিত। এটা তাৎক্ষণিক কোনও উত্তেজনার ঘটনা নয়। তারা হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগাতে চেয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশের মুসলিম সমাজ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হস্তক্ষেপে দাঙ্গা লাগানো সম্ভব হয়নি।

ইনু আরও বলেন, সমাজের দিকে যখন আমি তাকিয়েছি, তখন দেখেছি গ্রামে, পাড়ায়, মহল্লায় হিন্দু-মুসলিম সদভাব বজায় রাখছেন। এটাই হচ্ছে আশার কথা, এটাই হচ্ছে বাস্তবতা। সাম্প্রদায়িক শক্তি, যারা আক্রমণ পরিচালনা করে তাদের একটা মাত্রা আছে। তারা পাকিস্তান পন্থায় বিশ্বাস করে, তারা একাত্তরের রাজাকারদের সাথে সম্পৃক্ত, জামায়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত ও সম্পর্কিত এবং বিএনপির সাথে তারা সম্পৃক্ত। বিএনপি রাজাকার, যুদ্ধাপরাধী ও ধর্মান্ধদের ছাতা ধারাবাহিকভাবে ধরে রেখেছে এবং এরফলে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। গণঅবস্থান কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস বলেন, কোরআন অবমাননার জন্য হিন্দুদের ওপর হামলা চালানো হয়নি। বরং তাদের ওপর হামলা চালানোর উদ্দেশ্যেই কোরআনকে তাদের মন্দিরে রেখে আসা হয়। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি পুনরোদ্ধারের জন্য রাজনৈতিক নেতাদের ভূমিকা রাখতে হবে। এবারের এই ঘটনা আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছে শুধু প্রতিবাদ করলে হবে না, প্রতিরোধও গড়ে তুলতে হবে। গণঅবস্থান কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করেছেন বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি নিন্দ চন্দ্র ভৌমিক।

বিএফইউজের সভাপতি ওমর ফারুক ও মহাসচিব দীপ আজাদ

মনির হোসেন,ঢাকা,২৩ অক্টোবর।। বিএফইউজেবাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার উপপ্রধান বার্তা সম্পাদক ওমর ফারুক সভাপতি এবং নাগরিক টিভির হেড অব নিউজ দীপ আজাদ মহাসচিব নির্বাচিত হয়েছেন। এ ছাড়া কোষাধ্যক্ষ পদে খায়রুজ্জামান কামাল নির্বাচিত হয়েছেন।

শনিবার সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বিএফইউজের নির্বাচনে ভোট গ্রহণ হয়। রাতে ফল ঘোষণা করা হয়। সহসভাপতি পদে মধুসূদন

মণ্ডল, যুগ্ম মহাসচিব পদে শেখ মামুনুর রশিদ ও দপ্তর সম্পাদক পদে সেবীকা রানী নির্বাচিত হয়েছেন। চারজন নির্বাহী পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁরা হলেন উম্মুল ওয়ারা সুইটি, উৎপল কুমার সরকার, নূরে জান্নাত আখতার ও শেখ নাজমুল হক সৈকত। এ ছাড়া ঢাকার বাইরে বিভাগীয় পর্যায়ে সহসভাপতি, যুগ্ম মহাসচিবসহ কয়েকটি পদে ভোট হয়। ঢাকা ছাড়াও চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ময়মনসিংহ, বগুড়া, রাজশাহী, খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া ও নারায়ণগঞ্জে ১০টি কেন্দ্রে এই ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। এবার মোট ভোটার ছিল ৩ হাজার ৯৮০ জন।

নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক শাহজাহান সরদার। নির্বাচনে ভোট পর্যবেক্ষণের জন্য শ্রম অধিদপ্তর থেকেও প্রতিনিধি নিযুক্ত ছিলেন।

বিচারব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শক্তি : এন ভি রামানা

ঔরঙ্গাবাদ, ২৩ (হি.স.): যে কোনও সমাজের জন্য আদালত অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বিচারব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থাই গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শক্তি। অভিমত সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এন ভি রামানার। শনিবার মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদে বম্বে হাইকোর্টের ঔরঙ্গাবাদ বেঞ্চের অ্যানেক্সি ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বলেছেন, 'বিচারব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থাই গণতন্ত্রের সবচেয়ে বৃহৎ শক্তি। আদালতই সাংবিধানিক ন্যায়বিচারের অধিকারকে নিশ্চয়তা দেয়।' তিনি আরও বলেছেন, 'আদালতের জন্য ভালো জুডিশিয়াল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সর্বদাই একটি চিন্তার বিষয়।' ভারতীয় আদালতের জরাজীর্ণ অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে এন ভি রামানা বলেছেন, 'ভারতীয় আদালতের জরাজীর্ণ অবস্থার জন্যই বিচারবিভাগীয় কাজ সম্পাদনে সমস্যা হচ্ছে।' রামানা আরও বলেছেন, 'কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার মন্ত্রীর কাছে ন্যাশনাল জুডিশিয়াল ইনফ্রাস্ট্রাকচার অথরিটি তৈরির জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছি আমি। সংসদের আসন্ন অধিবেশনে এই প্রস্তাব দ্রুত গৃহীত করার জন্য আমি মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি।' এদিনের অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় আইন ও বিচারমন্ত্রী কিরেণ রিজিজুও উপস্থিত ছিলেন।

তুষারপাতে ক্ষতিগ্রস্ত আপেল বাগান, পরীক্ষা স্থগিত করল কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রীনগর, ২৩ অক্টোবর (হি.স.): মরশুমের প্রথম তুষারপাতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল কাশ্মীর উপত্যকা। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আপেল বাগান। ফলে মাথায় আপেল চাষিদের। পাশাপাশি তুষারপাত ও বৃষ্টির জন্য ২৩ অক্টোবরের (শনিবার) সমস্ত পরীক্ষা স্থগিত করেছে কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়। শনিবার সকালে হালকা বৃষ্টি হয় শ্রীনগরে, এদিনই তুষারপাত হয়েছে গুলমার্গ ও পহেলগামে। শ্বেতশুভ্র বরফের চাদরে ঢাকা পড়ে গুলমার্গ ও পহেলগামের পাহাড়। জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন প্রান্তে বৃষ্টি অবশ্য চলছে বিগত ১২ ঘন্টা ধরেই। গুলমার্গ ও পহেলগাম ছাড়াও শোপিয়ান, জোজিলা, দ্রাস, জাস্কার, গুরেজেও তুষারপাত হয়েছে। আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ১২ ঘন্টায় সর্বাধিক ৫৮ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে কাজিগুন্দে। শোপিয়ানের হীরাপোরা এলাকায় তুষারপাতের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আপেল বাগান। বহু গাছের ডাল ভেঙে পড়ে। তুষারপাতের কারণেই কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয় শনিবারের সমস্ত পরীক্ষা বাতিল করেছে। ভারী তুষারপাতের জেরে পীর কি গালি এলাকায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে মুঘল রোড। এই সড়ক রাজৌরি ও পুঞ্চ জেলাকে শোপিয়ান জেলার সঙ্গে যুক্ত করে। ট্র্যাফিকের ডেপুটি এসপি আফতাব শাহ জানিয়েছেন, তুষারপাতের ফলে রাস্তা পিচ্ছিল হয়ে যাওয়ার কারণে সমস্ত ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। বৃষ্টিতে ভূমিধসের কারণে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক।

চিন্তা বাড়াচ্ছে করোনা-সংক্রমণ ও মৃত্যু, সুস্থতাও বাড়ছে রাশিয়ায়

মস্কো, ২৩ অক্টোবর (হি.স.): আগের দিন ছিল ১,০৬৪, পরবর্তী দিন রাশিয়ায় মৃত্যু হল করোনা-আক্রান্ত ১,০৭৫ জন রোগীর। বিগত কয়েকদিন ধরে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা চিন্তা বাড়াচ্ছে রাশিয়ায়। নতুন করে ১ হাজার ৭৫ জনের মৃত্যুর পর রাশিয়ায় এখনও পর্যন্ত করোনার বলি হয়েছেন ২,২৯,৫২৮ জন। মৃত্যুর পাশাপাশি নতুন আক্রান্তের সংখ্যাও অনেকটাই বেড়েছে রাশিয়ায়। বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৭,১৪১ জন। ফলে রাশিয়ায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৮,২০৫,৯৮৩। ইতিমধ্যেই রাশিয়ায় করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ৭,১৪৩,১৩৭ জন।

হিলি স্থলবন্দরে স্কিনিং এবং মেডিকেল সেন্টার হবে

মনির হোসেন,ঢাকা,২৩ অক্টোবর।। হিলি স্থলবন্দরে পাসপোর্ট যাত্রী ও আমদানি-রপ্তানি কাজে নিয়োজিত ট্রাক ড্রাইভারদের সুরক্ষার কথা ভেবে স্কিনিং সেন্টার এবং মেডিকেল সেন্টার স্থাপন করা হবে। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের উচ্চ পর্যায়ের একটি দল দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দর পরিদর্শন করেছেন। এ সময় তারা হিলি জিরোপয়েন্ট, ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট ও হাসপাতালসহ পানামা পোর্ট ঘুরে দেখেন।

শনিবার (২৩ অক্টোবর) দুপুরে বন্দরের পানামা পোর্টের হলরুমে কোভিড প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক ভ্রমণকারীদের উপর সার্ভিলেন্স কার্যক্রম জোরদার এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত স্কিনিং কার্যক্রম বিষয়ক এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় স্থানীয় প্রশাসন, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, বন্দরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এ সময় সেখানে বক্তব্য দেন, দিনাজপুর সিভিল সার্জন আব্দুল কুদ্দুছ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ নূর এ আলম, পৌর মেয়র জামিল হোসেন চলন্ত ও উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহীনুর রেজা।

পরিদর্শন শেষে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা সাংবাদিকদের বলেন,এখনো দেশে কোভিড পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসেনি। তাই দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দরে পাসপোর্ট যাত্রী ও আমদানি-রপ্তানি কাজে নিয়োজিত ট্রাক ড্রাইভারদের সুরক্ষার কথা ভেবে এখানে স্কিনিং সেন্টার এবং মেডিকেল সেন্টার স্থাপন করা হবে। জায়গা নির্ধারণে সরেজমিনে দেখার জন্য আমরা এখানে পরিদর্শনে এসেছি। এ সময় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. সাইদুর রহমানসহ উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধি দল উপস্থিত ছিলেন।

দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে হবে কুমিল্লায় সহিংসতার বিচার: আইনমন্ত্রী আনিসুল হক

মনির হোসেন,ঢাকা,২৩ অক্টোবর।। বাংলাদেশের কুমিল্লায় সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনার বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে হবে বলে জানিয়েছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক।

শনিবার রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে নবাগত সাব-রেজিস্ট্রারদের বরণ এবং রেজিস্ট্রার সার্ভিসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এ কথা বলেন তিনি। আইনমন্ত্রী বলেন, ভিডিও দেখে আসামি শনাক্ত করা হয়েছে। ভিডিও এভিডেন্স গ্রহণ করার একটা ধারা আছে। সে ধারায় কোনো অসুবিধা হবে না। মামলা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে যাবে। নারায়ণগঞ্জের জেলা রেজিস্ট্রার মো. জিয়াউল হকের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় আরো বক্তব্য রাখেন- লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিব মো. মইনুল কবির, আইন ও বিচার বিভাগের সচিব মো. গোলাম সারওয়ার, নিবন্ধন অধিদফতরের মহাপরিদর্শক শহীদুল আলম ঝিনুক প্রমুখ।

তেলেঙ্গানার পেদাপল্লিতে মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্প, কম্পাঙ্ক ৪.০

হায়দরাবাদ, ২৩ অক্টোবর (হি.স.): মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল তেলেঙ্গানার পেদাপল্লি। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.০। শনিবার দুপুর ২.০৩ মিনিট নাগাদ ভূকম্পন অনুভূত। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, শনিবার দুপুর ২.০৩ মিনিট নাগাদ ৪.০ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় তেলেঙ্গানার পেদাপল্লিতে। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ২০ কিলোমিটার গভীরতায়, ১৮.৭৭ অক্ষাংশ এবং ৭৯.৩৮ দ্রাঘিমাংশ।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি আরও জানিয়েছে, হায়দরাবাদ থেকে ১৮০ কিলোমিটার উত্তর-উত্তর পূর্বে ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল এবং নালগোন্ডা থেকে ১৯০ কলিমিটার উত্তরে। মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

পুলওয়ামার ত্রালে কাদামাটির ধসে মৃত ৩, প্রাণে বাঁচলেন একজন

শ্রীনগর, ২৩ অক্টোবর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার ত্রালে কাদামাটির ধসে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে একই পরিবারের ৩ জন সদস্যের। গুরুতর আহত হলেও, একজন প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। প্রবল বৃষ্টির জেরে শনিবার ত্রালের নূরপোরা এলাকায় কাদামাটির ধসের নীচে চাপা পড়ে একটি অস্থায়ী ছাউনি। ইরশাদ আহমেদ নামে একজন ব্যক্তির অস্থায়ী ছাউনি কাদামাটির ধসের নীচে চাপা পড়ে।

৪ জনকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু, একই পরিবারের সদস্য ৩ জনকে প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। সঙ্কটজনক অবস্থায় একজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। টানা বৃষ্টি ও তুষারপাতের জেরে বিপর্যস্ত কাশ্মীর উপত্যকায়। তুষারপাতের জেরে এদিন বদগামে ১৬ জন আটকে পড়েছিলেন, পুলিশ তাঁদের উদ্ধার করেছে।

দিল্লি থেকে এসে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর (হি. স.) : শনিবার দিল্লি থেকে এসে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করলেন দার্জিলিং-এর বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা। ধসের জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শিলিগুড়ির মাটিগাড়ার বালাসন ব্রিজ। সেই ব্রিজটি দেখেন তিনি। এরপর বিজেপি সাংসদ বলেন,” অকাল বর্ষার কারণে পাহাড়ে ধস নেমেছে, প্রাণহানি হয়েছে। আমি তাঁদের প্রত্যেকর প্রতি শ্রদ্ধা জনাচ্ছি। পাশাপাশি যাঁরা আহত হয়েছেন তাঁদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি। গতকালই আমি প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছি। পুরো ঘটনার বিষয়ে জানিয়েছি। আমি অনুরোধ করেছি এই ধসের কারণে যাদের ঘরবাড়ি ভেঙে গিয়েছে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতার সুবিধা যেন তাঁদের দেওয়া হয়।”

২০২৪-এ বিজেপিকে দিল্লি ছাড়া করবে তৃণমূল: খড়দহের জনসভায় অভিষেক

কলকাতা, ২৩ অক্টোবর (হি.স) : ''শুধু বাংলা নয় আগামী একবছরের মধ্যে দেশের প্রায় ১৫টি রাজ্যে তৃণমূল শক্তিশালী সংগঠন তৈরি করবে। আর ২০২৪ সালে বিজেপিকে দিল্লি ছাড়া করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।'' শনিবার খড়দহ কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনে এক জনসভার প্রচারে এমনই দাবি করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন গোসাবার পর খড়দহ কেন্দ্রের প্রার্থীর সমর্থনে স্থানীয় সূর্যসেন মাঠে প্রচারে আসেন।

তিনি দাবি করেন, কংগ্রেস কিংবা সিপিএম নয়, বিজেপিকে আটকাতে পারে একমাত্র তৃণমূলই। সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমাণ করে দিয়েছেন। বিজেপি ২০০-এর বেশি আসন নিয়ে রাজ্যে সরকার গড়বে বলেছিল, কিন্তু ৭০ আসনেই গুটিয়ে গিয়েছে। খড়দায় ঠিক এভাষাতেই বিজেপিকে আক্রমণ শানান অভিষেক। তাঁর দাবি, ''গত ৩ আসনে উপনির্বাচনে ৩-০ হয়েছে। এবারের যে চারটি আসনে উপনির্বাচন, তার মধ্যে দু'টি বিজেপির জেলা আসন। এবার সেটা ৪-০ হবে। মিলিয়ে নেবেন, ভোটবাক্স যখন খুলবে পদ্মফুলবাবুরা তখন চোখে সরষেফুল দেখবে।''

এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ''ত্রিপুরা আর গোয়াই নয়, আমরা মেঘালয়তেও ঢুকছি, আমরা উত্তরপ্রদেশেও ঢুকছি। সারাদেশে এমন কোনও রকাজ্য নেই, যেখান থেকে মানুষ আমাদের লিখিত ই-মেল বা চিঠি পাঠায়নি। সকলেই মানছেন, বিজেপির হাত থেকে একমাত্র দিদিই বাঁচাতে পারবেন। মানুষের এই ভালবাসাই আমাদের এগিয়ে দেবে। আজ সারাদেশ বাংলার দিকে তাকিয়ে আছে। আজ বাংলা যদি পথ না দেখায় ভারতবর্ষ বাঁচবে না।'' এরপরেই অভিষেক বলেন, ''ত্রিপুরায় গিয়েছি, গোয়াতে গিয়েছি। আগামী একবছরের মধ্যে দেশের অন্তত ১৫টি রাজ্যে তৃণমূলের শক্তিশালী সংগঠন তৈরি করে দেখাব। তারপর ২০২৪ সালে বিজেপিকে দিল্লির গদিচ্যুত করব।''

পশ্চিমবঙ্গের সনাতনি হিন্দুদের ঘুম থেকে উঠতে টুইটে আর্জি শুভেন্দুর

কলকাতা, ২৩ অক্টোবর (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গের সনাতনি হিন্দু সম্প্রদায়কে অবশ্যই তাদের ঘুম থেকে উঠতে হবে। শনিবার টুইটে এই আর্জি জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন নন্দীগ্রামে তাঁর মিছিলের একটি ভিডিও টুইটে যুক্ত করেন তিনি। তিনি লিখেছেন, বুঝতে হবে যে আমাদের নিরাপত্তার মিথ্যা অনুভূতি কতটা ভঙ্গুর। এটি তখনই ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে পারে যখন কেউ আমাদের অপমান করার জন্য তাদের পবিত্র গ্রন্থ দিয়ে ষড়যন্ত্র করে। নরকও ভেঙ্গে যাবে এবং আমাদের কোনও দোষ না থাকলেও আমরা বর্বর ক্রোধের মুখোমুখি হব।''

নন্দীগ্রামের হরিপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে টেঙ্গুয়া মোড় পর্যন্ত মিছিলে সহকর্মী সনাতনীদের সাথে মিছিল করেছি। দুর্গাপূজার সময় বাংলাদেশ হিন্দু সম্প্রদায়ের মুখোমুখি বর্বরতার প্রতিবাদে হিন্দু জাগরণ মঞ্চ এর আয়োজন করে। সীমান্তের ওপারের ঘটনাগুলো একটি সঙ্কেত।''

বিজেপি মহিলা মোর্চা জিবি হাসপাতালের ল্যাব টেকনিশিয়ানদের সংবর্ধনা দিয়েছে। ছবি ঃ নিজস্ব

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

কার হাতে উঠবে এবারের চিকিৎসা বিজ্ঞানের নোবেল

দেশের বাইরে দেশ বইতে মুহম্মদ জাফর ইকবাল লিখেছিলেন, অক্টোবর মাস আসলেই নাকি ক্যালটেকের কিছু অধ্যাপকের মেজাজ খারাপ হয়ে যেত। খিটখিটে এই ভাব সহসা কাটত না। এর কারণ আর কিছু না, নোবেল পুরস্কার।

বছর ঘুরে আবার এসেছে অক্টোবর। আজ (৪ অক্টোবর) দুপুর সাড়ে তিনটার সময় চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার ঘোষণা করা হবে। কে বা কারা পাবেন এবারের এ নোবেল পুরস্কার? অনুমান করা বড় কঠিন। আমরা কেউই তো জ্যোতিষী নই। কাজেই, অনুমানের ভিত্তি আগের বছরগুলোর তথ্য। কারা পাচ্ছেন, কেন পাচ্ছেন। সমস্যা হলো, কোন বছর যে নোবেল কমিটি কোন দিকে যাবে, সেটা আগে থেকে আন্দাজ করা শক্ত। গবেষণার দিক তো আর একটা না! এই লেখাটি তাই যতটা না নোবেল অনুমান, তারচেয়ে বেশি বর্তমানে চিকিৎসাবিজ্ঞানে যে বিষয়গুলো অনেক গুরুত্ব পাচ্ছে, তা নিয়ে আলোচনা।

এমআরএনএ মানে, ম্যাসেঞ্জার আরএনএ। এক ধরনের রাইবোনিউক্লিক এসিড। মজা করে বলা যায়, ডিএনএর ছোট ভাই। ডিএনএতে নাইট্রোজেন ক্ষার হিসেবে থাকে এডেনিন, গুয়ানিন , সাইটোসিন এবং থাইমিন। আরএনএতে থাইমিনের জায়গায় থাকে ইউরাসিল। আরেকটি বড় পার্থক্য, ডিএনএ দ্বিসূত্রক। দুটো সুতো মইয়ের মতো প্যাঁচানো। আরএনএ এক সূত্রক, মানে, এতে সুতো একটাই। বিভিন্ন ধরনের আরএনএ আছে। তার একটি এই ম্যাসেঞ্জার। বার্তাবাহক বা দূত। ডিএনএ দূত আরএনএকে পাঠায় রাইবোসোমের কাছে। রাইবোসোম দেহের জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন তৈরি করে। কিন্তু কীভাবে এটা প্রোটিন বানাবে? গঠন কী হবে? এসব তথ্য ডিএনএর কাছ থেকে জেনে নিয়ে রাইবোসোমকে জানিয়ে দেওয়ার কাজ দূত আরএনএর।

এই আরএনএকে চাইলে দেহের প্রতিরক্ষা কাজে ব্যবহার করা যায়। ২০০৫ সালের একটি গবেষণাপত্রে এটা প্রথম উঠে এসেছিল। গবেষকক্যাটালিন কারিকো, মিখায়েল বাকস্টেইন, হুপিং নি এবং ড্রু ওয়েইসম্যান। তাঁরা দেখিয়েছিলেন, এমআরএনএতে নির্দিষ্ট তথ্য ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে কোষে পাঠানো সম্ভব। নির্দিষ্ট তথ্য মানে, নির্দিষ্ট কোনো রোগ-জীবাণুর তথ্য। কোষ তখন সে হিসেবে অ্যান্টিবডি তৈরি করে। মানবদেহ কাজ-ই করে এভাবে। বাইরে থেকে কোনো রোগ-জীবাণু ঢুকলে, সে অনুসারে অ্যান্টিবডি তৈরি করে। অ্যান্টিবডি রোগ-জীবাণুকে নিজেই মেরে ফেলে, বা দেহের রোগ প্রতিরোধী অন্যান্য অংশগুলোকে জানায়, কী করতে হবে। একবার অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে গেলে দেহ সেই রোগ-জীবাণুর কথা মনে রাখে। তাই পরে একই রোগের জীবাণু আবার ঢুকলে খুব একটা সুবিধা করতে পারে না। এখন কথা হলো, বাইরে থেকে রোগ-জীবাণু ঢোকার আগে শরীরকে সেই জীবাণুর ব্যাপারে জানানোর উপায় কী? এখানেই আসছে এমআরএনএ।

সাধারণত টিকার ক্ষেত্রে, কোনো রোগের দুর্বল বা মৃত জীবাণু দেহে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এর বিকল্প হিসেবে কারিকো ভাবলেন এমআরএনএর কথা। এতে দেহে সে রোগের জীবাণু আর ঢোকাতে হচ্ছে না আগের মতো। সরাসরি কোষকে জানিয়ে দেওয়া যাচ্ছে জীবাণুরোধে কী ধরনের অ্যান্টিবডি তৈরি করতে হবে।

১৫ বছর আগে প্রকাশিত এ গবেষণাপত্র তখন খুব একটা সাড়া পায়নি। কোভিড-১৯ এসে বদলে দিয়েছে সে পরিস্থিতি। কারিকো ও ওয়েইসম্যানের গবেষণার ওপর নির্ভর করে ফাইজার, বায়োএনটেক এবং মডার্না তৈরি করেছে করোনাভাইরাসের সবচেয়ে কার্যকর ভ্যাকসিন। আর, এমআরএনএ ভ্যাকসিন বলেই এটা তৈরি করা গেছে এত দ্রুত। এ গবেষণার জন্য তাঁরা অনেকগুলো বড় পুরস্কার ও স্বীকৃতি পেয়েছেন। লস্কর-ডিবাকি ক্লিনিক্যাল মেডিক্যাল রিসার্চ অ্যাওয়ার্ড ২০২১ও গেছে তাঁদের ঝুলিতে। এই পুরস্কার যাঁরা পান, মজা করে বলা হয়, তাঁদের নোবেল পুরস্কার মোটামুটি নিশ্চিত। তবে, কিন্তু আছে একটা। সাধারণত কোনো গবেষণার কার্যকর প্রয়োগের পর এত দ্রুত নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় না। আরেকটি সময় নিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হয়, গবেষণাটির ক্ষতিকর কোনো দিক আছে কি না বা কোনো সমস্যা আছে কি না। সেক্ষেত্রে, এই গবেষণাটি এবার নোবেল পুরস্কার নাও পেতে পারে। তবে সম্ভাবনা ও গুরুত্ব বিবেচনা করে এটি নোবেল পুরস্কারের অন্যতম দাবীদার। রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার দুটো অংশ ইমিউন সিস্টেম বা দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সাধারণত লিম্ফোসাইট নামের রোগ প্রতিরোধক কোষের ওপর নির্ভরশীল। লিম্ফোসাইট এক ধরনের শ্বেতকণিকা। মেরুদণ্ড ও দেহের থাইমাস কোষে এদের উৎপত্তি। রক্ত ও দেহের লিম্ফ টিস্যু জুড়ে ছড়িয়ে থাকে এ কোষগুলো। বিজ্ঞানী ম্যাক্স ডি কুপার এবং জ্যাকুয়ে মিলার তাঁদের গবেষণার শুরুর দিকে প্রাণিদেহে এই কোষগুলোর কাজ ও এদের উৎপত্তি কীভাবে হয়, তা নিয়ে কাজ করছিলেন। তাঁরা দেখলেন, নির্দিষ্ট কিছু অঙ্গে সমস্যা হলে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার কিছু অংশ-ই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাঁরা গবেষণা করছিলেন মুরগি নিয়ে। ১৯৬০ সাল। মুরগির দেহে বুরসা অব ফ্যাব্রিকাস নামে এক ধরনের থলে থাকে। কুপার দেখলেন, এই থলি ফেলে দিলে মুরগি অ্যান্টিবডি তৈরি করতে পারে না। কিন্তু তবু ভিন্ন কোনো মুরগির দেহ থেকে চামড়া কেটে এনে লাগালে সেটাকে প্রত্যাখ্যান করে। একে বলে স্কিন গ্র্যাফট। আবার, যেসব মুরগিতে বুরসা আছে কিন্তু থাইমাস নেই, এরা অ্যান্টিবডি তৈরি করতে পারে ঠিকই, কিন্তু স্কিন গ্র্যাফটকে প্রত্যাখ্যান করে না। ততদিনে বিজ্ঞানীরা জানতেন, থাইমাসে রোগ প্রতিরোধ কোষ তৈরি হয়। মিলারের একটা গবেষণার ওপর ভিত্তি করে কুপার একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি প্রথম দুই অংশবিশিষ্ট রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার ধারণা দেন। একটি অংশে আছে অ্যান্টিবডি উৎপাদক বি-কোষ। আরেকটি অংশে আছে টি-কোষ। যার কাজ মূলত জীবাণুর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখানো এবং ব্যবস্থা নেওয়া। এই গবেষণা রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের জগতে একটা বিপ্লব নিয়ে এসেছিল। গত এক যুগে আবিষ্কৃত নতুন প্রায় সব ক্যানসার চিকিৎসা গড়ে উঠেছে এই ধারণার ওপর। কোভিড-১৯ এবং পৃথিবীজুড়ে ঘটে চলা বিভিন্ন নতুন রোগের সংক্রমণের এই সময়ে এ আবিষ্কারটিও নোবেল পুরস্কারের অন্যতম দাবীদার।

১৯৭০ এর দিকে ক্যানসার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া স্তন ক্যান্সার গবেষণা

গবেষণার মূল লক্ষ্য ছিল ভাইরাল ইনফেকশন। এ ধরনের ইনফেকশন থেকে কীভাবে ক্যানসার হতে পারে, তা-ই ছিল এসব গবেষণার মূল লক্ষ্য। ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটনের বিজ্ঞানী ম্যারি কিং নতুনভাবে ভাবলেন। তাঁর মনে হলো, বেশিরভাগ মানুষ হয়তো উত্তরাধিকারসূত্রে স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ক্যানসার ইন্সটিটিউট থেকে প্রাপ্ত বিশাল ডাটাসেট (ক্যানসার আক্রান্ত রোগীদের তথ্যভাণ্ডার) ও গাণিতিক মডেল ব্যবহার করে তিনি দেখান, বাবা-মা থেকে সন্তানের দেহে ক্যানসারের জিন আসতে পারে।

শেষপর্যন্ত ১৯৯০ সালে কিং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ক্যানসারের জিন শনাক্ত করেন। বিআরসিএ১। ক্রোমোসোম ১৭তে এর অবস্থান। এখন তাঁর এ গবেষণার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে স্ক্রিনিং ও টেস্ট পদ্ধতি। অর্থাৎ চিকিৎসকরা আগে থেকেই শনাক্ত করতে পারেন, কাদের দেহে এ জিন আছে। এবং সে অনুসারে ক্যানসার প্রতিরোধের ব্যবস্থাও নিতে পারেন। এ গবেষণার জন্য ২০১৬ সালে কিং যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল মেডাল অব সায়েন্স পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি নিঃসন্দেহে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব অ্যালার্জি এন্ড ইনফেকশাস ডিজিজের পরিচালক ড় অ্যান্থনি ফাউচি যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব অ্যালার্জি এন্ড ইনফেকশাস ডিজিজের পরিচালক ড. অ্যান্থনি ফাউচি এছাড়াও উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরষ্কার পেতে পারেন ড় অ্যান্থনি ফাউচি, যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব অ্যালার্জি এন্ড ইনফেকশাস ডিজিজের পরিচালক। গত ৫৪ বছর ধরে এইডস থেকে শুরু করে সার্স, মার্স, ইবোলা হয়ে করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধেও লড়েছেন তিনি। যদিও এ ধরনের কাউকে নোবেল পুরস্কার দেওয়ার নজির কম, তবু তাঁর নাম এ তালিকায় উল্লেখ না করলে তালিকাটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এছাড়াও নিউরোবায়োলজি, ইমিউন সিস্টেম বা রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা, বিভিন্ন নতুন ধরনের রোগের ভ্যাকসিন গবেষনা, ক্যানসার চিকিৎসাসহ চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আরও দারুণ সব কাজ হচ্ছে। নোবেল পুরস্কার পেতে পারেন সেসব গবেষকদের যে কেউ। এ লেখার সবই অনুমান। আসলে কী হবে, তা জানা যাবে আর কিছুক্ষণ পরেই।

স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও অপুষ্টি নিরসনে পুষ্টিকর ধান

বাংলাদেশে ক্ষুধা নিয়ে আপাতত কোন দুশ্চিন্তা নেই, কিন্তু চিন্তা এখন অদৃশ্য ক্ষুধা বা অপুষ্টিকে ঘিরে। ক্ষুধা নিবারণে আমাদের দেশের কৃষকরা প্রতিবছর প্রায় চার কোটি মেট্রিক টন দানাদার খাদ্যশস্য উৎপাদন করছেন। অনেক প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে এটা আমাদের বিশাল সাফল্য। কিন্তু খাদ্য হিসেবে আমাদের শুধু কার্বহাইড্রেট বা শর্করা খেলে তো হবে না। আমাদের প্রয়োজন সুষম খাদ্য। সুষম খাদ্য বলতে আমরা বুঝি শর্করা, আমিষ, স্নেহ, খনিজ লবণ, ভিটামিন ও পানি সবকিছুর সম্মিলন। সুস্থ ও নিরোগ থাকার জন্য আমাদের নিয়মিত সুষম খাদ্য গ্রহণ করা দরকার। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ আর্থিক অস্বচ্ছলতা বা সচেতনতার অভাবে বিভিন্ন পুষ্টিকর খাবার যেমন, মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, কলা, আঙুর, আপেল ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রে গ্রহণ করতে পারে না বা পরিমাণে কম গ্রহণ করছেন। এ অবস্থায় ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার পুষ্টি চাহিদা মেটানো সরকারের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশ নিম্নমধ্য আয়ের দেশ। আগামী ২০৪১ সালে বিশ্বে উন্নত দেশে উপনীত হওয়ার লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহ অর্জনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান যেমন- জিংক, আয়রন, প্রোটিন, খনিজসহ শরীরের অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যোপাদানগুলো দেহের প্রয়োজন অনুসারে চালে সংযোজন, সরবরাহ বা পরিমাণে বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে কাজ করছে। পুষ্টিসমৃদ্ধ জাত উদ্ভাবনে ব্যবহার করা হচ্ছে বিশ্বের সর্বাধুনিক বায়োফর্টিফিকেশন ও জিএম প্রযুক্তি।

বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল জাত ও প্রযুক্তি এবং সরকারের নানামুখী ইতিবাচক পদক্ষেপের ফলে দেশে বিগত বারো বছরে (২০০৯-২০) চালের উৎপাদন ৬.০০ লক্ষ টন হারে বেড়েছে এবং উৎপাদন বৃদ্ধির এই ধারা অব্যাহত আছে। রাইস ভিশনে যে প্রক্ষেপন করা হয়েছে তাতে দেখানো হয়েছে উৎপাদনের

বর্তমান গতিশীলতা অব্যাহত থাকলে ২০৩০, ২০৪১ এবং ২০৫০ সালে চালের উৎপাদন হবে যথাক্রমে ৪০, ৪৪ এবং ৪৭ মিলিয়ন টন। বিপরীতে ২০৩০, ২০৪১ এবং ২০৫০ সালে যথাক্রমে ১৮৬, ২০৩ এবং ২১৫ মিলিয়ন লোকের খাদ্য চাহিদা পূরণে চাল প্রয়োজন হবে যথাক্রমে ৩৮.৫০, ৪২ এবং ৪৪.৬ মিলিয়ন টন। অর্থাৎ বর্তমানের ন্যায় সামনের দিনগুলোতেও চাহিদা মিটিয়ে কিছু উদ্বৃত্ত উৎপাদনের লক্ষ্য নিয়েই ব্রির গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

২০৫০ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা দাঁড়াবে ২১ কোটি ৫৪ লাখ এবং স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী ২০৭১ সালে ২৪ কোটি ২৮ লাখে এসে স্থিতিশীল হবে। সর্বোপরি ২৫ কোটি মানুষের খাদ্য চাহিদা নিশ্চিত করার চিন্তা মাথায় রেখে বিজ্ঞানীরা পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

ভাত আমাদের প্রধান খাদ্য। প্রতি ১০০ গ্রাম চাল থেকে আমরা মোটামুটি ১২৯ কিলোক্যালরি শক্তি, ৭৮.০৯ গ্রাম শর্করা, ৭.১২ গ্রাম প্রোটিন, ০.২৮ গ্রাম চর্বি, ১.৩০ গ্রাম আঁশ ০.০৭ মি.গ্রাম থায়ামিন, ০.০১৫ মি. গ্রাম রিভোপ্লাবিন, ১.০৯মি. গ্রাম জিংক, ২৮ মি. গ্রাম ক্যালসিয়াম, ০.৮০ মি. গ্রাম আয়রন, ২৫ মি. গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য উপাদান থাকে (ইউএসএইড পুষ্টি ডেটাবেজ)। বাংলাদেশে মাথাপিছু চালের গ্রহণের হার হিসেবে মোটামুটি দৈনিক যে পরিমাণে পুষ্টি আমরা চাল বা ভাত থেকে পাই যা কোনভাবেই আমাদের চাহিদার সমান নয়। এ কারণে খাদ্যের চাহিদা মিটলেও পুষ্টির চাহিদায় পূরণে আমরা এখনো অনেক পিছিয়ে। বাংলাদেশে ৫ বছরের কমবয়সী শিশুর প্রায় দু-তৃতীয়াংশই কোনো না কোনো মাত্রার অপুষ্টিতে ভুগছে, এর মধ্যে শতকরা ১৪ ভাগ শিশু ভুগছে মারাত্মক অপুষ্টিতে। এর কারণ পুষ্টি সচেতনতার অভাব অথবা পুষ্টিকর খাবার ক্রয় করার অসামর্থতা।

এটি বিবেচনায় নিয়ে বিজ্ঞানীরা ভাবছেন ভাতে কিভাবে শরীরের অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যপোদানগুলো দেহের প্রয়োজন অনুসারে সংযোজন, সরবরাহ বা পরিমাণে বৃদ্ধি করা যায়। কেননা দেশের সাধারণ মানুষ দুধ-ডিম ও মাংসসহ অন্যান্য পুষ্টিকর খাবার কিনতে না পারলেও তারা ভাত নিয়মিত খেতে পারছে। এজন্য জিংক, আয়রন, প্রোটিন, এন্টি-অক্সিডেন্ট, গামা এমাইনো বিউটারিক এসিড (এআইএ) ও প্রো-ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ গোল্ডেন রাইস এবং স্বল্প জিআই সম্পন্ন ডায়বেটিক ধানসহ বিভিন্ন পুষ্টিকর ধান উদ্ভাবন করেছে ব্রি। দুধের উৎপাদন ১০ গুণ বাড়লেও দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ওপর কোনো প্রভাব ফেলে না। কেননা তাদের পুষ্টির অধিকাংশ ক্যালরি, প্রোটিন ও মিনারেল আসে ভাত থেকে। ভাত তাদের কাছে সহজলভ্য। দেশের সাধারণ মানুষ ৭০ থেকে ৭৫ শতাংশ কার্বোহাইড্রেট এবং ৬০ থেকে ৬৫ প্রাত্যহিক প্রোটিন ভাতের মাধ্যমে পাচ্ছেন। সুতরাং ভাত বর্হিভূত উৎস থেকে আমাদের বাকী ২৫ শতাংশ থেকে ৩০ শতাংশ কার্বোহাইড্রেট এবং ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ প্রোটিনের ঘাটতি পূরণ করার কৌশল ঠিক করতে হবে।

ব্রির পুষ্টিকর ধান গবেষণায় প্রথম সাফল্য আসে ২০১৩ সালে। ব্রির বিজ্ঞানীরা বিশ্বের সর্বপ্রথম জিংক সমৃদ্ধধানের জাত ব্রি ধান ৬২ উদ্ভাবন করেন। মানব শরীরের জন্য জিংক খুব প্রয়োজনীয় একটি খনিজ উপাদান। মানবদেহে ২০০ এরও বেশি এনজাইমের নিঃসরণে অংশ গ্রহণ করে যেগুলো দেহের অনেক বিপাকীয় কাজে এটি অংশ নেয়। এছাড়া দেহে এন্টি অক্সিডেন্ট হিসেবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি, শর্করার ভাঙনে, দেহ কোষের বৃদ্ধিতে এবং পলিপেটাইড, গ্যাসটিন নিঃসরণের এর মাধ্যমেই স্বাদের অনুভূতি বা রুচি বাড়াতে ভূমিকা রাখে। জিংক ডিএনএ ও আরএনএ পলিমারেজ এনজাইমের একটি আবশ্যক উপাদান। হাড়ের বৃদ্ধির জন্য কেরাটিন তৈরি ও তার পরিপক্কতা, ত্বকের ক্ষত সারানো, আবরনি কোষের রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি কাজে মানব শরীরে জিংকের প্রয়োজন হয়। উঠতি বয়সের কিশোর-কিশোরীদের বেড়ে ওঠার সময় জিংকের অভাব হলে শিশু-কিশোররা বেটে হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু জিংক সমৃদ্ধ জাতের ভাত খেলে শরীরে জিংকের প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটে যাবে এবং বেটে হবার সম্ভাবনা থাকবে না।

একজন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের শরীরে জিংকের দৈনিক চাহিদা ১৫ মিলিগ্রাম এবং প্রাপ্ত বয়স্ক নারীর দৈনিক চাহিদা ১২ মিলিগ্রাম। ব্রি ধান ৬২-তে জিংক এর পরিমাণ ১৯ মিলিগ্রাম। অর্থাৎ মানুষের শরীরে জিংকের যে পরিমাণ চাহিদা রয়েছে তার পুরোটাই মিটাতে পারে ব্রি ধান৬২ জাতের চাল। সাধারণত লাল মাংস, কাঠবাদাম, চিনাবাদাম, সয়া, দুগ্ধজাত খাবার, মাশরুম, যকৃত এবং সূর্যমুখীর বীজ জিংকের চমৎকার উৎস। কিন্তু ভাতের মতো এগুলো সহজলভ্য নয়। পরে ব্রি জিংক সমৃদ্ধ আরো চারটি জাত, ব্রি ধান৬৪, ব্রি ধান৭২, ব্রি ধান৭৪ এবং ব্রি ধান৮৪ অবমুক্ত করে। এই জাতগুলোর চাল জিংকের চাহিদা মেটাতে আদর্শ খাদ্য হতে পারে।

প্রোটিন বা আমিষের অভাবে দেহে সুনির্দিষ্ট অভাবজনিত লক্ষণ দেখা দেয়। শরীরের প্রতিকেজি ওজনের জন্য পূর্ণ বয়স্কদের ক্ষেত্রে ১ গ্রাম, শিশুদের জন্য ২-৩ গ্রাম আমিষের প্রয়োজন। মাছ, মাংস ও ডাল প্রোটিনের অন্যতম উৎস হলেও এসব খাবার ভাতের ন্যায় সহজলভ্য নয়। ব্রি উদ্ভাবিত প্রোটিনসমৃদ্ধ জাতগুলোতে যে পরিমাণ প্রোটিন রয়েছে তা আমাদের প্রোটিনের চাহিদার ৬০ ভাগ পূরণ করতে সক্ষম। যেমন, ব্রি ধান৬২-তে প্রোটিনের পরিমাণ প্রায় শতকরা ৯ ভাগ। ফলে এই ধানটির ভাত মানবদেহে জিংকের পাশাপাশি প্রোটিনের চাহিদা পূরণেও অনন্য ভূমিকা রাখতে পারবে।

গবেষণায় দেখা গেছে, যদি ১ শতাংশ প্রোটিনের পরিমাণ চালে বৃদ্ধি করা যায়, তবে মানব শরীরে ৬.৫ শতাংশ বেশি চাহিদা পূরণ করা যেতে পারে। আমাদের পুরানো ধানের জাতগুলির প্রোটিনের মাত্রা ছিল মাত্র ৮ থেকে ৯ শতাংশ তবে আমাদের নতুন জাতগুলির প্রোটিনের পরিমাণ ৯ থেকে ১০ু। উদাহরণস্বরূপ- ব্রি ধান৮১-এ প্রোটিনের পরিমাণ ১০.৩ু, ব্রি ধান৮৬-এ প্রোটিনের পরিমাণ ১০.১ু, এবং ব্রি ধান৯৬-এ প্রোটিনের পরিমাণ ১০.৮ু। এই জাতগুলো জনপ্রিয় ও সহজলভ্য করা গেলে পুষ্টি নিরাপত্তা নিয়ে যে আশঙ্কা তা অনেকাংশেই মোকাবেলা করা সম্ভব। ভবিষ্যতে আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে ১২ থেকে ১৩ শতাংশ প্রোটিন সমৃদ্ধ জাত উদ্ভাবন করা যাতে আমরা চাল থেকে প্রতিদিনের প্রোটিন চাহিদার কমপক্ষে ৮০ শতাংশ প্রয়োজন পূরণ করতে পারি। আমাদের নতুন জাত ব্রি ধান ৮৪-তে আয়রনের পরিমাণ ১০ পিপিএম; আগে ব্রি উদ্ভাবিত জাতগুলোতে আয়রনের পরিমাণ ছিল ৩ থেকে ৫ পিপিএম। ব্রির "হেলদিয়ার রাইস" গবেষণা কর্মসূচির অধীনে এখন ৪৫ পিপিএম জিংক এবং ১৫ পিপিএম আয়রন সমৃদ্ধ দ্বৈত সুবিধার নতুন জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে কাজ করছেন বিজ্ঞানীরা, যাতে মানব শরীরের মোট চাহিদার কমপক্ষে ৮০ ভাগ জিংক এবং ৫০ ভাগ আয়রনের চাহিদা চালের মাধ্যমে পূরণ করা যায়।

এছাড়া আমরা জানি ভিটামিন-এ এর ঘাটতি এখনো বাংলাদেশের একটি প্রধান জনস্বাস্থ্য সমস্যা। দেশের প্রি-স্কুল এবং স্কুল-বয়সী শিশুদের ২০ ভাগ এর বেশি এবং গ্রামাঞ্চলে ২৫ ভাগ গর্ভবতী মহিলা ও স্তন্যদানকারী মা এই সমস্যায় ভোগেন। অবমুক্তির অপেক্ষায় থাকা ভিটামিন এ সমৃদ্ধ ধান গোল্ডেন রাইস আমাদের এই সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখবে। আশা করা যাচ্ছে, গোল্ডেন রাইস অনুমোদিত ও অবমুক্ত হলে ভিটামিন এ এর চাহিদার ৩০-৫০ শতাংশ পর্যন্ত পূরণ করতে পারবে। কেননা গ্রামাঞ্চলের মানুষ দৈনিক ২-৩ বার ভাত খায়।

আগেই বলেছি চালকে প্রধান খাদ্যশস্য বিবেচনায় রাখতে হলে আমাদের কমপক্ষে ৭০ থেকে ৭৫ শতাংশ কার্বোহাইড্রেট বা ক্যালরি চাল থেকে নিতে হবে। তা না হলে ডায়াবেটিক, স্থুলতাসহ বিভিন্ন জীবনাচরিত (লাইফ স্টাইল) রোগ বেড়ে যাবে। সে হিসেবে মাথাপিছু চালের গ্রহণ জনপ্রতি ১৩৪ কেজি নিচে আসা উচিত হবে না। অথচ ইদানীং দেখা যাচ্ছে, অনেকে ওজন কমানোর জন্য খাদ্যতালিকা থেকে ভাত বাদ দিচ্ছেন। ভাতের পরিবর্তে তারা ফাস্ট ফুডের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছেন, যা ভাতের তুলনায় আরও বেশি ক্যালরিসমৃদ্ধ খাবার।

অনেকে আবার বলেন, নিয়মিত ভাত খেলে লাইফস্টাইল রোগ বাড়ে। এটা আসলে সত্যি নয়, বরং আমরা প্রতিনিয়ত বাইরে যেসব স্ট্রিট ফুড বা মুখরোচক খাবার খাই, সেসব খাবারের সঙ্গে ট্রান্স ফ্যাট খাচ্ছি, এগুলোই লাইফস্টাইল রোগের জন্য অনেকখানি দায়ী।

চিপে বসানো মানব অঙ্গ

কোনো রোগ নিরাময়ে একটি নতুন মেডিসিন বা ওষুধ আবিষ্কার করা বেশ খরচ ও সময়সাপেক্ষ বিষয়। একটি নতুন মেডিসিন বাজারে আসতে গড়ে খরচ হয় প্রায় ২ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলার আর সময় লাগে গড়ে ১০ বছর। এই সময়ের সিংহভাগই লাগে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে। ছয়-সাত বছরের ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের মাধ্যমে একটি ওষুধ মানুষের শরীরে প্রয়োগ করে তার কার্যকারিতা ও পার্শপ্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা হয়।

দুঃখের বিষয় হচ্ছে, ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের পর অনেক মেডিসিনের প্রজেক্ট ব্যর্থ হয়। মূলত বারবার এই ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের ব্যর্থতার কারণেই একটি কার্যকর ওষুধ ডেভেলপমেন্টের খরচ ও সময় অনেক বেড়ে যায়।

জেনে রাখা দরকার, প্রতিটি মেডিসিন ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে আসার আগে আরও কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করে আসে। যেমন ওষুধটির ডিজাইন, রাসায়নিকভাবে সংশ্লেষণ, বিভিন্ন প্রাণীর দেহে প্রি—ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল, মানুষের বিভিন্ন ধরনের কোষ পেট্রিডিশে (গবেষণাগারে ব্যবহৃত বিশেষ কাচের প্লেট) কালচার বা চাষ করে সেখানে প্রয়োগ ইত্যাদি।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, প্রি-ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে অন্যান্য প্রাণী ও কোষ কালচারের ধাপে উত্তীর্ণ হয়ে এলেও ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে এসে ওষুধগুলো ফেল করে কেন? কারণ, মানবদেহ অন্যান্য প্রাণিদেহ থেকে আলাদা ও জটিল। ফলে একই মেডিসিনে মানবদেহ ও অন্যান্য প্রাণিদেহ ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখায়। আর পেট্রিডিশে যে কোষ কালচার করা হয়, তা দ্বিমাত্রিক। আর মানবদেহে কোষগুলো যেমন অবস্থায় থাকে, ঠিক তেমন পরিবেশ পায় না। ফলে কোষগুলোও একই ওষুধে আলাদা প্রতিক্রিয়া দেখায়।

তাহলে আমাদের দরকার এমন

একটি মডেল, যেটির মানবদেহের সঙ্গে অনেক বেশি মিল থাকবে এবং মেডিসিন প্রয়োগে মানবদেহের একই রকম প্রতিক্রিয়া দেখাবে। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে প্রযুক্তিবিদেরা উদ্ভাবন করেন অর্গান অন আ চিপ প্রযুক্তি। মাইক্রোফেব্রিকেশন প্রযুক্তি ব্যবহার করে ছোট্ট একটি চিপ বানানো হয়, যেখানে মানবদেহের কোষ ব্যবহার করা হয় এবং এই কোষের জন্য মানবদেহের অনুরূপ পরিবেশ তৈরি করা হয়। ছোট্ট চিপটি রক্ত সঞ্চালন, কোষে পুষ্টি পাঠানোর কাজ করে। পাশাপাশি দেহে থাকা অবস্থায় নির্দিষ্ট কোষটি যে ধরনের পরিবেশে (তাপমাত্রা, চাপ) থাকে, তার ব্যবস্থা করা হয়। এই বৈশিষ্ট্যগুলো এই প্রযুক্তিকে পেট্রিডিশে কালচার করা কোষ থেকে এগিয়ে রাখে। এই চিপগুলো মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গের কার্যকর একক হিসেবে কাজ করে এবং একধরনের জৈব রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া তৈরিতে সহায়তা করে। ধরা যাক, ফুসফুসের একটি চিপ বানাতে চান। তাহলে আপনাকে ফুসফুসের কোষ নিয়ে চিপটিতে বসাতে হবে। চিপে রক্ত সঞ্চালনের জন্য ক্ষুদ্র চ্যানেল রাখতে হবে। ফুসফুস যেভাবে সংকুচিত ও প্রসারিত হয়, ভ্যাকুয়াম চ্যানেল ব্যবহার করে বাতাস প্রবেশ ও বের হওয়ার জন্য তৈরি করতে হবে তেমন পরিবেশ। ফলে কোষটি বুঝতে পারবে না, সে ফুসফুসের ভেতরে আছে, নাকি চিপে আছে। তাই ওষুধ প্রয়োগের ফলে দেহে থাকা কোষ যেভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায়, চিপের কোষগুলো ঠিক সেভাবেই প্রতিক্রিয়া দেখাবে।

এই প্রযুক্তি কীভাবে প্রি-ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে ব্যবহার করা যায় এবং ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে যাওয়ার আগেই একটি ওষুধের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সঠিকভাবে জানাতে পারে। পাশাপাশি একটি ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস মানবদেহে কীভাবে রোগ ছড়ায়, ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে আমাদের দেহের কোষগুলো কীভাবে কাজ করে ইত্যাদিও জানা যাবে এই পদ্ধতির সাহায্যে। কীভাবে এই প্রযুক্তিকে পারসোনালাইজড মেডিসিন চর্চায় ব্যবহার করা যায়, কীভাবে আরও নির্ভুলভাবে এই চিপকে তৈরি করতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করা যায় এবং কীভাবে দেহের বিভিন্ন অঙ্গের চিপকে একীভূত করে ইন্টেগ্রেটেড হিউম্যান অন আ চিপ হয়ে উঠতে পারে, তা নিয়ে বিস্তর কাজ হচ্ছে।

বিজেপি কিষাণ মোর্চা এক বৈঠক শনিবার আগরতলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি ঃ নিজস্ব

নির্বাচন মিটলেই রাজ্যের মর্যাদা ফেরত কাশ্মীর নিয়ে বড় ঘোষণা অমিত শাহর

শ্রীনগর, ২৩ অক্টোবর (হি.স) : জম্মু-কাশ্মীর নিয়ে বড় ঘোষণা করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবার কাশ্মীরে পৌঁছে সেখানে তাঁর ঘোষণা, "নির্বাচন মিটতেই ফের পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া হবে জম্মু-কাশ্মীরকে।" তাঁর কথায়, "আসন পুনর্বিন্যাসের পর নির্বাচন হবে উপত্যকায়।" ৩৭০ ধারা রদের পর এই প্রথম উপত্যকা সফরে গিয়েছেন শাহ। আর সেখানে পা রেখেই তাঁর এই ঘোষণা তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

এদিন উপত্যকার নিরাপত্তা খতিয়ে দেখতে পৌঁছন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিন দিন থাকবেন কাশ্মীরে থাকবেন তিনি। এদিন জম্মু-কাশ্মীর ইউথ ক্লাবের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। সেখানেই তিনি বলেন, "কাশ্মীরের যুবদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাই আমি।" সম্প্রতি উপত্যকায় জঙ্গি সক্রিয়তা বেড়ে যাওয়ার খবর মিলেছিল। জঙ্গিদের হাতে মারা যান ১৩ জন সাধারণ নাগরিক। এর পরই ভারতীয় সেনার একের পর এক অভিযানে আটক ৭০০ জন সন্দেহভাজন। তরুণ প্রজন্মের একাধিক কাশ্মীরিকে এই পথে টেনে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ দীর্ঘদিনের। সে ক্ষেত্রে অমিত শাহের এই মন্তব্য যে তাদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে, তা বলাই বাহুল্য।

শনিবার সকালেই শ্রীনগর পৌঁছেছেন অমিত শাহ। তাঁকে বিমানবন্দরে অর্ভ্যথনা জানান জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গর্ভনর মনোজ সিনহা এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। অমিত শাহের সফর ঘিরে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা গোটা উপত্যকা জুড়ে। এদিন প্রথমেই রাজভবনে সিকিউরিটি রিভিউ মিটিং করেন শাহ। এজন্য রাজভবনের আশপাশের ২০ কিমি অঞ্চল পর্যন্ত কড়া নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছিল।

মালদায় ফিরহাদের রবিবারের সভা বাতিল নিয়ে জল্পনা

মালদা, ২৩ অক্টোবর (হি. স.) : অবশেষে বাতিল হয়ে গেল রাজ্যের মন্ত্রী তথা তৃণমূল নেতা ফিরহাদ হাকিমের সভা। রবিবার মালদায় ফিরহাদের সভা হওয়ার কথা ছিল। শনিবারের তৃণমূলরে তরফে জানানো হয়েছে সেই সভা বাতিল হয়েছে।

সভা বাতিলের কারণ হিসেবে মূলত হেলিপ্যাড গ্রাউন্ডজনিত সমস্যার কথা বললেও দলের অন্দরের গোষ্ঠীকোন্দলের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের বিক্ষোভের আশঙ্কাকে দায়ী করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

সূত্রের খবর, মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে চাঁচলের বিধায়ক নীহাররঞ্জন ঘোষের সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকলেও মালদার অন্যতম প্রভাবশালী নেতা কৃষেন্দু নারায়ণ চৌধুরীর সম্পর্কে বেশ 'শীতল'।

শুধু তাই নয়, চাঁচলের বিধায়কের সঙ্গেও প্রাক্তন মন্ত্রী কৃষেন্দুবাবুর সম্পর্ক বিশেষ ভাল নয়। কিছুদিন আগেই তৃণমূল বিধায়ক প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল। এরপর আচমকা, কৃষ্ণেন্দুর নিরাপত্তাও সরিয়ে নেয় রাজ্য প্রশাসন। নির্বাচন আবহে যা নিয়ে বিস্তর জল্পনা দেখা দেয়।

সমস্যার শেষ এখানেই নয়। শুধু বিধায়ক বা প্রাক্তন মন্ত্রীর মধ্যেই বিবাদ এমনটা নয়, গোটা মালদা জুড়েই তৃণমূলে নেতাদের নিজেদের মধ্যে বিস্তর গোলযোগ রয়েছে। কখনও তা ব্লক প্রশাসনে কখনও বা পঞ্চায়েতে। কিছুদিন আগেই কালিয়াচকে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলের জেরে দলেরই বিজয়মিছিলে গুলি চলেছিল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে আক্রান্ত হন দুই সিভিক ভলেন্টিয়ার।

পাশাপাশি হরিশ্চন্দ্রপুরে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল অবিদিত নয়। নির্বাচনের অনতিপরেই মালদা জেলা পরিষদেও দলের অন্দরের কোন্দল সামনে এসেছিল। একুশের নির্বাচনে মালদায় তৃণমূল ভাল ফল করলেও ভিত যথেষ্ট নড়বড়ে বলেই স্বীকার করেছেন দলেরই একাংশ। প্রকাশ্যে এ বিষয়ে মুখ না খুললেও ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছেন সেই কথা।

হরিশ্চন্দ্রপুরের গোলামোড় নবগ্রামে শনিবারই ফিরহাদের সভায় উপস্থিত থাকার জন্য গ্রামবাসীদের আবেদন করতে গিয়েছিলেন তৃণমূল নেতারা। আর তাতেই বিপত্তি! প্রায় 'ঘাড়ধাক্কা' দিয়ে গ্রাম থেকে তৃণমূল নেতাদের বের করে দেন এলাকাবাসী। তাঁদের অভিযোগ, নেতারা কেবল ভোট নিতে, সভা করতেই আসেন। কাজের সময় তাঁদের আর পাওয়া যায় না।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, শনিবার সকালে, স্থানীয় তৃণমূল নেতারা এসে তাঁদের জানান, রবিবার ফিরহাদ হাকিমের সভায় যেতে হবে। সেখানে গেলেই তাঁদের যাবতীয় সমস্যা নিয়ে আলোচনা হবে। এর পরেই ক্ষেপে ওঠেন এলাকাবাসী। তাঁদের স্পষ্ট দাবি, কোনওভাবেই ফিরহাদের সভায় যাবেন না তাঁরা। গ্রামবাসীদের আরও অভিযোগ, ২০ বছর ধরে তাঁদের অবস্থার কোনও উন্নতি হয়নি। থাকার জন্য ঘরটাও জোটেনি। প্রতিবারই ভোট আসে আর প্রতিবার নেতারা এসে নানা প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। তাই এ বার থেকে তাঁরা আর কোনও নেতার সভায় যাবেন না।

যদিও, তৃণমূল নেতা আফসার আলি জানিয়েছেন, এই ঘটনা অত্যন্ত লজ্জার। গ্রামে অনেকেই সকবরকম সুবিধা পেয়ে থাকেন। অনেকেই কিছুই পান না। এই পরিস্থিতিতে, অনেক গ্রামবাসীই অভিযোগ করেছেন তাঁরা সরকারি আবাস যোজনা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। কিন্তু, যাঁদের নাম বাদ গিয়েছে তাঁদের যাতে দ্রুত ঘরের ব্যবস্থা করে দেওয়া যায় তার জন্য যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চলছে। প্রতিবারই গ্রামবাসীদের সভায় উপস্থিত থাকতে বলা হয়। এ বারেও নিয়ম মেনেই বলা হয়েছিল। কিন্তু, গ্রামবাসীরা এমন বিক্ষোভ দেখাবেন তা বোঝা যায়নি।

গত ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৯৭৪ জন, মৃত্যু হয়েছে ১২ জনের

কলকাতা, ২৩ অক্টোবর (হি. স.) : ফের রাজ্যে বেড়েই চলেছে করোনা সংক্রমণ। রাজ্য স্বাস্থ্যদফতরের সাম্প্রতিকতম পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ৯৭৪ জন। শুক্রবারের তুলনায় সংক্রমণ শতাধিক বেশি। মৃত্যু হয়েছে ১২ জনের। একদিনে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৮০৮ জন। রাজ্যে সংক্রমণের শীর্ষে কলকাতা। এখানে একদিনেই স্রেফ মহামারীতে সংক্রমিত হয়েছেন ২৬৮ জন।

রাজ্যের স্বাস্থ্যদফতরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১৫ লক্ষ ৮৫ হাজর ৪৬৬। করোনার বলি মোট ১৯ হাজার ৪৫ জন। আর মহামারীর কবল থেকে সুস্থ হয়েছেন মোট ১৫ লক্ষ ৫৮ হাজার ৫৯০জন। শতকরা হিসেবে যা ৯৮.৩১ শতাংশ। এই মুহূর্তে রাজ্যে অ্যাকটিভ করোনা রোগীর সংখ্যা ৭৭৩১, যা আগেরদিনের তুলনায় দেড়শোরও বেশি। কলকাতার পরই দৈনিক সংক্রমণে সবচেয়ে এগিয়ে উত্তর ২৪ পরগনা। এখানে গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৪৭ জন। এই দুই জেলা বাদ দিয়ে আর কোথাও দৈনিক সংক্রমণ শতাধিক নয়। করোনাযুদ্ধে সবচেয়ে এগিয়ে আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং। গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে করোনার নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ৪৩ হাজার ১৫৯টি, যার মধ্যে ২.২৬ শতাংশ রিপোর্ট পজিটিভ।

এদিকে, করোনার বাড়বাড়ন্ত রুখতে শনিবারও নবান্নে জরুরি বৈঠক করেন মুখ্যসচিব এইচ কে দ্বিবেদী। নতুন করে কনটেনমেন্ট জোন তৈরি, রাত্রিকালীন বিধিনিষেধ, মাস্ক পরার মতো বিধি মেনে চলার জন্য কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব। এদিন সমস্ত জেলাশাসক, পুলিশ সুপারের সঙ্গে আলোচনা করেছেন তিনি। তার পরই পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোলে বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। নাইট কারফিউ আরও কঠোরভাবে পালনের নির্দেশ জারি হয়েছে। বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে এসিপি নিজে নজরদারি চালাচ্ছেন।

এই মুহূর্তে রাজ্যে জোরকদমে চলছে টিকাকরণ প্রক্রিয়া। এর মধ্যে ৫ লক্ষ ৩২ হাজার ৫৫০ জন পেয়েছেন করোনা টিকা। তবে পাল্লা দিয়ে চলছে করোনার নমুনা পরীক্ষাও। এদিনের বৈঠকে মুখ্যসচিব পরীক্ষা আরও বাড়ানোর কথা বলেছেন। কেন্দ্রের তরফে আরটি---পিসিআর টেস্ট কিট পাঠানো হয়েছে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, পরীক্ষার সংখ্যা বাড়ালে অর্থাৎ সঠিক সময় রোগীকে চিহ্নিত করতে পারলেই চিকিৎসা করা সম্ভব। এভাবেই সংক্রমণে রাশ টানতে হবে। —হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

আরএসএসের ক্ষেত্র প্রচার প্রমুখের দায়িত্বে পেলেন সুব্রত চট্টোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ অক্টোবর (হি. স.) : রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ (আরএসএস)-এর রাজ্য সংগঠনে বড়সড় বদল। আরএসএসের সংগঠনের দায়িত্বে এলেন সুব্রত চট্টোপাধ্যায়। তাঁকে ক্ষেত্র প্রচার প্রমুখের দায়িত্ব দেওয়া হল। নতুন দায়িত্ব পেলেন বিদ্যুৎ মুখোপাধ্যায়ও। শনিবার কেশব ভবনের একটি বৈঠকে এই রদবদলের কথা ঘোষণা করলেন ক্ষেত্র সংঘচালক অজয়কুমার নন্দী। ২০১৫-এ একে একে দিলীপ ঘোষ ও সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে বিজেপিতে পাঠানোর সময় আরএসএসের দক্ষিণবঙ্গের প্রান্ত প্রচারক ছিলেন বিদ্যুৎ মুখোপাধ্যায়। পরবর্তী কালে তাঁকেও সরিয়ে সেই পদে আনা হয় জলধর মাহাতোকে। মাস চারেক আগে বিদ্যুৎবাবুকে পূর্বভারতীয় ক্ষেত্রের সম্পর্ক প্রমুখের দায়িত্বে আনা হয়েছে। এবার নতুন দায়িত্বে আনা হল সুব্রতবাবুকেও।

আরএসএসের প্রচারক হিসাবে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসা সুব্রতবাবু আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি রীতিমতো সড়গড়। রাজ্য বিজেপির সাংগঠনিক পরিচালন ব্যবস্থাকে 'ডিজিটালাইজড' করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তাঁরই উদ্যোগে। দিলীপ ঘোষ রাজ্য সভাপতি হওয়ার পর রাজ্য বিজেপিতে যুগ্ম সংগঠন সম্পাদক হন সুব্রত চট্টোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে অমলেন্দু চট্টোপাধ্যায়কে সরিয়ে তাঁকে দলের রাজ্য সংগঠনের পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে বাংলায় বিজেপির নজিরবিহীন সাফল্যের পিছনে মুকুল রায়ের রাজনৈতিক কৌশলের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এই দিলীপ-সুব্রত জুটির রসায়ন। বিজেপি থেকে সরানোর পর ফের সংঘের গুরুত্ব বাড়ল তাঁর।

তৈরি পোশাকশিল্প : যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ভারতের চেয়ে পিছিয়ে বাংলাদেশ

মনির হোসেন,ঢাকা,২৩ অক্টোবর ।। করোনার প্রভাব কাটিয়ে বেশ ভালোভাবেই ঘুরে দাঁড়িয়েছে তৈরি পোশাকশিল্প। কারখানাগুলোতে প্রচুর ক্রয়াদেশ আসছে। রপ্তানিতেও গতি ফিরেছে। তাতে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে রপ্তানি প্রবৃদ্ধিতে চীন ও ভিয়েতনামের মতো প্রতিযোগী দেশকে পেছনে ফেলছে বাংলাদেশ। যদিও প্রবৃদ্ধির সেই দৌড়ে সবার চেয়ে এগিয়ে রয়েছে ভারত। কয়েক মাস ধরেই ভালো করছে পার্শবর্তী এই দেশ।

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পোশাক রপ্তানি প্রবৃদ্ধিতে ভারতের চেয়ে পিছিয়ে থাকা নিয়ে বাংলাদেশের রপ্তানিকারকেরা দুশ্চিন্তা করছেন না। তাঁরা বলছেন, পরিমাণের দিক দিয়ে ভারতের রপ্তানি অনেক কম। তবে দীর্ঘ মেয়াদে প্রবৃদ্ধিতে পিছিয়ে থাকলে তা দুশ্চিন্তার কারণ হবে বলে মনে করেন পোশাকশিল্পের উদ্যোক্তারা।

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব কমার্সের আওতাধীন অফিস অব টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলের (অটেক্সা) তথ্যানুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতা প্রতিষ্ঠান ও ব্র্যান্ডগুলো চলতি বছরের ৮ মাসে ৫ হাজার ৪৩ কোটি মার্কিন ডলারের পোশাক আমদানি করেছে, যা গত বছরের তুলনায় ২৪ দশমিক ৯০ শতাংশ বেশি।

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে চলতি বছরের প্রথম ৮ মাসে (জানুয়ারি-আগস্ট) বাংলাদেশ ৪৩২ কোটি ডলার বা ৩৬ হাজার ৭২০ কোটি টাকার তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। এই আয় গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ২৪ দশমিক ১১ শতাংশ বেশি। বাজারটিতে চীনের প্রবৃদ্ধি ২৩ দশমিক ৭০ শতাংশ। আলোচ্য সময়ে তাদের রপ্তানির পরিমাণ ১ হাজার ১৩৪ কোটি ডলার। আর ভিয়েতনাম রপ্তানি করেছে ৯৫৮ কোটি ডলারের পোশাক। তাদের এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ১৭ দশমিক ২৫ শতাংশ বেশি।

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে শীর্ষ তিন পোশাক রপ্তানিকারক দেশ হচ্ছে চীন, ভিয়েতনাম ও বাংলাদেশ। তবে চলতি বছরের প্রথম আট মাসে চতুর্থ শীর্ষ রপ্তানিকারক ভারতই বেশি প্রবৃদ্ধি করেছে। এই সময়ে তাদের রপ্তানি ২৬৫ কোটি ডলারের পোশাক, যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ৩২ দশমিক ৮০ শতাংশ বেশি।

ভারতের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি কেন বাড়ছে, সে বিষয়ে জানতে চাইলে পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সহসভাপতি শহিদউল্লাহ আজিম বলেন, করোনো পরিস্থিতি উন্নতি হওয়ার পর হঠাৎ করে পোশাকের চাহিদা অনেক বেড়ে গেছে। তাতে তুলার দামও অনেক বেড়েছে। ভারত তুলা উৎপাদনকারী দেশ হওয়ায় তারা আমাদের চেয়ে কিছুটা কম দামে অফার করতে পারছেন। তা ছাড়া জাহাজভাড়াও আমাদের দেশের তুলনায় ভারতে তুলনামূলক কম। রপ্তানি হওয়া পণ্য পৌঁছাতেও সময় কম লাগছে। এসব কারণেই ভারতের রপ্তানিকারকেরা ক্রয়াদেশ বেশি পাচ্ছে। কারণ, ক্রেতারা যেখানে সস্তায় পাবে সেখানেই যাবে।

যুক্তরাষ্ট্র বরাবরই বাংলাদেশি পোশাকের বড় বাজার। তবে ২০১৩ সালে রানা প্লাজা ধসের পর পোশাক কারখানার কর্মপরিবেশ নিয়ে প্রশ্ন উঠলে বাজারটিতে রপ্তানি কমে যায়। চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার বাণিজ্যযুদ্ধের কারণে ২০১৯ সালে অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করে। ইতিমধ্যে কারখানার কর্মপরিবেশ উন্নয়নেও ব্যাপক অগ্রগতি হয় বাংলাদেশের। শেষ পর্যন্ত ২০১৯ সালে ৫৯৩ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়। গত বছরও শুরুটা দুর্দান্ত হয়েছিল। পরে অবশ্য করোনার থাবায় রপ্তানি নিম্নমুখী হতে থাকে। বছর শেষে ৫২২ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়েছিল।

জানতে চাইলে নিট পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর নির্বাহী সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, আমাদের কারখানাগুলোতে ভালো ক্রয়াদেশ আছে। সে জন্য আগামী মাসগুলোতে পোশাক রপ্তানি বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি আরও বলেন, নিট পোশাক নিয়ে তেমন কোনো সমস্যা নেই। চীনে বিদ্যুৎসহ নানা সমস্যার কারণে সময়মতো ওভেন কাপড় পাওয়া নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছেন অনেকে। সে কারণে ওভেন পোশাক রপ্তানি কিছুটা কম হলেও হতে পারে।

মমতার দিকেই তাকিয়ে আছে সারা দেশ, বিজেপিকে হটাতে তৃণমূলই ভরসা দাবি অভিষেকের

গোসাবা, ২৩ অক্টোবর (হি. স.) আগামী ৩০ শে অক্টোবর দক্ষিন ২৪ পরগনার গোসাবা বিধানসভায় উপনির্বাচন। গোসাবার বিধায়ক জয়ন্ত নস্করের মৃত্যুর কারণে এই কেন্দ্রে উপনির্বাচন সংগঠিত হচ্ছে। শনিবার গোসাবা বিধানসভার অন্তর্গত পাঠানখালি হাজি দেশারথ কলেজের মাঠে দলীয় প্রার্থী সুব্রত মণ্ডলের সমর্থনে নির্বাচনী জনসভা করতে আসেন তৃণমূল সাংসদ তথা সর্বভারতীয় তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সভামঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একের পর এক বিজেপিকে আক্রমণ করেন অভিষেক। পাশাপাশি আগামীদিনে দেশের সমস্ত বিরোধী শক্তি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে তাকিয়ে আছে বলেও দাবি করেন অভিষেক।

জয়ন্ত নস্করের মৃত্যু হয়েছে করোনা আক্রান্ত হয়ে। মানুষের পাশে থেকে কাজ করতে গিয়ে করোনা আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন বিধায়ক। সেই কারণেই এই উপ নির্বাচন বলে দাবি করেন তৃণমূল সাংসদ। তিনি আরও বলেন, "এই নির্বাচন শুধুমাত্র সুব্রত মণ্ডলকে জেতানোর নির্বাচন নয়। এই নির্বাচন দিল্লিতে বিজেপিকে ধাক্কা দেওয়ার নির্বাচন। এই নির্বাচন দেশকে বাঁচানোর জন্য নির্বাচন।" ২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচনে এই জেলাকে তিন দফায় ভাগ করে নির্বাচন করেছিল কমিশন। কোন একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলকে বাড়তি সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্যই এভাবে নির্বাচন করেছিল কমিশন। কিন্তু বিজেপির বারা ভাতে ছাই দিয়ে জেলার ৩০ টি আসন তৃণমূল জিতেছে বলে দাবি করেন অভিষেক।

নির্বাচনী জনসভায় গোসাবায় এসে দু'লক্ষ কোটি টাকার উন্নয়ন করবে বলেছিল অমিত শাহ। কিন্তু নির্বাচন মিটতেই তাঁদের আর দেখা পাওয়া যায়নি। বরং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচনের আগে যা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন একে একে সবই রূপায়িত হচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি। তাই গোসাবা উপ নির্বাচনে বিজেপির বহিরাগত প্রার্থী নয়, বরং এলাকার মানুষ যাতে ঘরের ছেলে সুব্রতকে বিপুল ভোট দিয়ে জয় যুক্ত করেন সেই আবেদন করেন অভিষেক। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, "সারা ভারতবর্ষ কাশ্মির থেকে কন্যাকুমারি সকলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে তাকিয়ে আছে। আগামীদিনে দিল্লিতে বিজেপিকে হটিয়ে গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই একমাত্র কান্ডারি। সেই কারণে যে যে রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আছে সেখানে তৃণমূল নিজেদের সংগঠন ইতিমধ্যেই শক্তিশালী করতে শুরু করেছে।" তিনি আরও বলেন, আর যাই হোক মাথা নত করবো না। বহিরাগতদের কাছে, দিল্লির কাছে মাথা নত করবো না। ভাঙা পা নিয়ে হুইল চেয়ারে করে দুশোর বেশি আসনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জয়লাভ করেছে। বিজেপি অনেক চেষ্টা করেও রাজ্যের ক্ষমতা দখল করতে পারেনি বলেই দাবি অভিষেকের।

ভারতবর্ষে বিজেপি এতোগুলো রাজ্যে ক্ষমতায় আছে, কিন্তু কেন তারা স্বাস্থ্য সাথী, কন্যাশ্রি, কৃষাণ ক্রেডিট কার্ড, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড দিতে পারছে না তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন অভিষেক। এঁরা বলছে শুধু আয়ুস্মান ভারত দেবে। কিন্তু আয়ুস্মান ভারত পেতে গেলে অনেক বিধি নিষেধ আছে। বাড়িতে সামান্য একটা মোটর সাইকেল, টিভি থাকলেও কেউ আয়ুস্মান ভারতের সুযোগ পাবেন না। কিন্তু বাংলার সমস্ত মানুষ স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের সুবিধা পান বলে দাবি করেন অভিষেক। তিনি বলেন, " আমরা উন্নয়নের নিরিখে লড়াই করি। একদিকে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ, একদিকে ইয়াস ঘূর্ণিঝড়। কেউ পাশে ছিল না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া।" মাত্র চার মাস সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়েই ইতিমধ্যেই গোয়া ও ত্রিপুরায় তৃণমূলের সংগঠন চালু করেছেন। কেন্দ্রের কালো কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে সরব হয়েছে তৃণমূল। একের পর এক সরকারি সম্পত্তি বিক্রি করে দিচ্ছে বিজেপি সরকার। গ্যাসের দাম বাড়ছে, তেলের দাম বাড়ছে প্রতিদিন। তাই এই সরকারকে যেকোন মূল্যে দিল্লি থেকে হটাতে হবে বলে আওয়াজ তুলেছেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, " দেড় বছরের মধ্যে বিপ্লব দেব ও বিজেপিকে ত্রিপুরা ছাড়া করবো। ক্ষমতা থাকলে আটকে দেখাক।" গোসাবার উন্নয়নের জন্য তিনি আছেন, এলাকার মানুষকে চিন্তা করতে বারণ করে অভিষেক বলেন, " আমি যা বলি তাই করি। আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি। আপনারা উন্নয়নের পক্ষে রায় দিন। বাকিটা আমি বুঝে নেব। এই এলাকার সার্বিক উন্নয়ন কিভাবে হবে সেই দায়িত্ব আমার। শুধু মনে রাখবেন এটা গোসাবা নির্বাচন নয়, ভারতবর্ষকে রক্ষা করার নির্বাচন। তৃণমূল প্রার্থী বিপুল পরিমাণ ভোটে না জিতলে ভারতকে বাঁচাতে পারবো না।"

সাংসদের নির্দেশে ডায়মন্ড হারবারের দুর্গতদের পাশে প্রশাসন

ডায়মন্ড হারবার, ২৩ অক্টোবর (হি. স.) গত কয়েকদিনের অতি বৃষ্টির ফলে দক্ষিন ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের শান্তি পল্লিতে ধস নামে। এলাকার প্রায় ৪৫ টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সমস্যায় পড়েন এই দুর্গত পরিবারগুলি। এ বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনকে জানিয়েও সেভাবে কোন সাহায্য পাননি দুর্গত মানুষরা। তবে শনিবার বিষয়টি ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কানে পৌঁছতেই এ বিষয়ে প্রশাসনকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন সাংসদ।

সাংসদের নির্দেশ পাওয়া মাত্রই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় দুর্গত মানুষদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ শুরু হয় শনিবার সকাল থেকে। পরিবারগুলিকে ডায়মন্ডহারবার হাইস্কুলে রেখে তাঁদের থাকা এবং খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ঘটনাস্থলে আসেন স্থানীয় পৌর সভার একাধিক আধিকারিকরা। আসেন স্থানীয় বিধায়ক ও পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকরাও। একদিকে যেমন দুর্গতদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে ধসে যাওয়া জায়গা মেরামতির কাজও শুরু হয়েছে জোর গতিতে। সাংসদের এই উদ্যোগে খুশি এলাকার মানুষজন। হিন্দুস্থান সমাচার / পার্সতি

ত্রিপুরা পিপলস্ পার্টির প্রতিনিধি দল শনিবার বিভিন্ন দাবিতে পুলিশ মহানির্দেশকের কাছে ডেপুটেশন দিয়েছে। ছবি ঃ নিজস্ব

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে তেলিয়ামুড়ায় বিক্ষোভ মিছিল। ছবি নিজস্ব।

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার/ তেলিয়ামুড়া, ২৩ অক্টোবর।। জোলাইবাড়ী রামঠাকুর সেবা মন্দিরের উদ্দ্যেগে বাংলাদেশে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দুদের উপর আক্রমনের প্রতিবাদে এক বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভার আয়োজন করা হয়। আজ ২৩-১০-২০২১ রোজ শনিবার বিকাল চার ঘটিকায় শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত জোলাইবাড়ী রামঠাকুর আশ্রমের ভক্তবৃন্দের উদ্যোগে বাংলাদেশে রামঠাকুরের সমাধি স্থান চৌমুহনী সহ শারদিয়া দূর্গা পূজায় হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের উপর ধর্মীয় উগ্র মৌলবাদী শক্তি আক্রমন করেছে তার বিরুদ্ধে ধিক্কার ব্যানারে সুসজ্জিত এক ধিক্কার মিছিল বহু ভক্ত বৃন্দের উপস্থিতিতে সম্পূর্ন হয়, মিছিলের সর্বাগ্রে উপস্থিত ছিলেন রাম ঠাকুর আশ্রমের সম্পাদক শ্রী শম্ভু রায়, সভাপতি মন্টু ভৌমিক ,মনিরাম চক্রবর্তী,হরিশঙ্কর সরকার সহ আরো অনেক, মিছিল শেষে পথসভায় বক্তব্য রাখেন অবসর প্রাপ্ত শিক্ষকসনজিৎ বিশ্বাস সহ অন্যান্যরা। রাস্তার দুই ধারে দাঁড়িয়ে অগনিত মানুষ মিছিল ও পথসভায় বক্তাদের বক্তব্য শুনেন।

বাংলাদেশের বসবাসকারী সংখ্যালঘু হিন্দুদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে তেলিয়ামুড়া মহাকুমা হিন্দুত্ব বাদীরা বিশাল প্রতিবাদ মৌন মিছিল সংঘটিত করা হয় তেলিয়ামুড়া শহরে। বিগত কিছুদিন পূর্বে বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলা সহ বিভিন্ন জায়গায় হিন্দু মন্দিরে ভাঙচুর, দুর্গা প্রতিমা ভাঙচুর, সহ বিভিন্ন দেবদেবীর উপর আক্রমণ, বাংলাদেশে বসবাসকারী হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষজনদের উপর আক্রমণের তীব্র নিন্দা জানিয়ে খোয়াই জেলার হিন্দুরা তেলিয়ামুড়া রাম ঠাকুর সেবা মন্দিরের ভক্তবৃন্দ সহ বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, হিন্দু নাগরিক সমাজ সহ বিভিন্ন হিন্দু সংগঠন। যদিও তেলিয়ামুড়া মহাকুমার একটি মন্দির এর ভক্তরা কোন অজ্ঞাত কারণে এদিনের প্রতিবাদ এবং নিন্দা মিছিলে অংশগ্রহণ করেনি।

শনিবার সকালে তেলিয়ামুড়া রাম ঠাকুর সেবা মন্দির সহ রামকৃষ্ণ সেবা মন্দির, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য আশ্রমের হিন্দু ধর্ম প্রাণ ভক্তবৃন্দরা শ্রী শ্রী রাম ঠাকুর সেবা মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে নীরব প্রতিবাদ মিছিল বের করে। অপরদিকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, হিন্দু নাগরিক মঞ্চ সহ বেশ কিছু হিন্দু শাখা সংগঠন অম্পি চৌমুনী থেকে এক বিক্ষোভ প্রতিবাদ মিছিল বের করে। এই বিক্ষোভ প্রতিবাদ মিছিল থেকে আওয়াজ তোলা হয় মৌল্লাদের চামড়া তুলে নেব আমরা।

এদিনের এই মৌন মিছিল শুরু হয় রাম ঠাকুর সেবা মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে, অপর দিকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত বিক্ষোভ প্রতিবাদ মিছিল শুরু হয় অম্পি চৌমুনী থেকে পরবর্তীতে তেলিয়ামুড়া শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুনরায় রাম ঠাকুর সেবা মন্দিরের সামনে গিয়ে শেষ হয়। এদিনের এই মিছিলকে কেন্দ্র করে তেলিয়ামুড়া শহর সহ তেলিয়ামুড়া বাজারে

অবস্থিত মসজিদের সামনে আধা-সাময়িক বাহিনী মোতায়ন করা হয়, যাতে করে তেলিয়ামুড়া শহরের শান্তি-সম্প্রীতি যাতে বজায় থাকে। হিন্দুত্ব রক্ষার্থে যেখানে হিন্দু ধর্মালম্বীরা সোচ্চার হয়ে প্রতিবাদ মিছিল শহর নিন্দা জানিয়েছে, সেখানে কিছু কিছু হিন্দু ধর্মীয় সংস্থা প্রতিবাদ মিছিলে অংশ না করাতে শুভবুদ্ধি মহলে ব্যাপক প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছে।

তেলিয়ামুড়া মহকুমার এক ধর্ম প্রচারক জানিয়েছেন, বিশ্বের মানুষ আজ হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করছেন। তবে বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলাতে যেমনভাবে হিন্দু ধর্মকে মৌলবাদীরা ধ্বংস করছে তার প্রতিবাদে নিন্দা জানিয়ে তেলিয়ামুড়া শহরে মিছিল সংঘটিত করা হয়েছে। তবে আজ বিশ্বে হিন্দু ধর্ম সংকটের মুখে। হিন্দুদের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে হিন্দু ধর্মের সকল অংশের মানুষদের। সেই ধর্ম প্রচারক আরো বলেন হরে কৃষ্ণ হরে রাম সেই ধ্বনিতে কল্যাণ সকল মানুষদের। হিন্দুদের উপর কয়েক শতক বছর পূর্বে আক্রমণ হয়ে থাকলেও বর্তমানে সেই হিন্দুদের উপর আক্রমণের ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।

বিলোনীয়ায় মেগা হেলথ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি,বিলোনিয়া, ২৩ অক্টোবর ।। আজ বিলোনীয়া মহকুমার নিহান নগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অধীনে কমলপুর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের প্রাঙ্গণে এক বিশাল মেগা হেলথ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়।

সাথে সেমিনার ও শিবির হয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডঃ জগদীশচন্দ্র নম: মহোদয় এবং দক্ষিণ জেলার ডি এম ও ডক্টর সুব্রত দাস এবং উপস্থিত ছিলেন লেপ্রোসি প্রোগ্রাম অফিসার ডঃ মনীর চৌধুরী এবং এনিমিয়া মুক্ত ভারত প্রোগ্রাম অফিসার ডঃ সৌরভ দাস এবং উপস্থিত ছিলেন ডিসটিক ইমুনাইজেশন অফিসার ডঃ বিতান সেনগুপ্ত এবং উপস্থিত ছিলেন নিহার নগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডঃ রবিশঙ্কর দত্ত এবং উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে মানসিক রোগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয় সাথে আয়োডিন নিয়ে আলোচনা করেন বক্তব্য রাখেন এবং ম্যালেরিয়া ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব নিয়ে ওই অঞ্চলের মানুষকে সচেতন করেন ডিএমও ডঃ সুব্রত দাস মোট ১০৫ জন রোগীকে দেখা হয় এবং বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করা হয়।

তিন যুবক

● প্রথম পাতার পর

আজ দুপুর একটা নাগাদ উদয়পুর মহারানী কোয়াইমুড়া এলাকায় একটি মারুতি ওয়াগনার গাড়ি নিয়ে তিন যুবক আসে। তাদের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে ছাগল চুরি করা। এসে তারা ছাগল চুরি করতে সক্ষমও হয়, দুটি ছাগল গাড়িতে তুলে তড়িঘড়ি পালানোর সময় স্থানীয় এলাকাবাসী তাদের চুরি করার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে ওয়াগনার গাড়ির পেছনে ধাওয়া করেন। পরে স্থানীয়রা এই তিন যুবককে আটক করতে সক্ষম হয়।তাদের কিছু উত্তম মধ্যম দিয়ে খবর দেওয়া হয় পিত্রা আউট পোষ্টে। উত্তম মধ্যম দেওয়ার ফলে এক জনের মাথা ফেটে রক্ত বেরুতে থাকে। উত্তেজিত জনতা ঘটনাস্থলে চুরির সাথে জড়িত ওয়াগনার গাড়িটিকে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়। এই ছাগল চুরির ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে ঘটনা স্থলে ছোটে আসেন পিত্রা আউট পোষ্টের পুলিশ। পিত্রা আউট পোষ্টের পুলিশ ছাগল চুরির ঘটনার সাথে যুক্ত তিন চোরকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন মহারানী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাদেরকে নিয়ে আসা হয় আর কে পুর থানায়, পিত্রা ফাঁড়ি থানার ইনচার্জ জানাযন গ্রেপ্তার হওয়া তিন যুবক হলেন মহারানির মনিরুল ইসলাম,খিলপাড়ার জয়দুল হোসেন ও চন্দ্রপুরের শাকিল আহমেদ। তাদের বিরুদ্ধে ছাগল চুরির আরো অভিযোগ করেন এলাকাবাসী। গত দুর্গা পূজার ষষ্ঠী দিন খিলপাড়া পীর বাবা কামাল সাহেবের দরগার সামনে থেকে জোড়া পাঁঠা চুরির ঘটনার সাথে তাদের যোগসাজশে আসে বলে স্থানীয় জনগণ অভিযোগ করেন। তাদের বিরুদ্ধে চুরির মামলা রুজু করে আর কে পুর থানায় রাখা হয়েছে।আগামী কাল তাদের কোর্টে প্রেরণ করা হবে। চোরের দশ দিন ,গৃহস্থের একদিনের প্রবাদ অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেলো এই চুরির ঘটনার সাথে।দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করছেন এলাকাবাসী।

যাত্রী

● প্রথম পাতার পর

পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় দমকল বাহিনীর কর্মীরা। আহতদের উদ্ধার করে দমকল বাহিনীর কর্মীরা নিয়ে আসে বিলোনিয়া হাসপাতালে। সেখান থেকে তাদের স্থানান্তর করা হয় উদয়পুর গৌমতি জেলা হাসপাতালে।শনিবার দুপুরে বিলোনিয়া চিত্তামারা পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকায় এই পথ দুর্ঘটনাটি ঘটে।

আহতদের মধ্যে একজনের নাম প্রদীপ ত্রিপুরা। বয়স আটাশ বছর। বাড়ি চিত্তামারা এলাকায়। অপরজনের নাম দিলীপ দে। বয়স সত্তর বছর। বাড়ি ত্রিপুরা বাজার এলাকায়। ঘটনায় জানা যায়, বাইক চালক প্রদীপ ত্রিপুরা সহ বাইক আরোহী দিলীপ দে বিলোনিয়া চিত্তামারা পেট্রোল পাম্পে আসার পথেই হঠাৎ দ্রুত গতিতে আসা ইট বোঝাই বুলেরু গাড়ি সজোরে ধাক্কা মারে বাইককে। এই ধাক্কা খাওয়ার ফলে বাইক চালক প্রদীপ ত্রিপুরা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ছিটকে পড়ে যায়। পাশাপাশি বাইকের পেছনে বসা দিলীপ দেও ছিটকে পড়ে যায়। উভয়েই গুরুতর আহত হয়। স্থানীয় লোকজনেরা ছুটে আসে দূর্ঘটনা স্থলে। খবর দেয় দমকল বাহিনীর কর্মীদের। ঘটনা স্থলে ছুটে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা নিয়ে যায় বিলোনিয়া হাসপাতালে।

আক্রান্ত

● প্রথম পাতার পর

দাবি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, কিছু কিছু সংবাদ মাধ্যমে বলা হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস অনুমতি না নিয়ে জনসংযোগ অভিযান সংঘটিত করেছে। এ-বিষয়ে সুস্মিতার সাফ কথা, রাজনৈতিক প্রচারাভিযান সংগঠিত করার ক্ষেত্রে প্রশাসনের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তিনি উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, প্রকাশ্য দিবালোকে তৃণমূল কংগ্রেসের জনসংযোগ অভিযানের উপর হামলাকারীরা সরকারের মদতপুষ্ট ছিল। তাঁর দাবি, এভাবে হামলা হুজ্জুতি করে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক কর্মসূচি স্তব্ধ করা যাবে।

এদিন সাংসদ ডা: শান্তনু সেন বলেন, ইতিপূর্বে বিজেপির গুন্ডা বাহিনীর মুখোশ পড়ে তৃণমূলের কর্মীদের ওপর হামলা সংগঠিত করতো। এখন শাসক দল এবং পুলিশের একাংশের মদতে প্রকাশ্য দিবালোকে হামলা সংগঠিত হচ্ছে। তাঁর দাবি, আজ ডেপুটেশন দেওয়ার সময় ডিআইজি নর্দান রেঞ্জ আশ্বস্ত করেছেন, অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।

গৃহবধূ

● প্রথম পাতার পর

অবশেষে লক্ষীপুজোর সাত সকালে স্বামী সঞ্জয়কে ঘুমে রেখে নিজ কন্যাকে নিয়ে পরপুরুষের হাত ধরে পালিয়ে যায়। স্বামী সনয় দেবনাথের অভিযোগ বিহারের এক ছেলের সাথে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে পরে পিংকি। এর আগেও একবার বাড়ি থেকে পালিয়ে আবার ফিরে এসেছিল। স্ত্রীর এই ঘটনায় মানসিক ভাবে ভেঙে পড়ে স্বামী। পরে বিশালগড় মহিলা থানায় ঘটনাটি জানিয়ে স্ত্রীর ফিরে আসার পখ চেয়ে রয়েছে সঞ্জয় দেবনাথ।

সভাপতি

● প্রথম পাতার পর

হচ্ছে বলে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

প্রদেশ কংগ্রেসের বৈঠকে সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বিরজিত সিনহা। পুর নির্বাচনকে সামনে রেখে কংগ্রেস দলের এই বৈঠক খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল।

অগ্নিকান্ড

● প্রথম পাতার পর

চিৎকার শুরু করলে লোকজন তড়িঘড়ি এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়।ঘটনার খবর পেয়ে উদয়পুর থেকে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। অবশ্য ততক্ষণে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন পরিবারের লোকজন ও এলাকাবাসী। ফলে ভয়াবহ ঘটনার হাত থেকে অল্পেতে রক্ষা পেয়েছে পরিবারটি।

হাত

● প্রথম পাতার পর

তার কিছুক্ষণ পর বণকর্মীরা বাজি পটকা নিয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হয়।শ্যামল কপালি সহ এই এলাকায় বসবাসকারী সাধারণ মানুষজন থেকে শুরু করে কৃষকরা চাইছে হাতির সমস্যা নিরসনে স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করুক বনদপ্তর।পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য দাবি উঠেছে।

উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর, নিহত পুলিশকর্মীর স্ত্রীকে চাকরির প্রতিশ্রুতি

শ্রীনগর, ২৩ অক্টোবর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরে তিন-দিনের সফরে গিয়ে উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবার দুপুরে শ্রীনগরে জম্মু ও কাশ্মীরের ডিজিপি দিলবাগ সিং-সহ শীর্ষ পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন অমিত শাহ। এই বৈঠকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীরের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। ২০১৯-এর আগস্টে ৩৭০ অনুচ্ছেদ প্রত্যাহারের পর এই প্রথম জম্মু ও কাশ্মীর সফরে গেলেন অমিত শাহ। শ্রীনগর বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান উপ রাজ্যপাল মনোজ সিনহা। শ্রীনগরে পৌঁছনোর কিছু পরই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দেখা করতে যান জম্মু ও কাশ্মীরের নিহত পুলিশ আধিকারিক পারভেজ আহমদের পরিবারের সঙ্গে। কয়েক দিন আগেই জঙ্গিদের হাতে নিহত হন এই পুলিশ আধিকারিক। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পারভেজের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন তিনি। তাঁকে চাকরির প্রস্তাবও দেন। তিনি বলেন, "এই পুলিশকর্মীর আত্মবলিদান মনে রাখবে গোটা দেশ।" এর পর উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠক করেছেন অমিত শাহ।

রবিবার জম্মুতে একটি জনসভা করার কথা রয়েছে অমিত শাহের। সোমবার গ্রাম প্রধানদের সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তারপর দিল্লি ফিরে আসবেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই সফর ঘিরে কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে রাজভবন এবং শ্রীনগরের গুপকার রোড। মোতায়েন করা হয়েছে স্নাইপার, শার্পশ্যুটারদের। ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারি চালানো হচ্ছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

৩-দিনের সফরে জম্মু-কাশ্মীরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, শ্রীনগরে স্বাগত জানালেন মনোজ সিনহা

শ্রীনগর, ২৩ অক্টোবর (হি.স.): নতুন করে জঙ্গি হামলার ঘটনায় সন্ত্রস্ত হয়ে রয়েছে গোটা উপত্যকা। জঙ্গিরা কৌশল বদলে এখন নিশানা করছে সাধারণ মানুষকে। ভয়ে ও আতঙ্কে ইতিমধ্যেই কাশ্মীর ছেড়ে চলে আসার ঢল নেমেছে পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে। এমতাবস্থায় শনিবার জম্মু ও কাশ্মীর সফরে এলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ৩-দিনের এই সফরে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীরের সামগ্রিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। শ্রীনগর পৌঁছনোর পর এদিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানান জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা।

জঙ্গিদের অতিসক্রিয়তা ও শ্রীনগরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর রাত্রিবাসের কথা মাথায় রেখে ইতিমধ্যেই গোটা উপত্যকা মুড়ে দেওয়া হয়েছে নিরাপত্তার চাদরে। শনিবার থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত বুলেভার্ড রোডে সমস্ত রকম যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। বন্ধ থাকছে সংলগ্ন নিশাত বাগ এবং গুপকর রোড। উপত্যকার স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে বন্ধ রাখা হয়েছে ইন্টারনেট। সম্প্রতি জঙ্গিরা নিরীহ মানুষকে হত্যা করে উপত্যকায় অস্থিরতা তৈরির যে কৌশল নিয়েছে, তা কী ভাবে রোখা যায়, সে দিকেই সম্ভবত নজর রয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর।

এনসিবি অফিসে হাজিরা শাহরুখের ম্যানেজারের ছিলেন প্রায় এক-ঘন্টা

মুম্বই, ২৩ অক্টোবর (হি.স.): মাদক নিয়ন্ত্রক সংস্থার (এনসিবি)-র দফতরে হাজিরা দিলেন বলিউড অভিনেতা শাহরুখ খানের ম্যানেজার পূজা দাদলানি। শনিবার সকাল দশটা নাগাদ হাতে খাম নিয়ে দক্ষিণ মুম্বইয়ের ব্যালার্ড এস্টেটে এনসিবি-র দফতরে আসনে পূজা। প্রায় এক-ঘন্টা এনসিবি দফতরে ছিলেন শাহরুখের ম্যানেজার। বেরিয়ে যাওয়ার সময় সাংবাদিকদের মুখোমুখি না হয়েই তিনি চলে যান।

সূত্রের খবর, শাহরুখ পুত্রের অতীত চিকিৎসার নথি, তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতার নথি যাচাই করার জন্যই পূজাকে তলব করা হয়েছে। পূজা শুধু শাহরুখের দীর্ঘ দিনের সহায়ক নন, আরিয়ানেরও ঘনিষ্ঠ। পূজার আগে শাহরুখের গাড়িচালকদের মধ্যে একজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। সূত্রের খবর, আরিয়ানের ঘনিষ্ঠ কোনও ব্যক্তি তাঁকে মাদক সরবরাবহ করতেন কি না, তারই অনুসন্ধান করছেন গোয়েন্দারা। সেই সূত্রে পূজা বা শহরুখের গাড়িচালকে জিজ্ঞাসাবাদ।

বদলে যাচ্ছে ফৈজাবাদ স্টেশনের নাম, যোগীর সিদ্ধান্তে রাখা হচ্ছে অযোধ্যা ক্যান্টনমেন্ট

লখনউ, ২৩ অক্টোবর (হি.স.): বদলে যাচ্ছে উত্তর প্রদেশের ফৈজাবাদ জংশন রেল স্টেশনের নাম। এই স্টেশনের নাম রাখা হচ্ছে অযোধ্যা ক্যান্টনমেন্ট। ফৈজাবাদ জংশন রেল স্টেশনের নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। শনিবার উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে জানানো হয়েছে, ফৈজাবাদ জংশন রেল স্টেশনের নাম পরিবর্তন করে অযোধ্যা ক্যান্টনমেন্ট রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

প্রায় ৩ বছর আগে ফৈজাবাদ জেলার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছিল অযোধ্যা। এবার ফৈজাবাদ রেল স্টেশনের নামও মন্দির শহরের নামে রাখা হচ্ছে। শনিবার টুইট করে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে জানানো হয়েছে, ফৈজাবাদ জংশন রেল স্টেশনের নাম পরিবর্তন করে অযোধ্যা ক্যান্টনমেন্ট রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

কংগ্রেস-সিপিএমকে ভোট দিয়ে লাভ নেই, গোসাবায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ অক্টোবর (হি.স) : কংগ্রেসকে ভোট দিয়ে লাভ নেই। সিপিএম তো উঠেই গিয়েছে। গোসাবার সভা থেকে এভাবেই বাম-কংগ্রেসকে কটাক্ষ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। একই সঙ্গে বিজেপিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন তিনি।

অভিষেক বলেন, ফল ঘোষণা ৬ মাস হয়ে গিয়েছে, কোনও বিজেপি নেতা পাশে দাঁড়িয়েছেন? যশ-আমফানের সময়ও কাউকে দেখা যায়নি। আপনার বিপদে তৃণমূল কর্মীরা পাশে দাঁড়াবেন, বিজেপির বহিরাগতরা থাকবেন না। এই লড়াই উন্নয়নের লড়াই। সভা থেকে নতুন স্লোগানও দেন অভিষেক- এক, দুই, তিন, বিজেপিকে বিদায় দিন।

কৃষিনীতি পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন, ফের কেন্দ্রকে তোপ "বেসুরো" বরুণের

নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবর (হি.স) : আবারও কৃষকদের পক্ষ নিয়ে কেন্দ্রকে কটাক্ষ করলেন বিজেপি নেতা বরুণ গান্ধী। এর আগেও একাধিকবার উত্তরপ্রদেশের লখিমপুরের হিংসার ঘটনায় কৃষক পক্ষ নিয়ে সওয়াল করেছিলেন তিনি। শাস্তিস্বরূপ, বিজেপির জাতীয় কার্যনির্বাহী দল থেকে বাদ পড়েছেন তিনি। তারপরও থেমে নেই তিনি।

এবার ফের শনিবার ফের কৃষক আন্দোলনের পক্ষে কৃষি বিল নিয়ে কেন্দ্রের "পুনর্বিবেচনা" করা উচিত বলে সরব হন বরুণ গান্ধী। বরুণ গান্ধী একমাত্র বিজেপি নেতা-সাংসদ যিনি বারবার লখিমপুরের ঘটনা নিয়ে কৃষকদের পক্ষ নিয়েছেন। সেই ধারা বজায় রেখে শনিবার ফের টুইট করে কেন্দ্রকে কৃষিবিল নিয়ে ভাবনা চিন্তার বার্তা দিলেন। এদিন নিজের টুইটারে একটি ভিডিও পোস্ট করেন। ভিডিও বার্তায় বিজেপি নেতা লেখেন, "উত্তরপ্রদেশের সামোধ সিং নামে একজন কৃষক গত ১৫ দিন ধরে এক মাণ্ডি থেকে আরেক মাণ্ডি ঘুরে বেড়িয়েছেন। কিন্তু কোনভাবেই তাঁর ফসল বিক্রি করতে পারেন না। পরে হতাশ হয়ে তাঁর জমির সব ফসল পুড়িয়ে ফেলেন তিনি।" এরপরই তিনি যোগ করেন, "আমাদের উচিত দেশের কৃষি নীতি নিয়ে পুনর্বিবেচনা করা"।

আগামী বছরেই উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচন। বিজেপি চাইছে, আগামী ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে পর্যন্ত উত্তরপ্রদেশে নিজেদের সরকার ধরে রাখার। সেক্ষেত্রে বরুণ গান্ধীর একাধিক আক্রমণ কিছুটা অস্বস্তিতে ফেলছে বিজেপি সরকারকে।

২৬ অক্টৌবর অযোধ্যা যাচ্ছেন কেজরিওয়াল রামলাল্লার দর্শন করবেন আপ সুপ্রিমো

নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবর (হি.স.): দীপাবলির আগে আগামী ২৬ অক্টোবর (মঙ্গলবার) উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় যাচ্ছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। শনিবার আম আদমি পার্টি (আপ)-র পক্ষ থেকে এমনটাই জানানো হয়েছে। মন্দির শহর অযোধ্যায় এসে রামলাল্লার দর্শন ও পূজার্চনা করবেন কেজরিওয়াল। আপ সুপ্রিমোর অযোধ্যা আগমণের কথা শুনে উৎফুল্ল সেখানকার আপ কর্মীরা।

আম আদমি পার্টি (আপ)-র পক্ষ থেকে টুইট করে জানানো হয়েছে, আগামী ২৬ অক্টোবর, মঙ্গলবার অযোধ্যায় যাবেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। ওই দিন রামলাল্লার দর্শন ও পূজার্চনা করবেন কেজরিওয়াল। অযোধ্যায় কী কী কর্মসূচি রয়েছে কেজরিওয়ালের, তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।

সেঞ্চুরির ঘরে ডিজেল, একটানা চড়ছে দুই জ্বালানির দাম

নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবর (হি.স.): পেট্রোল ও ডিজেলের নিরন্তর মূল্যবৃদ্ধিতে রীতিমতো নাভিশ্বাস সাধারণ মানুষ। একটানা চড়ছে দুই জ্বালানির দাম। শনিবার ফের দাম বাড়ল দুই জ্বালানি তেলের দাম। দিল্লিতে ১০৭-টাকার গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল পেট্রোলের দাম, পশ্চিমবঙ্গে একশোর ঘরে ঢুকে পড়ল ডিজেলের দাম। সর্বকালীন রেকর্ড গড়ে মুম্বইয়ে ১১৩ টাকার ঊর্ধ্বে পৌঁছে গিয়েছে পেট্রোলের দাম।শনিবার দিল্লিতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৭.২৪ টাকা এবং ডিজেল ৯৫.৯৭ টাকা প্রতি লিটার। মুম্বইয়ে লিটার প্রতি পেট্রোলের বর্ধিত দাম ১১৩.১২ টাকা ও ডিজেল ১০৪.০০ টাকা। শনিবার পশ্চিমবঙ্গের আলিপুরদুয়ারের আইওসি পাম্পে ডিজেলের দাম বেড়ে হয়েছে লিটার প্রতি ১০০ টাকা ১৭ পয়সা। কলকাতাও বেশি দূরে নেই। আইওসি পাম্পে শনিবার ডিজেলের দাম দাঁড়াচ্ছে লিটার প্রতি ৯৯ টাকা ৮ পয়সা।

খেলাধুলা

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জয়ের ধারা বজায় রাখতে মরিয়া টিম ইন্ডিয়া

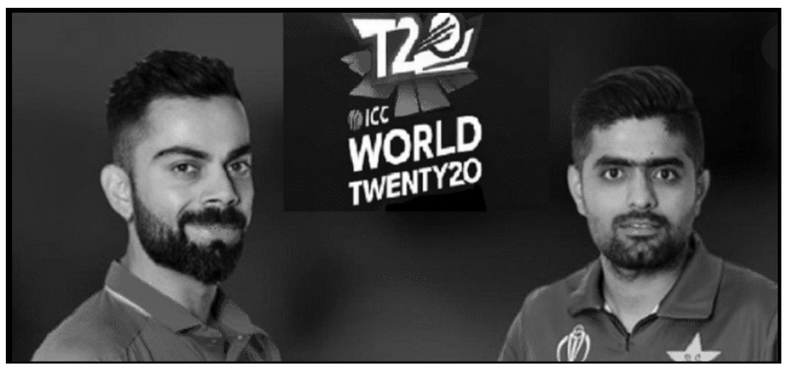

দুবাই, ২৩ অক্টোবর (হি.স) : আগামীকাল রবিবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টি-২০ বিশ্বকাপের অভিযান শুরু করতে চলেছে ভারত। বাবার আজমদের বিরুদ্ধে জয়ের ধারা বজায় রাখতে মরিয়া ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি। ২০১৯ সালের বিশ্বকাপের পর আবারও মুখোমুখি দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। আর এই পরিস্থিতিতে বিশ্বকাপের মতন মঞ্চে পাকিস্তানকে এক ইঞ্চি জায়গা ছাড়তে নারাজ ভারতীয় দল।

শনিবার ভারতীয় অনুশীলনে মূল নেটে আলাদা করে সময় কাটান হার্দিক পান্ডিয়া। এছাড়া তাঁর বিশেষ ফিটনেস টেস্ট ও স্ট্রেংথ অ্যানালিসিস টেস্ট করা হয়েছে এদিন। সূত্রের খবর, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এক বা দুই ওভার বল করতে পারেন হার্দিক। এদিকে হালকা অনুশীলন করলেন বরণ চক্রবর্তী। টিম ইন্ডিয়ার সূত্রের খবর সামন্য চোট রয়েছে তাঁর। যার ফলে টি-২০ বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দেখা যেতে পারে রবীন্দ্র জাদেজা এবং আর অশ্বিন জুটিকে। এছাড়াও ব্যাটিং-এ শক্তি বাড়াতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মাঠে দেখা যেতে পারে শার্দুল ঠাকুরকে।

হিন্দুস্থান সমাচার/সঞ্জয়

টি-২০ বিশ্বকাপের সুপার-১২ ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারাল অস্ট্রেলিয়া

শারজা, ২৩ অক্টোবর (হি.স) : শনিবার আরবের মাটিতে টি-২০ বিশ্বকাপে প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া। এখনও পর্যন্ত এই দুই দেশ এই ট্রফি জয় করার স্বাদ পায়নি। তাই চলতি বছরে এই দুই দলই চাইবে তাঁদের অপূর্ণ স্বাদ এই বছর যাতে মেটানো যায় তার আপ্রাণ চেষ্টা করতে।

তবে এই ম্যাচের মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে অজি শিবিরের কাছে উদ্বেগের বিষয় হল, বাংলাদেশ, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ড, ভারত এবং ইংল্যান্ডের দ্বিপাক্ষিক সিরিজগুলিতে পরাজিত হয়েছে অস্ট্রেলিয়া। তাছাড়া বেশিরভাগ ম্যাচে অনেক গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় দলে না থাকার ফলে প্রস্তুতিরও পুরো সুযোগ পাননি ওইসব খেলোয়াড়রা। যেটা এই টুর্নামেন্ট খেলার আগে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল। এছাড়া অস্ট্রেলিয়া শিবিরের কাছে সবচেয়ে বড় উদ্বেগজনক বিষয় হল, বিস্ফোরক ব্যাটসম্যান ডেভিড ওয়ার্নারের একেবারেই ফর্মে না থাকা। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের দ্বিতীয় দফায় প্রথম দুই ম্যাচে শূণ্য ও দুই রান করে দল থেকে বাদ পড়েন এই ওপেনার।

অন্যদিকে দক্ষিণ আফ্রিকাও কম কিছু নয়। এই মুহূর্তে দক্ষিণ আফ্রিকা দল দ্বিপাক্ষিক সিরিজে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজ, আয়ারল্যান্ড এবং শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে পোটিয়ারা অনুশীলন ম্যাচগুলিও জিতেছে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা দল যে আর আগের মত জায়গায় নেই সেটা মানতেই হবে। এখন দেখা যাক কোন দল শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয় আজকের এই হাইভোল্টেজ ম্যাচে।

আজ শনিবার থেকে শুরু টি-২০ বিশ্বকাপের সুপার টুয়েলভের খেলা। আবু ধাবিতে সুপার টুয়েলভে গ্রুপ ১-এর প্রথম ম্যাচে টস জিতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ব্যাট করতে পাঠাল অস্ট্রেলিয়া। ভারতের বিরুদ্ধে খেলা প্রস্তুতি ম্যাচের দল থেকে বাদ পড়েছেন অ্যাস্টন অ্যাগার। তবে খারাপ ফর্মে থাকা ডেভিড ওয়ার্নারের উপর আস্থা রেখেছেন অজি অধিনায়ক ও টিম ম্যানেজমেন্ট।

বিগত দুই বছর ধরে দুই বিশেষজ্ঞ স্পিনারকে প্রথম একাদশে রেখেই যাবতীয় রণকৌশল সাজাচ্ছিল অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু আজকের ম্যাচে অজিরা নামছে তিন পেসার, এক স্পিনারে। এই প্রথম টি ২০ আন্তর্জাতিকে একসঙ্গে দেখা যাবে মিচেল স্টার্ক, প্যাট কামিন্স ও জশ হ্যাজলউডকে। টি-২০ ক্রিকেটে তাঁরা একসঙ্গে খেলেছেন মাত্র ৬ বার, ২০১২ সালে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টি ২০-তে। সব কটি ম্যাচেই তাঁদের দল সিডনি সিক্সার্স জিতেছিল। অ্যাডাম জাম্পার সঙ্গে অলরাউন্ডার গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের স্পিনে ভরসা রাখতে হবে অজিদের। অস্ট্রেলিয়ার ওয়ার্নার যেমন ফর্মে নেই, তেমনই অ্যারন ফিঞ্চও অপারেশনের পর মাঠে ফিরে এখনও চেনা ছন্দ ফিরে পাননি। তাই স্টিভ স্মিথ ও গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের উপর অনেকাংশে নির্ভর করতে হবে। স্টার্ক ও কামিন্সও টি ২০ বিশ্বকাপের আগে দীর্ঘদিন খেলেননি। সবমিলিয়ে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধেই দেখা যাবে অস্ট্রেলিয়া কেমন অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

অস্ট্রেলিয়া- অ্যারন ফিঞ্চ (অধিনায়ক), ডেভিড ওয়ার্নার, মিচেল মার্শ, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, স্টিভ স্মিথ, মার্কাস স্টইনিস, ম্যাথু ওয়েড, প্যাট কামিন্স, মিচেল স্টার্ক, অ্যাডাম জাম্পা, জশ হ্যাজলউড।

দক্ষিণ আফ্রিকা- তেম্বা বাভুমা (অধিনায়ক), কুইন্টন ডি কক, এইডেন মার্করাম, রাসি ফান দার ডুসেন, ডেভিড মিলার, হেনরিক ক্লাসেন, ডোয়েইন প্রিটোরিয়াস, কাগিসো রাবাডা, কেশব মহারাজ, এনরিখ নরকিয়া, তাবরেজ শামসি।

আবুধাবি, ২৩ অক্টোবর (হি.স) : শনিবার টি-২০ বিশ্বকাপের সুপার-১২ রাউন্ড প্রথম ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫ উইকেটে হারিয়ে দিল অস্ট্রেলিয়া। আবু ধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে টানটান ম্যাচে লো-স্কোরিং ম্যাচ হলেও এদিন ব্যাট ও বলের লড়াই বেশ উপভোগ্য হল।

এদিন আবু ধাবিতে টস জিতে প্রথমে বোলিং করার সিদ্ধান্ত নেন অজি অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চ। অজি বোলারদের দাপটে নির্ধারিত ২০ ওভারে মাত্র ১১৮ রানে আটকে গেল প্রোটিয়ারা। আবু ধাবির বোলিং সহায়ক পিচে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা জঘন্য হয় দক্ষিণ আফ্রিকার। শুরু থেকেই নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট খোয়াতে থাকেন প্রোটিয়ারা। একটা সময় মাত্র ৪৬ রানে ৪ উইকেট খুইয়ে প্রবল চাপে পড়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। কিন্তু এরপর কার্যত একাই লড়াই শুরু করেন মারক্রাম। শেষদিকে তাঁকে কিছুটা সঙ্গ দেন রাবাডা। মূলত মারক্রামের ৪০ এবং রাবাডার ১৯ রানে ভর করে ১১৮ রানের সম্মানজনক স্কোরে পৌঁছায় দক্ষিণ আফ্রিকা।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা ভাল করেনি অস্ট্রেলিয়াও। মাত্র ৪ রানের মাথায় অধিনায়ক ফিঞ্চকে হারায় অজিরা। ২০ রানে আউট হয়ে যান ওয়ার্নারও। এরপর নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে অস্ট্রেলিয়াও। স্মিথ, ম্যাক্সওয়েল লড়াই করলেও তাঁদের স্লো স্ট্রাইক রেটের জন্য ভুগতে হয় গোটা দলকে। ১ বল বাকি থাকতে নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছে যায় অজিরা। মাত্র ১১৯ রান তুলতে তাদের যেভাবে ল্যাজেগোবরে হতে হল তা মোটেই সুখকর লক্ষণ নয়। অন্যদিকে, হারলেও এদিনের বোলিং এবং ফিল্ডিং কিছুটা স্বস্তিতে রাখবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে।

রবিবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতকেই এগিয়ে রাখছেন প্রাক্তনরা

কলকাতা, ২৩ অক্টোবর (হি.স) : আগামীকাল রবিবার টি-২০ বিশ্বকাপের বড় ম্যাচে মুখোমুখি ভারত ও পাকিস্তান। শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত দুই দলের তারকারাই। পাকিস্তানকে আটকাতে যেমন নীলনক্সা তৈরির কাজে ব্যস্ত বিরাট, ধোনি, রোহিতরা। তেমনই বাবর আজম, শাহীন আফ্রিদি এবং মহম্মদ আমিরদের ওপর নির্ভর করেই বিশ্বকাপের মঞ্চে পরিসংখ্যান বদলাতে মরিয়া পাকিস্তানও।

উত্তেজনা ক্রমশই বাড়ছে। রবিবার সন্ধ্যে সাড় সাতটায় দুবাইয়ের মহারণে মুখোমুখি হচ্ছে দুই চির প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি। লড়াইটা যে হাড্ডাহাড্ডি হতে চলেছে সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। তবে হাই প্রোফাইল ম্যাচে ভারতকেই খানিকটা এগিয়ে রাখছেন প্রাক্তনরা।

সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, এমন ম্যাচে পরিসংখ্যান কোনও কাজ করবে না। তবে শক্তির দিক থেকে এগিয়ে রাখব ভারতকেই। ওপেনিং থেকে মিডল অর্ডারই ভারতীয় দলের প্রধান অস্ত্র। একইরকম কথা আরেক প্রাক্তন ক্রিকেটার সৌরাশিস লাহিড়ীর মুখেও।

তিনি জানান, এই মুহূর্তে ভারতীয় দল দুরন্ত ছন্দে রয়েছে। অভিজ্ঞতার দিক থেকেও ভারতীয় দল পাকিস্তানের থেকে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে। যদিও ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ সবসময়ই নার্ভের খেলা। তবে ভারতীয় ক্রিকেটাররা চাপের মুখে বারবারই ভাল খেলার প্রদর্শন করছে। তাই ধারে ভারে অনেকটাই এগিয়ে ভারতই।

এখন শুধুই রবিবারের ম্যাচ শুরু হওয়ার অপেক্ষা। শেষ হাসি বিরাট নাকি বাবর আজমের মুখে ফোটে সেটাই এখন দেখার।

হিন্দুস্থান সমাচার/সঞ্জয়

টি-২০ বিশ্বকাপের ম্যাচে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৫৫ রানে শেষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ

শারজা, ২৩ অক্টোবর (হি.স) : টি ২০ বিশ্বকাপে টেস্ট খেলিয়ে দেশগুলির মধ্যে সর্বনিম্ন দলগত স্কোরের রেকর্ড গড়ল ২০১৬ সালের চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ২০১৬ সালের পর ২০২০ সালে টি ২০ বিশ্বকাপ হওয়ার কথা থাকলেও করোনা পরিস্থিতির কারণে তা এবার হচ্ছে। আর তাতেই সুপার টুয়েলভে নিজেদের প্রথম ম্যাচে মুখ থুবড়ে পড়ে চরম লজ্জার রেকর্ড গড়ল ক্যারিবিয়ান-বাহিনী।

টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিং নিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের অধিনায়ক অইন মর্গ্যান। শুরু থেকেই বল হাতে দাপট দেখান ইংরেজ বোলাররা। বিশ্বজুড়ে টি-২০ টুর্নামেন্টগুলিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটাররা যেখানে দাপট দেখান সেখানে ১৪.২ ওভারে ৫৫ রানে অল আউট হওয়া চরম লজ্জার। ক্রিস গেইল ১৩ রান করেন। বাকিরা কেউ দুই অঙ্কের ঘরেই পৌঁছাতে পারলেন না। মাত্র ২ রানের বিনিময়ে ৪ উইকেট নিলেন আদিল রশিদ।

অপরদিকে, আবু ধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে টানটান ম্যাচে লো-স্কোরিং ম্যাচ হলেও এদিন ব্যাট ও বলের লড়াই বেশ উপভোগ্য হল। শনিবার টি-২০ বিশ্বকাপের সুপার-১২ রাউন্ড প্রথম ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫ উইকেটে হারিয়ে দিল অস্ট্রেলিয়া।

করোনা রুখতে টি-২০ বিশ্বকাপে দর্শকদের জন্য অভিনব ব্যাবস্থা

দুবাই, ২৩ অক্টোবর (হি. স.) : করোনা রুখতে খেলার মাঠে অভিনব ব্যাবস্থা। চলতি টি-২০ বিশ্বকাপে আবু ধাবিতে দর্শকদের খেলা দেখার জন্য সবুজ গালিচার তৈরি হয়েছে অভিনব গ্যালারি।

করোনার কারণে গোটা বিশ্বজুড়েই দর্শকদের খেলা দেখার কড়াকড়ি রয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় মেনে চলতে হচ্ছে বিভিন্ন নিয়ম। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপও তার ব্যতিক্রম নয়। এখানেও খেলা দেখতে গেলে মানতে হবে অনেক নিয়ম। তবে শনিবার আবু ধাবিতে যে জিনিস দেখা গেল, তা সম্ভবত ক্রিকেটবিশ্বে প্রথম। আবু ধাবিতে দর্শকদের খেলা দেখার জন্য সবুজ গালিচা রয়েছে। সেখানে বসে বা হেলান দিয়ে খেলা দেখার ব্যবস্থা, যা সাধারণত দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ বা অস্ট্রেলিয়ায় দেখা যায়। কিন্তু কোভিডের কারণে আবু ধাবিতে সে ভাবে বসে খেলা দেখা যাবে না। তাই আয়োজকরা অন্য পন্থা নিয়েছেন।

কোনও অফিসে বা দফতরে যে ভাবে কর্মীদের জন্য কিউবিকল বা ছোট ছোট ঘর দেখা যায়, সে ভাবেই সবুজ গালিচার উপর প্রচুর ঘর তৈরি করা হয়েছে বাঁশের বেড়া দিয়ে। তার ভিতরে বসে খেলা দেখতে পারছেন দর্শকরা। প্রতিটি কিউবিকলের মধ্যে ন্যূনতম দূরত্ব রাখা হয়েছে। তার মধ্যে দর্শকরা যে ভাবে খুশি বসে বা শুয়ে খেলা দেখতে পারবেন। একটি কিউবিকল টপকে আর একটি কিউবিকলে যাওয়া যাবে না। কোনও দর্শকের নির্দিষ্ট কিউবিকলে অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবেন না।

এই গ্যালারির ছবি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে নেটমাধ্যম। আর সঙ্গে সঙ্গেই তা দর্শকদের মন জয় করেছে। অনেকেই নেটমাধ্যমে সেই ছবি ছড়িয়ে দিয়ে লিখেছেন, অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মতো কাজ করেছেন আয়োজকরা।-

প্রথম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের দাপটে দক্ষিণ আফ্রিকা আটকে গেল ১১৮ রানে

আবু ধাবি, ২৩ অক্টোবর (হি.স) : শনিবার আবু ধাবিতে টি ২০ বিশ্বকাপের সুপার টুয়েলভের প্রথম ম্যাচে জেতার জন্য অস্ট্রেলিয়ার সামনে ১১৯ রানের টার্গেট রাখল দক্ষিণ আফ্রিকা। টস জিতে ফিল্ডিং নিয়েছিলেন অজি অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চ। দক্ষিণ আফ্রিকা ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে তোলে ১১৮ রান। সর্বাধিক ৪০ করেন এইডেন মার্করাম। মিচেল স্টার্ক, জশ হ্যাজলউড ও অ্যাডাম জাম্পা দুটি করে উইকেট পেয়েছেন।

টস হেরে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই করেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রথম ওভারে মিচেল স্টার্কের বলে দৃষ্টিনন্দন দুটি বাউন্ডারিও মারেন প্রোটিয়া অধিনায়ক তেম্বা বাভুমা। কিন্তু ম্যাচের দ্বিতীয় ওভারে বল করতে এসেই তৃতীয় বলে বাভুমাকে বোল্ড করে দেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। বাভুমা ৭ বলে ১২ রান করেন। এরপর জোড়া ধাক্কা দেন আইপিএলেও ভালো ফর্মে থাকা জশ হ্যাজলউড। অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের দাপটে প্রোটিয়াদের স্কোর দাঁড়ায় ৮ ওভারে ৪ উইকেটে ৪৬। সেখান থেকে দলকে ৮০ রান অবধি টেনে নিয়ে যান ডেভিড মিলার ও এইডেন মার্করাম। ১৩.৩ ওভারে ৮০ রানে পঞ্চম উইকেট পড়ে দক্ষিণ আফ্রিকার। কিন্তু নিয়ন্ত্রিত অজি বোলিং আক্রমণের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতেই পারেনি দক্ষিণ আফ্রিকা। ২৩ বলে ১৯ রান করে অপরাজিত থাকেন কাগিসো রাবাডা। ডি কক ৭, ডুসেন ২, ডোয়েইন প্রিটোরিয়াস ১, কেশব মহারাজ ০, এনরিখ নরকিয়া ২ রান করেন। একটি মেডেন ওভার-সহ ৪ ওভারে ১৯ রান দিয়ে ২ উইকেট দখল করেন জশ হ্যাজলউড। অ্যাডাম জাম্পা ৪ ওভারে ২১ রান দিয়ে ২ উইকেট নেন। মিচেল স্টার্ক ৪ ওভারে ৩২ রান খরচ করে ২টি উইকেট পান। ম্যাক্সওয়েল একটি উইকেট পেয়েছেন ৪ ওভারে ২৪ রান দিয়ে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

স্বসহায়ক দলগুলির মাধ্যমে আগামী ৫ বছরে ১০ হাজার কোটি টাকার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি গড়ে তোলার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করছে সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৩ অক্টোবর।। উদ্ভাবনী ভাবনায় ও সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সহায়তায় রাজ্যের স্বনির্ভর যুবক যুবতীরাই এখন অন্যদের রোজগারের সুযোগ সৃষ্টি করছেন। রাজ্যে স্বসহায়ক দলগুলির মাধ্যমে আগামী ৫ বছরে ১০ হাজার কোটি টাকার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি গড়ে তোলার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করছে ত্রিপুরা সরকার। আজ সিপাহীজলা জেলা প্রশাসন ও ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের যৌথ ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত 'স্বনির্ভর ক্যাম্প' অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

বিশালগড় ব্লকের রাউতখলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মাঠে এই স্বনির্ভর ক্যাম্পটি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে এসে মুখ্যমন্ত্রী সুবিধা প্রদানকারী সংস্থা ও অন্যান্য স্টলগুলি পরিদর্শন করেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন সুবিধাভোগীদের হাতে ঋণের অনুমোদনপত্র, কৃষান ক্রেডিট কার্ড, মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনার অন্তর্গত বন দপ্তরের উদ্যোগে ভেষজ ও অর্থকরী গাছের চারা, উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষন দপ্তরের উদ্যোগে পেঁপে ও কলার চারা, মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে মাছের পোনা তুলে দেন। তাছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনার অ্যাকাউন্টের পাশবই তুলে দেন একজন সুবিধাভোগীর হাতে।

এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরায় স্বসহায়ক দলগুলিকে আত্মনির্ভর করে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। বর্তমান সরকারের সময়ে স্বসহায়ক দলের মাধ্যমে মহিলাদের রোজগারের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে একাধিক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে রাজ্যে। মহিলা

স্বশক্তিকরণে সরকারের গৃহীত একাধিক ইতিবাচক উদ্যোগের ফলে বর্তমান সরকারের সময়ে স্বসহায়ক দলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৬ গুণের অধিক। তাঁর দাবি, স্বনির্ভর যোজনার সুবিধা প্রদানের সরলীকরণ, স্বল্প ও সহজ শর্তে ঋণের সহায়তায় রোজগারের নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। নথি বা ঋণ অনুমোদনে বিভিন্ন জটিলতা ও ব্যাঙ্কের প্রতি অনীহার অবসান ঘটিয়ে সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে ব্যাঙ্কিং সহ অন্যান্য পরিষেবা। বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় আর্থিক সহায়তা গ্রহণ সহ উদ্ভাবনী ভাবনায় স্বনির্ভর ব্যক্তিরাই আত্মনির্ভর ত্রিপুরা নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, সমস্ত সংকীর্ণতার উর্দে উঠে বিভিন্ন প্রকল্পের সহায়তায় সকল স্তরের নাগরিকদের কাছে সমানভাবে পৌঁছে দিতে স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করছে ত্রিপুরা সরকার। একধাপে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ১ লক্ষ ৫৯ হাজার ঘর অনুমোদন প্রদানের পর আগামী এপ্রিল মাসের মধ্যে আরও ৭০,০০০ হাজার ঘর প্রদানের প্রক্রিয়া চলছে। বিভিন্ন প্রকল্পের সহায়তায় রোজগারের সুযোগ তৈরির লক্ষ্যে গ্রামীণ স্তর পর্যন্ত প্রতি মাসের তৃতীয় শনিবার স্বনির্ভর ক্যাম্প করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জনজাগরণে বিশেষ করে সুবিধাভোগীদের বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ সম্পর্কে অবহিত করা, প্রকল্পের সুফল পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে এধরণের উদ্যোগ।

তাঁর দাবি, স্মার্ট আপ সহ গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে একাধিক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে। কৃষকদের রোজগার বৃদ্ধির পাশাপাশি বেড়েছে মাথাপিছু গড় আয়। বিদ্যুৎ পরিষেবার আধুনিকীকরণে বিভিন্ন পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। ২০২২ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে প্রতি বাড়িতে জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে কাজ করছে ত্রিপুরা সরকার। তিনি বলেন, ছাত্রছাত্রীদের থেকে শুরু করে সকল অংশের মানুষের মধ্যেই ইতিবাচক মানসিকতা তৈরি হয়েছে।

এদিন বিশালগড় পূর্ব লক্ষীবিল এলাকার কারুশিল্পী কৃষ্ণলাল গোস্বামী তার নিজের তৈরি বাঁশ বেতের কারুকার্যের একটি জাহাজের রেপ্লিকা মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন। এরপর রাউথখলা পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি ও বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ মুখ্যমন্ত্রীর হাতে স্মারক উপহার তুলে দেন।

সিরিয়ায় মার্কিন ড্রোন স্ট্রাইকে খতম আল-কায়েদা নেতা : পেন্টাগন

ওয়াশিংটন, ২৩ অক্টোবর (হি.স.): উত্তর-পশ্চিম সিরিয়ায় মার্কিন ড্রোন স্ট্রাইকে নিকেশ হয়েছে শীর্ষ আল-কায়েদা নেতা। শনিবার মার্কিন ড্রোন স্ট্রাইকে খতম হয়েছে আল-কায়েদা নেতা আব্দুল হামিদ আল-মাতার। সেন্ট্রাল কমান্ডের মুখপাত্র সেনা মেজর জন রিগসবি জানিয়েছেন, এমকিউ-৯ এয়ারক্রাফট থেকে ড্রোন হামলা চালানো হয়েছে। এই হামলায় কোনও সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু হয়নি বলে দাবি করা হচ্ছে।

সেনা মেজর জন রিগসবি জানিয়েছেন, এর আগে সেপ্টেম্বর মাসেও আল কায়দার গোপন ডেরায় বিমান হামলা চালানো হয়েছিল। উত্তর-পশ্চিম সিরিয়ার ইদলিবের কাছে সশস্ত্র ড্রোন হামলায় আল-কায়েদার ঘাঁটি গুড়িয়ে দেওয়া হয়। নিকেশ হয় আল-কায়েদার অনেক নেতা। সেই ধাক্কা সামলাতে না সামলাতেই ড্রোন স্ট্রাইকে খতম হয়েছে আল-কায়েদা নেতা আব্দুল হামিদ আল-মাতার।

পুর ভোটের লক্ষে বিলোনীয়ায় তৎপর হল শাসকদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৩ অক্টোবর।। বিলোনিয়ায় আসন্ন পুরসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিজেপির নেতৃত্বরা মাঠে নেমে পড়েছে জোর কদমে। এরই অংগ হিসেবে, পুরসভা নির্বাচনের লক্ষে - আমার বুথ সবচেয়ে মজবুত স্লোগানকে সামনে রেখে - বিলোনিয়া পুর পরিষদের অন্তর্গত ২৪ নং বুথ -তথা ১৪ নং ওয়ার্ড এলাকায় -ভারতীয় জনতা পার্টির দক্ষিণ জেলা সাধারণ সম্পাদক বিশ্বনাথ দাস, দক্ষিণ জেলা যুব মোর্চা সাধারণ সম্পাদক দিব্যেন্দু দাসের নেতৃত্বে- শনিবার সকালে বিজেপির সকল বরিষ্ঠ কার্যকরতাদেরকে নিয়ে আন্তরিক জনসম্পর্ক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। বিজেপি নেতৃত্ব দের সাথে কার্যকর তাদের পায়ে পা মিলিয়ে ঐকান্তিক ভাবে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচারের মাধ্যমে এই ধরনের অভিযানকে স্বাগত জানিয়েছেন এলাকার সাধারন জনগন। আসন্ন পৌরসভার নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টিকে বিপুল ভোটে জয়ী করে আগামী দিনে দলকে আরো শক্তিশালী করার অঙ্গীকার নিয়ে, দলের সকল কান্ডারীদের সামনের সারিতে এগিয়ে এসে দায়িত্ব পালনের উৎসাহ ছিল বেশ লক্ষণীয়।

ভারতে দৈনিক সংক্রমণ বেড়ে ১৬,৩২৬, ২৩৩-দিনে সর্বনিম্ন সক্রিয় রোগী

নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবর (হি.স.): ভারতে ফের কিছুটা বাড়ল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে মৃত্যুর সংখ্যা যুক্ত হয়েছে ৬৬৬। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৬ হাজার ৩২৬ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিডে মৃত্যুর সংখ্যা যুক্ত হয়েছে ৬৬৬, ২২ অক্টোবর শুধুমাত্র কেরলই ৫৬৩ জনের মৃত্যুর সংখ্যা যুক্ত করেছে। শুক্রবার সারাদিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১৭,৬৭৭ জন, ফলে ভারতে এই মুহূর্তে মোট সুস্থতার হার ৯৮.১৬ শতাংশ, ২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে সর্বোচ্চ আরোগ্যের হার। ভারতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ১,৭৩,৭২৮ জন (২৩৩ দিনের মধ্যে সর্বনিম্ন), বিগত ২৪ ঘন্টায় রোগীর সংখ্যা কমেছে ২,০১৭ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ১৬,৩২৬ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩ কোটি ৪১ লক্ষ ৫৭ হাজার ৯৯৭ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.৫১ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ৬৮ লক্ষ ৪৮ হাজার ৪১৭ জন প্রাপক, ফলে ভারতে শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,০১,৩০,২৮,৪১১ জনকে টিকা দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৬৬৬ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৫৩,৭০৮ জন (১.৩৩ শতাংশ)। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা স্বস্তি দিয়ে রোজই বাড়ছে, শুক্রবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১৭,৬৭৭ জন। ফলে শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,৩৫,৩২,১২৬ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.১৬ শতাংশ। ভারতে এই মুহূর্তে সাপ্তাহিক সংক্রমণের হার ১.২৪ শতাংশ, ২৯ দিন ধরে ২ শতাংশের নীচে। দৈনিক সংক্রমণের হার ১.২০ শতাংশ, ১৯ দিন ধরে ২ শতাংশের নীচে।

বৃষ্টিতে ভিজল শ্রীনগর, গুলমার্গ ও পহেলগামে মরশুমের প্রথম তুষারপাত

শ্রীনগর, ২৩ অক্টোবর (হি.স.): তুষারপাত ও বৃষ্টির সৌজন্যে মনোরম পরিবেশ ফিরল কাশ্মীরে। শনিবার সকালে হালকা বৃষ্টি হয় শ্রীনগরে, এদিনই তুষারপাত হয়েছে গুলমার্গ ও পহেলগামে। গুলমার্গ ও পহেলগামে মরশুমের প্রথম তুষারপাত হয়েছে। শ্বেতশুভ্র বরফের চাদরে ঢাকা পড়েছে গুলমার্গ ও পহেলগামের পাহাড়। জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন প্রান্তে বৃষ্টি অবশ্য চলছে বিগত ১২ ঘন্টা ধরেই। গুলমার্গ ও পহেলগাম ছাড়াও শোপিয়ান, জোজিলা, দ্রাস, জাম্মকার, গুরেজেও তুষারপাত হয়েছে। আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ১২ ঘন্টায় সর্বাধিক ৫৮ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে কাজিগুন্দে। ভারী তুষারপাতের জেরে পীর কি গালি এলাকায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে মুঘল রোড। এই সড়ক রাজৌরি ও পুঞ্চ জেলাকে শোপিয়ান জেলার সঙ্গে যুক্ত করে। ট্র্যাফিকের ডেপুটি এসপি আফতাব শাহ জানিয়েছেন, তুষারপাতের ফলে রাস্তা পিচ্ছিল হয়ে যাওয়ার কারণে সমস্ত ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে।

ভোট পরবর্তী হিংসা মামলা ঃ মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে নবান্নের মামলার শুনানি

নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবর (হি.স) : রাজ্যে ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টে প্রথমবার মামলা দায়ের করেছিলেন জনৈক অনিন্দ্য সুন্দর দাস। সেই মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের বৃহত্তর বেঞ্চ যে রায় দিয়েছে তা চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। আগামী মঙ্গলবার সেই মামলার শুনানি। উচ্চ আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে একটি এসএলপি বা স্পেশাল লিভ পিটিশন দাখিল করা হয়েছে।

সূত্রের খবর, আগামী ২৬ অক্টোবর মঙ্গলবার সেই মামলার শুনানি হবে দেশের শীর্ষ আদালতে। হাইকোর্টের নির্দেশে ভোট পরবর্তী হিংসার মামলার বড় ঘটনাগুলির তদন্ত করছে সিবিআই। ইতিমধ্যেই এই মামলায় একাধিক চার্জশিট পেশ করা হয়েছে। জেলায় জেলায় ঘুরে তল্লাশি চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা। সিবিআই রাজ্যের অনুমতি না নিয়েই তদন্ত শুরু করেছে বলে অভিযোগ তুলেছিল রাজ্য সরকার। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুলে সুপ্রিম কোর্টে শুট ফাইলও করা হয়েছিল। গতকাল শুক্রবার তার শুনানি ছিল। পরবর্তী শুনানি হবে আগামী ১৮ নভেম্বর। অন্যদিকে আদালতে কেন্দ্রও জানায় সিবিআই তদন্তে হস্তক্ষেপ করার অধিকার রাজ্যের নেই। এদিন ৬০ পাতার হলফনামা পেশ করা হয় সুপ্রিম কোর্টে। বিচারপতি এল নাগেশ্বর রাও ও বিচারপতি বিএল গাভাইয়ের বেঞ্চে চলছে এই মামলার শুনানি। সেই হলফনামায় বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা যদি কোনও তদন্তভার নেয় তাতে গণতন্ত্রের কোনও ক্ষতি হয় না। সিবিআই তদন্তের অনুমোদন পেলে তা বন্ধ করার ক্ষমতাও রাজ্যের নেই। আগামী মঙ্গলবারের শুনানিতে কী হয় সেটাই এখন দেখার।

বিশেষ ট্রাইব্যুনালে নয়, কুমিল্লায় পুজোমণ্ডপে হামলার বিচার হবে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে

ঢাকা, ২৩ অক্টোবর (হি.স.): দুর্গাপুজোর সময়ে দেশজুড়ে পুজোমণ্ডপ ভাঙচুর ও মন্দিরে হামলার ঘটনা নিয়ে হিন্দু সংগঠনগুলির তোলা দাবি খারিজ করে দিল শেখ হাসিনা সরকার। বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ সহ একাধিক সংগঠন মন্দির সহ হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়ি-দোকানে হামলার ঘটনার বিচারে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের দাবি জানালেও তা যে মানা হচ্ছে না শনিবার তা জানিয়ে দিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক।

ইতিমধ্যেই ঘটনার দিনের সিসিটিভি ফুটেজ অর্থাৎ ভিডিও দেখে মূল পাণ্ডা ইকবাল হোসেন সহ বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ভিডিও ফুটেজ দেখে বিচার প্রক্রিয়া চালানো সম্ভব হবে কিনা, তা নিয়ে নানা মহলে প্রশ্ন উঠেছে। এক অনুষ্ঠানে আইনমন্ত্রী জানান, 'কুমিল্লায় পুজোমণ্ডপে কোরআন রাখার ঘটনার জেরে যে যে সাম্প্রদায়িক হামলা হয়েছে তার বিচার হবে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে।' এদিন মন্ত্রী বলেন, 'ভিডিও দেখে আসামি শনাক্ত করা হয়েছে। ভিডিও প্রমাণ গ্রহণ করার একটা ধারা রয়েছে। তাই কোনও অসুবিধা হবে না।' উল্লেখ্য, দুর্গাপুজোর অষ্টমীর দিনে অর্থাৎ গত ১৩ অক্টোবর ভোরে কুমিল্লার নানুয়া দীঘির পাড়ে দর্পন সঙ্ঘের পূজামণ্ডপে হনুমানের মূর্তির কোলে মুসলিমদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরআন রাখাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হাত ধরেই ভূ-স্বর্গে চালু আন্তর্জাতিক উড়ান পরিষেবা

শ্রীনগর, ২৩ অক্টোবর (হি.স) : ভূ-স্বর্গে চালু করা হচ্ছে আন্তর্জাতিক উড়ান পরিষেবা। শনিবার ৩ দিনের সফরে জম্মু-কাশ্মীরে পৌঁছান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তার হাত ধরেই সাজবে শ্রীনগর থেকে শারজা ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিমান। তিনদিনের সফরের প্রথমদিনেই শ্রীনগর থেকে আন্তর্জাতিক উড়ানের সূচনা করবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। শ্রীনগরে পৌঁছেই দেখা করতে যান শ্রীনগরের সিআইডি অফিসার পারভেজ আহমেদের বাড়ি। সেখানে গিয়ে কথা বলেন তাঁর পরিবারের সঙ্গে। সমবেদনা জানান। উল্লেখ্য, দুই মাস আগে জঙ্গিদের হাতে মারা যান পারভেজ।

সূত্রের খবর, উপত্যকায় সম্প্রতি জঙ্গি উপদ্রব ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হবে জম্মু-কাশ্মীরের প্রশাসনিক অধিকর্তাদের সঙ্গে। এছাড়াও সেখানে উন্নয়ন মূলক কাজ নিয়েও আলোচনা হতে পারে ওই বৈঠকে।

জম্মু-কাশ্মীরে উড়ান পরিষেবা চালু হবে বলে অসামরিক উড়ান মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার আগেই জানিয়েছিলেন। সেই মতোই শুরু হয় কাজ, প্রস্তুতি। বাড়ানো হয় শ্রীনগর বিমানবন্দরের আয়তনও। ২৫ হাজার স্কোয়ার মিটার থেকে বাড়িয়ে ৬৩ হাজার স্কোয়ার মিটার করা হবে। পাশাপাশি শ্রীনগরের বিমানবন্দরের উন্নয়নের জন্য ১৫০০ কোটি টাকা এবং জম্মু বিমানবন্দরের সংস্কার ও উন্নয়নের জন্যও ৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হবে বলেও ঘোষণা করেন জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া।

কোভিড পরিস্থিতির মধ্যেই যেহেতু এই সমস্ত কাজ করা হচ্ছে তাই বিমানবন্দরে করোনা বিধি বজায় রাখার দিকেও বিশেষ নজর দিয়েছে কাশ্মীরের ডিভিশনাল কমিশনার। কেন্দ্রের নির্দেশিকা অনুযায়ীই যাত্রার ৪৮ ঘণ্টা আগে করানো আরটি-পিসিআর পরীক্ষার নেগেটিভ রিপোর্ট দেখাতে হবে আন্তর্জাতিক যাত্রীদের।

কংগ্রেসের সঙ্গে জোটই ভরাডুবির কারণ, কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে কাঠগড়ায় বিমান বসুরা

নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবর (হি.স) : ২০২১ বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসের সঙ্গে জোটের জন্যই ভরাডুবি হয়েছে সিপিএমের। ঠিক এই সুরেই বঙ্গ সিপিএমকে তুলোধনা করল কেরলসহ সিপিএমের দক্ষিণ শাখা। শুক্রবার থেকে তিনদিনের বৈঠকে পার্টির রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক খসড়া প্রস্তাবের বিষয় নিয়ে আলোচনায় বসেছে কেন্দ্রীয় কমিটি। বাংলায় তৃণমূলকে নিয়ে সিপিএমের অবস্থান ঠিক করাটাই প্রাধান্য পাচ্ছে।

কেরলে যেমন কংগ্রেস বরাবর সিপিএমের প্রধান শত্রু। সেখানে বাংলায় জোট করা নিয়ে কম প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়নি হাইকমান্ডকে। একই অবস্থা ত্রিপুরাতেও। বিজেপি প্রধান প্রতিপক্ষ হলেও সিপিএম এবং কংগ্রেস দুই মেরুতে। তাই ২০২৪ এর লোকসভাতে কোন রণনীতিতে এগোবে সিপিএম সেই নিয়েই বৈঠকে কথা হয়। আগামী বছর এপ্রিলে কেরলে হতে চলেছে সিপিএমের ২৩তম পার্টি কংগ্রেস। তার আগে জানুয়ারিতে শেষ কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক বসবে। আগামী লোকসভা নির্বাচনে পার্টির রাজনৈতিক রণকৌশলের লাইন নিয়েও আলোচনা হওয়ার কথা এই বৈঠকে। একুশের নির্বাচনে সিপিএম-কংগ্রেস জোট এবং পরাজয় নিয়েই বাংলার বামেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।

বিমানবন্দরে নৃত্যশিল্পীর কৃত্রিম পা খুলে তল্লাশি, ক্ষমা চাইল সিআইএসএফ

নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবর (হি.স) : বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী তথা অভিনেত্রী সুধা চন্দ্রন-র বিমান সফরে কৃত্রিম পা খুলে তল্লাশিতে ক্ষোভ উগরে সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হন তিনি। একটি ভিডিও বার্তায় এবারের অভিজ্ঞতা শেয়ার করার পাশাপাশি নিজের পোস্টে ট্যাগ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। প্রধানমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ জানানোর পাশাপাশি জানতে চান, এই নিয়ম কি অত্যন্ত জরুরি? প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে আবেদন করেন, এই নিয়ম যাতে শিথিল করা হয়। সুধা চন্দ্রনের মতে, প্রবীণ নাগরিকদের জন্য যেমন আলাদা বিশেষ কার্ডের ব্যবস্থা থাকে, কৃত্রিম অঙ্গ ব্যবহারকারীদের ক্ষেত্রেও তা থাকাটা প্রয়োজন।

পেশার তাগিদে বার বার তাঁকে বিমানযাত্রা করতেই হয়। কিন্তু প্রতিবারই কৃত্রিম পা খুলে তল্লাশি করে করেন বিমানবন্দরের নিরাপত্তারক্ষীরা। এতে অত্যন্ত বিরক্ত শিল্পী। সম্প্রতি বিমানযাত্রার সময় একই ঘটনা ঘটে নৃত্যশিল্পীর সঙ্গে। এরপরই

এরপরই নড়েচড়ে বসে সিআইএসএফ, টুইট করে তারা ক্ষমা চেয়ে নেয় নৃত্যশিল্পী সুধা চন্দ্রনের কাছে। পাশাপাশি তারা জানিয়েছে, তদন্ত করে দেখা হবে, কেন সংশ্লিষ্ট মহিলা নিরাপত্তাকর্মীরা সুধা চন্দ্রনকে কৃত্রিম পা খোলার অনুরোধ করেছিলেন।

উল্লেখ্য, ১৯৮১ সালের মে মাসে, প্রায় ১৬ বছর বয়সে, তামিলনাড়ুতে সুধা চন্দ্রন একটি দুর্ঘটনার শিকার হন। তাঁর পায়ে আঘাত লাগে। পরে মাদ্রাজের বিজয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিতসকরা জানান, তাঁর ডান পায়ে গ্যাংগ্রিন তৈরি হয়েছে, তাঁর অঙ্গচ্ছেদ প্রয়োজন। দুর্ঘটনায় পা হারানোর দুই বছরের ব্যবধানে নৃত্যে ফিরে আসেন সুধা চন্দ্রন। সেই থেকে কৃত্রিম পা নিয়েই নাচ চালিয়ে গিয়েছেন তিনি। শুধু ভারতবর্ষেই নয়, কৃত্রিম পা নিয়েই তিনি বিদেশে বহু নৃত্যানুষ্ঠান করেছেন।

আত্মনির্ভর ভারতের প্রগতির জন্য সমস্ত কিছুই রয়েছে গোয়ায় ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবর (হি.স.): আত্মনির্ভর ভারতের প্রগতির জন্য যা যা কিছু প্রয়োজন রয়েছে, সমস্ত কিছুই রয়েছে গোয়ায়। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'গোয়া মানেই খুশি, প্রকৃতি ও পর্যটন। বর্তমানে গোয়া মানেই উন্নয়নের নতুন মডেল।' শনিবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে আত্মনির্ভর ভারত স্বয়মপূর্ণ গোয়া কর্মসূচির অধীনে সুবিধাভোগী ও স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে বার্তালাপ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই কর্মসূচির অধীনে ''স্বয়মপূর্ণ মিত্র'' হিসেবে নিযুক্ত করা হবে একজন সরকারি অফিসারকে, যিনি নিশ্চিত করবেন বিভিন্ন সরকারী প্রকল্প এবং সুবিধা যোগ্য সুবিধাভোগীদের জন্য যাতে উপলব্ধ হয়। এদিন প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'গোয়া মানেই খুশি, প্রকৃতি ও পর্যটন। বর্তমানে গোয়া মানেই উন্নয়নের নতুন মডেল। ভারত প্রতিটি পরিবারকে বিদ্যুতের সঙ্গে সংযুক্ত করার যে লক্ষ্য নিয়েছে, গোয়া তা অর্জন করেছে। হর ঘর জল মিশনের অধীনে, প্রথম রাজ্য হিসেবে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছে গোয়া। দরিদ্র ও অভাবীদের বিনামূল্যে রেশন দেওয়ার ক্ষেত্রেও ১০০ শতাংশ লক্ষ্য অর্জন করেছে গোয়া, ১০০ শতাংশ প্রথম ডোজ টিকাকরণও সম্পূর্ণ করেছে গোয়া।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'বিগত দেড়-দুই বছরে শুধুমাত্র মহামারী নয়, বেশ কয়েকটি ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার সম্মুখীন হয়েছে গোয়া। বিভিন্ন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছে গোয়ার ট্যুরিজম সেক্টর কিন্তু রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার ত্রাণ কাজ অব্যাহত রেখেছে।' মোদীর কথায়, 'গ্রামীন সংস্কৃতির পাশাপাশি আকর্ষণীয় শহুরে জীবনও রয়েছে গোয়ায়। আত্মনির্ভর ভারতের প্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুই রয়েছে গোয়ায়।' প্রধানমন্ত্রী এদিন আরও বলেছেন, 'ভারতের পর্যটন ও অর্থনীতির একটি প্রধান কেন্দ্র হল গোয়া। বিগত কয়েক বছরে, আমরা পর্যটন এবং আতিথেয়তা প্রচারের জন্য সমস্ত ধরনের সহায়তা দিয়েছি। কেন্দ্রীয় সরকার পর্যটন কেন্দ্রগুলির উন্নয়নে গোয়াকে সমর্থন করেছে।'

হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

ঝাড়খন্ডে বিজেপি জনজাতি মোর্চার কার্যকারিনী বৈঠক যোগ দিয়েছেন ত্রিপুরার উপমুখ্যমন্ত্রী যিষ্ণু দেববর্মন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।